পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 300 Saturday, 4 October, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩০০ সংখ্যা ❋ ১৭ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার, ৪ অক্টোবর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিজয়া সম্মিলনীর মাধ্যমে জনসংযোগে নামবে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ পুজো মিটতেই জনসংযোগে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ব্লকে ব্লকে শুরু হচ্ছে বিজয়া সম্মিলনী, ৫০ এর বেশি বক্তা যাবেন বিভিন্ন ব্লকে। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিজয়া সম্মিলনীর মাধ্যমে আরও একবার জনসংযোগে নামবে তৃণমূল। কেন্দ্রের থেকে এখনও মিলল না বকেয়া অর্থ, পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হেনস্থা ও সুষ্ঠু ভাবে উৎসব সম্পন্ন করা বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে তুলে ধরা হবে বলেই দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে লড়াইয়ের মাঠ বুঝে নিতে আজ থেকেই ঝাঁপাতে শুরু করছে রাজ্যের শাসক দল। এ ব্যাপারে রাজ্যের সমস্ত জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল। আগামী রবিবার থেকেই এই বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন শুরু হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বিরোধীদের শক্ত ঘাঁটিগুলিতে। জনসাধারণের মন বুঝে নিতে এবং সংযোগ বজায় রাখতে চলতি মাসের শুরু থেকেই মাঠে নামছে তৃণমূল। দুর্গাপুজোর পর এবার জেলায় জেলায় বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন রাজ্যের শাসক দলের। বিজয়া সম্মিলনীর দৌলতে আগামী নির্বাচনের আগে জনমতের ভিত আরও মজবুত করতেই এই আয়োজন বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করছে তৃণমূল। উত্তর থেকে দক্ষিণ সবকটি জেলাতেই অঞ্চল ভিত্তিক এই সম্মিলনীর আয়োজন করা হবে। সম্মিলনীর মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আগামী বিধানসভার ব্লু প্রিন্ট তৈরি করা পাশাপাশি অ্যাসিড টেস্ট করে নেওয়ার জন্যে এখন থেকেই ঝাঁপাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমত অবস্থায়, জনসমর্থন কোনও ভাটা পড়ছে কিনা, পড়লে সেটা রোখার কী উপায় রয়েছে, সমস্ত কিছু বুঝে নিতেই মাঠে নামছেন তৃণমূল নেতারা। ইতিমধ্যেই জেলা স্তরের সমস্ত নেতৃত্বকে বিজয়া সম্মিলনী সূচি অনুযায়ী পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে কালীঘাট। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, এই মরশুমের পরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজয়া সম্মলনীতে নেমে পড়বেন তিনি। নিবিড় জনসংযোগ করবেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ভাল কাজগুলি আর একবার জনগণকে মনে করিয়ে দেওয়া। কারও কোনও প্রস্তাব থাকলে তা গ্রহণ করে নেওয়া। বিরোধীরা যে কুৎসার চক্রান্ত করছে সেগুলিকে ব্যর্থ করতে জনসাধারণকে বাম জমনার অবস্থা ও বিজেপি যে রাজ্যে রয়েছে সেখানকার অবস্থা বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে তুলে ধরবেন।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে চূড়ান্ত চার্জশিট সিবিআইয়ের

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজো শেষহতেই সক্রিয় হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ করল সিবিআই। আজ, শুক্রবার, একাদশীর দিন সিবিআই আধিকারিকরা ব্যাঙ্কশাল আদালতে চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দিলেন। চূড়ান্ত চার্জশিটে মানিক ভট্টাচার্য, বিভাস অধিকারীর বিরুদ্ধে নাম রয়েছে বলে খবর।১প্রাথমিক শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এরপর একে একে একাধিক রাঘববোয়ালদের নাম উঠে আসে। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নদিয়ার নাকাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য-সহ অনেকেই। তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সেক্রেটারি-সহ একাধিক আধিকারিকের নামও জড়িয়েছিল সিবিআই তদন্তে। ব্যাঙ্কশাল আদালতে এই মামলা চলছে। এবার একাদশীর দিন পঞ্চম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিল ইডি। ৭০ পাতার এই চার্জশিটই চূড়ান্ত চার্জশিট বলে জানা গিয়েছে। তাতে নাম রয়েছে মানিক ভট্টাচার্য, বিভাস অধিকারীর। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তকালীন সেক্রেটারি রত্না চক্রবর্তী বাগচির বিরুদ্ধেও চার্জশিট দেওয়া হয়েছে বলে খবর। সিবিআইয়ের অভিযোগ ছিল, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সাড়ে ৩৫০ জনের চাকরি ঘুরপথে হয়েছিল। নাকাশিপার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য সেসময় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। মানিকের সঙ্গে রত্না চক্রবর্তী বাগচি ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়েছিলেন বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে অভিযোগ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুনীতি মামলায় ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি যায়। ২০২৩ সালের মে মাসে এই নির্দেশ জারি করেছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। পরে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে পর্ষদ ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল। পরে ডিভিশন বেঞ্চও সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় বহাল রেখেছিল। মামলা গড়িয়েছিল সর্বোচ্চ আদালতেও। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা প্রথমে আলিপুর আদালতে চলছিল। পরে সেই মামলা ব্যাঙ্কশাল আদালতে ওঠে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সাল থেকে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সিবিআই মামলায় জামিন পেয়েছেন তিনি। এর আগে তিনি ইডির মামলাতেও জামিন পেয়েছিলেন। কবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জেলমুক্তি হবে? সেই চর্চা চলছে। মানিক ভট্টাচার্য আগেই জামিন পেয়েছেন। বিভাস চক্রবর্তী এই মুহূর্তে জেলবন্দি আছেন। ভুয়ো থানা থেকে সমান্তরাল প্রশাসন, জালিয়াতির অভিযোগে এই প্রাক্তন তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে নয়ডা পুলিশ।

ডিভিসি-র জল ছাড়ার কড়া প্রতিবাদ মমতার

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ অবহিত না করে জল ছেড়ে দিয়ে, ডিভিসি বাংলার লক্ষ

লক্ষ জীবনকে তাৎক্ষণিক বিপদের মধ্যে ফেলেছে। এটি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি ডিভিসি দ্বারা সৃষ্ট একটি বিপর্যয়। শুক্রবার এভাবেই কড়া প্রতিবাদ জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন, বিজয়া দশমী দুর্গাপূজার সমাপ্তি - আনন্দ, উল্লাস এবং নবায়িত আশার সময়। তবুও, পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে শান্তিতে উৎসব শেষ করতে দেওয়ার পরিবর্তে, ডিভিসি রাজ্যকে কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ৬৫,০০০ কিউসেক জল ছেড়ে দিয়েছে। এই বেপরোয়া কাজটি আমাদের পবিত্র উৎসবগুলিতে দুর্দশা সৃষ্টির প্রচেষ্টার চেয়ে কম কিছু নয়। এই ধরণের একতরফা পদক্ষেপ লজ্জাজনক এবং একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।
আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি কাউকে বাংলার বিসর্জন করতে দেব না। আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে প্রতিটি ষড়যন্ত্র পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে। সত্য মিথ্যার উপর জয়লাভ করবে এবং শুভ ইচ্ছা অশুভের উপর জয়লাভ করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজ্যকে বিনা নোটিশ দিয়ে ডিভিসি প্রায় ৬৫ হাজার কিউসেক জন ছেড়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের কত ক্ষতি হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার একবারও ভাবলো না। রজ্যের মানুষের এই দুর্দশার জন্য তারাই দায়ী। হাওড়ার বেশির ভাগ জায়গাই জলের তলায় চলে গিয়েছে। রাজ্য সরকার ত্রানের ব্যবস্থা করেছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তাদের জোগান দেওয়া হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়িয়ে এই মুহূর্তে দক্ষিণ ওড়িশার কাছেই অবস্থান করছে নিম্নচাপ। ক্রমে সেটি আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আগামী দু'দিন উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ডিভিসির নিয়ন্ত্রিত বাঁধ থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া শুরু হয়েছে। মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে ৩২ হাজার ৫০০ কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে। দুটি বাঁধ থেকে মোট ৬৫ হাজার কিউসেক জল দামোদর নদী হয়ে আসছে। বৃষ্টি হচ্ছে অজয় ও দামোদরের আপার ক্যাচমেন্টে। তাই জল ছাড়ছে বরাকর ও দামোদরের উপর ঝাড়খণ্ডের তিন ড্যাম। ঝা।খণ্ডের তিলাইয়া, তেনুঘাট ও কোনার ড্যাম জল ছাড়ায় চাপ বাড়ছে মাইথন ও পাঞ্চেতে। অতিরিক্ত জলছাড়ার ফলে উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনের।

এখনই বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই! কোন পথে এগোচ্ছে নিম্নচাপ? জানাল হাওয়া অফিস

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়িয়ে দক্ষিণ ওড়িশার কাছেই অবস্থান করছে নিম্নচাপ। ক্রমে সেটি আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিনত হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণ ও।িশার ফুলবনি এলাকার উপরে গভীর নিম্নচাপের প্রভাব পড়বে বলে প্রাথমিক খবর। বাংলায় এই নিম্নচাপের প্রভাব কতটা পড়বে, সেই প্রশ্ন করতে হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আগামী দু'দিন উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।
কলকাতায় এখনই বৃষ্টি কমছে না। আজ শুক্রবার একাদশীতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে মহানগরে। এদিনও সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। গত দু'দিনের বৃষ্টিতে তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল, বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮ থেকে ৯৮ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ২৯.১ মিলিমিটার। আগামী কাল, শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে বলেই খবর।

নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। এদিন বীরভূমে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতেও। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একাধিক জায়গায় ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে খবর। উপকূল এলাকাতেও ঝোড়ো হাওয়া বইবে বলে আশঙ্কা।
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস। এদিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। আগামী কাল, শনিবার থেকে দুর্যোগ আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে খবর। কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে জেলাগুলিতে। রাজ্যজুড়ে আরও দু'দিন দুর্যোগ থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক মুখ্যসচিবের

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ এইদিকে ডিভিসির ছাড়া জলে দক্ষিনবঙ্গের একাধিক জেলায় প্লাবনের আশংকা তৈরি হওয়ায় এবং নিম্নচাপের কারনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাষ থাকায় রাজ্য সরকার জেলাগুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। জেলাগুলির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ আজ নবান্ন থেকে জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। পর্যাপ্ত ত্রান মজুত রাখা ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে তৈরি রাখার জন্যে তিনি জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ অন্যান্য জেলার নদীগুলির জলস্তরের উপরে নজর রেখে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানো এবং বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত রাজ্য সরকারকে জানানোর কথাও বৈঠকে বলা হয়েছে। জল ছাড়া নিয়ে রাজ্য সরকার ডিভিসি র আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা ছাড়াও উৎসবের মধ্যে কেন রাজ্যকে আগাম না জানিয়ে এত পরিমান জল ছাড়া হল তা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই চিঠির উত্ত ডিভিসি এদিন দেয় নি।

সোনমের স্ত্রীর পাশে থাকার বার্তা দিলেন মহুয়া মৈত্র

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ লাদাখের ষষ্ঠ তফসিলের দাবিতে আন্দোলনের অন্যতম মুখ সোনম ওয়াংচুক এই মুহূর্তে জেলে। তাঁর জামিনের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো। এক্স হ্যান্ডেলে গীতাঞ্জলির পাশে থাকার বার্তা দিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। লিখলেন, ' আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আছি।' সুপ্রিম কোর্টে দ্রুতই সুরাহা মিলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

পুজোয় ব্যবসার অঙ্ক লাফিয়ে ছুঁল ৫০ হাজার কোটি!

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আর সেই উৎসবের উদ্দীপনায় বেড়ে ওঠে অর্থনীতি। ২০২৫ সালের হিসেব বলছে এবার একলাফে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেড়েছে বাণিজ্য। গত বছর যদিও কিছুটা কমেছিল বাণিজ্য। কিন্তু এবার সব মিলিয়ে ৪৬ হাজার থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয়েছে বলে সূত্র মারফৎ জানতে পারা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, কর্পোরেট স্পনসরশিপ, শপিং মলে বহু মানুষের সমাগম, ভোগ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, নিশ্চিতভাবেই পুজোর অর্থনীতি এবার আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাঁর কথায়, এবছর পুজোর অর্থনীতি নিশ্চিতভাবেই আরও শক্তিশালী আকার ধারণ করেছে। তবে এখনই নির্দিষ্ট কোনও অঙ্ক বলা কঠিন। আপাতত আমরা অপেক্ষা করব সমস্ত দপ্তর খোলার। তখনই সঠিক তথ্যটা পাওয়া যাবে।তবে তিনি এও জানাচ্ছেন, অন্তত ১৫ শতাংশের বৃদ্ধির আশা তিনি অবশ্যই করছেন। এদিকে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এবার সম্ভবত বিদ্যুতের চাহিদা ১২ হাজার মেগাওয়াটও ছাপিয়ে যাবে। গতবারে যা ছিল ৯৯১২ মেগাওয়াট। অর্থাৎ বিদ্যুতের চাহিদা একলাফে বেড়েছে। ফলে সেই খাতেই লভ্যাংশ নিশ্চিতভাবেই বাড়বে।এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সব মিলিয়ে পুজোর বাণিজ্য ৪৬ হাজার থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকা হতে চলেছেই। ২০২৪ সালে যা সব মিলিয়ে ৪২ হাজার কোটির বেশি ছিল না। অর্থাৎ এবার একলাফে তা অনেকটাই বাড়বে। বলে রাখা ভালো, এবারের পুজোয় নিম্নচাপের ভ্রুকুটি ছিলই। কিন্তু তবুও সব মিলিয়ে সেভাবে প্রকৃতির তাণ্ডব বাধা হতে পারেনি মানুষের উদ্দীপনায়। যত বেশি মানুষ পথে নেমেছেন, ততই যেন লাফিয়ে বেড়েছে বাণিজ্যও। অন্তত তেমনটাই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

ইতিহাস-ভুগোল বদলে দেব! পাকিস্তানকে চরম হুঁশিয়ারি রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ স্যার ক্রিক সেক্টরে পাকিস্তান কোনও রকম অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড চালালে, ভারতের প্রতিক্রিয়া এত শক্তিশালী হবে যে তা ইতিহাস এবং ভূগোল উভয়কেই বদলে দিতে সক্ষম। গুজরাতের ভূজে সীমান্তবর্তী সামরিক ঘাঁটিতে দশেরার অনুষ্ঠান থেকে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালে ভারতীয় সেনা লাহোরে পৌঁছেছিল, ২০২৫ সালে পাকিস্তানকে মনে রাখতে হবে- করাচির পথে যাত্রার একটি অংশ স্যার ক্রিক হয়ে গিয়েছে। স্যার ক্রিক হল গুজরাতের কাচ্ছ অঞ্চল এবং পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের মধ্যে ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জোয়ার-ভাটার খাল। এটি কেবল সীমান্তরক্ষা বা কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয় মাছধরা ও সম্ভাব্য তেল ও গ্যাস ভাণ্ডারের দিক থেকেও এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের মতে, উচ্চ জোয়ারের সময় এটি নৌগম্য, এবং স্থানীয় মাছ ধরার ট্রলারও এই চ্যানেল ব্যবহার করে। পাকিস্তান নৌগম্যতা অস্বীকার করলেও, ভারত থালভেগ প্রিন্সিপল অনুযায়ী সীমান্ত নির্ধারণের দাবিতে দঢ়। রাজনাথ সিং উল্লেখ করেছেন, স্যার ক্রিকের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাকিস্তানের সামরিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ তার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।

এফ ১৬-সহ ছয় যুদ্ধবিমান গুঁড়িয়েছে অপারেশন সিঁদুরে',বায়ুসেনা প্রধান

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ অপারেশন সিঁদুরে গুঁড়িয়ে গিয়েছে 'পাক ভরসা' এফ১৬। ধ্বংস হয়েছে আরও ৫টি পাক যুদ্ধবিমান। শুক্রবার সেকথা সাফ জানিয়েদিলেন ভারতের বায়ুসেনা প্রধান অমরপ্রীত সিংহ। তিনি আরও জানান, পাকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঢুকে ভারতের বায়ুসেনা আঘাত হেনেছে। তাতেই বিরাট ক্ষতি হয়েছে পাক যুদ্ধবিমানের। সেই সঙ্গে পাকিস্তানকে খোঁচা দিতেও ভোলেননি বায়ুসেনা প্রধান।
শুক্রবার বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমরপ্রীত বলেন, 'পাকিস্তানের এফ-১৬ এবং জেএফ-১৭ শ্রেণির পাঁচটি যুদ্ধবিমান আমরা ধ্বংস করেছি। পাক নজরদারি বিমানও গুঁড়িয়ে গিয়েছে। ভারতের হামলায় পাকিস্তানের বেশ কিছু র‍্যাডার, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, রানওয়ে এবং হ্যাঙ্গার ধ্বংস হয়েছে। একটা হামলা করেছি আমরা, যেটা পাকিস্তানের ভূখণ্ডের ৩০০ কিলোমিটার ভিতরে গিয়ে আছড়ে

পড়েছে। বায়ুসেনার ইতিহাসে এই প্রথমবার পাকিস্তানের এতখানি অভ্যন্তরে গিয়ে হামলা চালাতে পারল কোনও দেশ।'' কেবল শত্রুর যুদ্ধবিমান ধ্বংসই নয়, ভারতীয় বায়ুসেনার আঘাতে পাকিস্তানের বেশ কিছু সামরিক পরিকাঠামোও ধ্বংস হয়েছে। গত ১০ মে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীনই পাকিস্তানের ১১টি বায়ুসেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে ভারত হামলা চালায়। সম্ভবত সেই দিনেই এই যুদ্ধবিমানগুলি ধ্বংস হয়েছে। তার পরেই ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি হয়। অমরপ্রীত জানান, অপারেশন সিঁদুরের পর গোটা মিশনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানেই উঠে এসেছে এই তথ্য। বায়ুসেনা প্রধানের কথায়, আমরা পাকিস্তানের এমন হাল করেছিলাম যে ওরা যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য হয়। সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংসের যে দাবি করছে পাকিস্তান, সেসব হল মনগড়া কাহিনি। উল্লেখ্য, ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান দাবি করেছিল, ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তত ৬টি রাফালে যুদ্ধবিমান নামিয়েছে তারা। কিন্তু ভারত প্রথম দিন থেকেই সেই দাবি খারিজ করে এসেছে।

আমি পুরস্কার নিজের জন্য চাইছি না। দেশের জন্য চাইছি ঃ ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিদেক ঃ নোবেল নিয়ে ফের নিজের অভিমান প্রকাশ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলেন, আমাকে নোবেল না দিলে, তা আমেরিকার অপমান। পাশাপাশি, নোবেল কমিটিকে তোপ দেগে তাঁর বক্তব্য, ওরা এমন কাউকে নোবেল দেবে, যারা কিছুই করেনি। এরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, বিশ্বে চলতে থাকা একাধিক যুদ্ধ তিনি থামিয়েছেন। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, এখনও পর্যন্ত আমি সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছি। গাজা যুদ্ধ নিয়ে ইতিমধ্যেই ২০ দফার একটি প্রস্তাব পেশ করেছি। যদি ইজরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়, তাহলে তা আট নম্বর হবে। এরকম কাজ আগে কেউ করেননি। কিন্তু তা-ও আমাকে ওরা নোবেল দেবে না। ওরা এমন কাউকে দেবে, যিনি জীবনে কিছুই করেননি। তিনি আরও বলেন, নোবেল দেওয়া না হলে, তা গোটা আমেরিকাকে অপমান করা হবে। আমি পুরস্কার নিজের জন্য চাইছি না। দেশের জন্য চাইছি। নোবেল এমন কাউকে দেওয়া হয়, যিনি সমাজে বড় কোনও কাজ করেছেন।প্রসঙ্গত, নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী হিসাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আগেও বারবার নিজেকে তুলে ধরেছেন। পূর্বসূরী বারাক ওবামার উদাহরণ টেনে জানিয়েছেন, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুরস্কার পেয়েছেন। নিজের দাবির সপক্ষে তাঁর যুক্তি, ক্ষমতায় আসার পর ৭টি যুদ্ধ থামিয়েছেন। হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ থামাতেও প্রস্তুত তিনি। এহেন পরিস্থিতির মাঝে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যম এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নোবেল কমিটির সচিব

ক্রিশ্চিয়ান বার্গ হার্পভিকেন বলেন, এটা সত্যি যে একজন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বিস্তর আলোচনা চলছে। তবে এটাও সত্য যে সংবাদমাধ্যমের আলোচনা আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে না। আমরা ঝাড়াই বাছাই করে যোগ্যতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের উপর কোনও চাপ নেই। বাইরের কোনও চাপ আমাদের প্রভাবিত করতে পারে না। ট্রাম্প বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, যদি আমি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে পারি, তাহলে আমাকে নোবেল দেওয়া হবে। আমি জানিয়েছি, বাকি সাতটা যুদ্ধের কী হবে? বিশ্বে সাতটা যুদ্ধ আমি থামিয়েছি। প্রত্যেকটির জন্য একটি করে নোবেল পাওয়া উচিত আমার। তিনি আরও বলেন, বাণিজ্য অস্ত্র ব্যবহার করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আমি যুদ্ধ থামিয়েছি। ভারত-পাক ছাড়াও থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান, কসোভো- সার্বিয়া, ইজরায়েল-ইরান, মিশর-ইথিওপিয়া এবং রাওয়ান্ডা- কঙ্গোর মধ্যে আমি যুদ্ধ থামিয়েছি। ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রেই বাণিজ্য অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। ট্রাম্পের সংযোজন, আমি ভেবেছিলেন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সমাধান করা সহজ হবে। কারণ, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক।

মোদির পাশে পুতিন, শুল্কবাণ সামলাতে নয়া ঘোষণা করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট

বিশেষ প্রতিদেক ঃ ভারত কোনওরকম অপমান সহ্য করবে না। নয়াদিল্লির পাশে দাঁড়িয়ে আমেরিকাকে সাফ বার্তা দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেই সঙ্গে জানালেন, অন্য কোনও দেশের চাপে ভারত মাথা নোয়াবে না। ভারত যেভাবে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করছে, সেই পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেছেন পুতিন। তাঁর হুঁশিয়ারি, অতিমাত্রায় শুল্ক চাপালে আখেরে মার্কিন অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। একটি সম্মেলনে ভারত-সহ ১৪০টি দেশের প্রতিনিধিদের সামনে বক্তব্য রাখছিলেন পুতিন। সেখানেই তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের কোনওদিন সমস্যা বা অশান্তি ছিল না। আমি জানি, ভারত অপমান সহ্য করবে না। বাইরে থেকে কোনও দেশ যতই চাপ আসুক না কেন, মাথা নোয়াবে না ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ' বলে সম্বোধন করে পুতিনের দাবি, যে পদক্ষেপে ভারত অপমানিত হবে

এমন কোনও কাজ করবেন না মোদি। রুশ তেল কেনা নিয়েও ভারতের পাশে দাঁড়ি য়েছেন পুতিন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেয় তাহলে ৯০০ থেকে ১০০০ কোটি ডলারের লোকসান হবে ভারতের। সেদেশের আমজনতা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন যে নেতারা দেশের জন্য কি সিদ্ধান্ত নেন। দেশের অপমান হবে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না ভারতের নেতারা। তবে মার্কিন শুল্কের কারণে ভারতের যা লোকসান হবে, সেটা মিটিয়ে দিতে ভারত থেকে আরও বেশি পরিমাণ কৃষিপণ্য এবং ওষুধ কিনবে রাশিয়া। উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ' মাঝেই ডিসেম্বরে ভারতে আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে মোকাবিলার জন্য প্রাথমিকভাবে দুই বন্ধু কৌশলগত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবেন। তার আগেই ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ খুললেন পুতিন।

শারদোৎসবঃ ত্রিপুরাজুড়ে প্রতিমা বিসর্জন চলছে

আগরতলা, ৩ অক্টোবর ঃ ত্রিপুরাজুড়ে দুর্গাপূজা উৎসবের সমাপ্তি উপলক্ষে প্রতিমা বিসর্জন বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে এবং তা শুক্রবার ও শনিবার অব্যাহত থাকবে। রাজধানী আগরতলা শহরে শনিবার হবে 'মায়ের গমন' কার্নিভাল।দশমী পূজার পর মহিলাদের ' খেলা' এবং 'যাত্রা' অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার আগরতলা সহ রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে। ফলে অনেক জায়গায় প্রতিমা বিসর্জন স্থগিত রাখা হয়েছে। শুক্রবার বিসর্জনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সকাল থেকে।বৃহস্পতিবার রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত দুর্গা বাড়ি মন্দির এবং প্রভু বাড়ি থেকে প্রতিমা বিসর্জন ছিল অন্যতম আকর্ষণ। বিসর্জন চলাকালীন প্রভু বাড়ি থেকে প্রতিমা বহনকারীদের কাঁধ থেকে পড়ে যায় - অনেকে এটিকে অশুভ লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন।আগরতলার দশমী ঘাট বিসর্জন কেন্দ্রে হাজার হাজার দর্শনার্থী দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে জড়ো হন। আগরতলা পুর নিগম সুষ্ঠু বিসর্জনের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল কড়া। ভিড় এবং যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য বিসর্জন পয়েন্ট গুলিতে পুলিশ, টিএসআর জওয়ান এবং ট্রাফিক কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে।এদিকে,৪ অক্টোবর নির্ধারিত বহু প্রতীক্ষিত 'মায়ের গমন' কার্নিভালের জন্য প্রস্তুত আগরতলা। সেখানে শহরের সমস্ত প্রধান ক্লাব অংশগ্রহণ করবে। কার্নিভালে বিসর্জনের আগে নৃত্য, সঙ্গীত এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার সাথে প্রতিমার প্রাণবন্ত শোভাযাত্রা প্রদর্শিত হবে। দেবী দুর্গার বিদায়কে জাঁকজমক করা হবে। এই কার্নিভাল ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং জনগণের সম্মিলিত চেতনাকে প্রতিফলিত করবে বলে আশা করছেন আগরতলাবাসী।অন্যদিকে, দশমীর সন্ধ্যায় আগরতলার ওএনজিসি মাঠ এবং বি.টি. কলেজ মাঠ সহ বিভিন্ন স্থানে অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির জয় উদযাপনের জন্য 'রাবণ দহন' অনুষ্ঠান হয়েছে।

জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ল ডিভিসি-র, বানভাসি হওয়ার আশঙ্কা দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা সত্ত্বেও ডিভিসি-র জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়ল। ফলে দুর্গাপুর থেকে ৫৯ হাজার কিউশেক জল ছাড়া শুরু হয়েছে। মাইথন এবং পাঞ্চেতে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়িয়ে ৬৫০০০ করা হয়েছে। জারি কমলা সতর্কতা । ঝাড়খন্ড এবং বিহারে বৃষ্টি হওয়ায় তেনু ঘাটেও জল ছাড়ার পরিমাণ বেড়েছে। দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে ৫৯ হাজার ৭৫ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে বানভাসি হওয়ার আশঙ্কা দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার থেকে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। শুক্রবার সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। কোথাও ভারী আবার কোথাও মাঝারি বৃষ্টি পড়ছে জেলায় জেলায়। ফলে এমন পরিস্থিতিতে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ানোয় বাড়ছে বানভাসি হওয়ার আশঙ্কা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নির্বাচনের কথা ভেবেই কারুরে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে বিজেপি, তোপ স্ট্যালিনের

রমন্থপুর,৩অক্টোবরঃরমন্থপুরমের জনসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। শুক্রবার রমন্থপুরমে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বিজেপি-র কার্যকলাপ, তাদের নির্বাচনী কৌশল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সফরকে সরাসরি কটাক্ষ করেন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই বিজেপি কারুরে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে। অথচ অতীতে যখন তামিলনাড়ু ভয়াবহ বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল, হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তখন বিজেপি-র কোনও দায়িত্ববোধ চোখে পড়েনি। এই অভিযোগের মধ্য দিয়েই তিনি কেন্দ্রকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন।স্ট্যালিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, তামিলনাড়ু যখন তিনটি বড় বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল, তখন আমাদের মানুষ চরম কষ্টের মধ্যে ছিলেন। হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন রাজ্যে পা রাখেননি। কোনও অনুদানও দেননি। অথচ আজ নির্বাচনের আগে, খুব দ্রুতই তিনি কারুরে উপস্থিত হন। কেন এই তাড়াহুড়ো? কারণ সামনে নির্বাচন। মানুষের পাশে থাকার কোনও আন্তরিকতা নেই বিজেপির, তারা কেবল ভোটের অঙ্ক কষে।তাঁর আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে বিজেপি-র অতীত ভূমিকা প্রসঙ্গ টেনে। স্ট্যালিন বলেন, যে বিজেপি মণিপুর দাঙ্গার তদন্তে কোনও কমিশন পাঠায়নি, গুজরাটের নানা ঘটনা বা কুম্ভ মেলার মৃত্যুর তদন্তে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি, সেই বিজেপি আজ হঠাই তামিলনাড়ুর জন্য এত উদ্বেগ দেখাচ্ছে। কেন? কেবলমাত্র আগামী বছরের নির্বাচনের জন্য।এরপরই স্ট্যালিন তামিলনাড়ুর অন্যতম বড় সমস্যা, অর্থা মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, আমাদের মৎস্যজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। আমরা বারবার এর প্রতিবাদ জানিয়েছি, নিন্দা করেছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এই বিষয়ে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। আমরা এমনকি তামিলনাড়ু বিধানসভায় কাচাথিভু পুনরুদ্ধার করার প্রস্তাব পাস করেছি। সেই প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিজেপি সরকার চাইলে সেই রেজুলেশন ব্যবহার করে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আলোচনা করতে পারত। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করেছে।স্ট্যালিন আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী যখন শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন, তখন কাচাথিভুর প্রসঙ্গ তুলতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছিলেন। অথচ শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা কাচাথিভু ফেরত দেবে না। তামিলনাড়ুর স্বার্থে, তামিলদের ভবিষ্যতের স্বার্থে কেন্দ্র কেন এভাবে তিক্ত আচরণ করছে? কেন সবসময় আমাদের সঙ্গে বৈষম্য করা হয়?এখানেই থেমে থাকেননি স্ট্যালিন। তিনি বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক নীতি এবং শিক্ষা নীতির দিকেও আঙুল তোলেন। তাঁর বক্তব্য, জিএসটি-র মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হযেছে। তামিলনাড়ুর রাজস্বের একটি বড় অংশ চলে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় কোষাগারে, অথচ আমরা কোনও যথাযথ প্রাপ্য পাচ্ছি না। জাতীয় শিক্ষা নীতি এবং নিট পরীক্ষার নামে আমাদের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যম।তাঁর এই বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। স্ট্যালিনের অভিযোগ, বিজেপি কোনও আন্তরিকতা থেকে কাজ করছে না, বরং কেবল নির্বাচনী রাজনীতির স্বার্থে তামিলনাড়ুর মানুষের পাশে থাকার ভান করছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যের মানুষ এই প্রহসন বুঝে গিয়েছে, আর বিজেপির এই নাটক সফল হবে না।তামিলনাড়ু রাজনীতির ইতিহাস বলছে, কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক সবসময়ই এক ধরনের টানাপড়েনের মধ্যে থেকেছে। বিশেষত শিক্ষা, অর্থনীতি এবং আঞ্চলিক অধিকারের প্রশ্নে তামিলনাড়ু সবসময়ই আলাদা অবস্থান নিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় স্ট্যালিনের এই বক্তব্যকে রাজনৈতিক মহল খুবই তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে। বিশেষত যখন আগামী বছরের নির্বাচনের আগে বিজেপি দক্ষিণে নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করার চেষ্টা করছে, তখন এই আক্রমণ বিজেপির জন্য স্পষ্টতই অস্বস্তিকর।স্ট্যালিনের আক্রমণ কেবল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নয়, বরং সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকেও লক্ষ্য করে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বিজেপি দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে রাজনৈতিক জমি তৈরি করতে চাইছে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাদের বিপক্ষে। কারণ রাজ্যের মানুষ জানে, ভোট এলে বিজেপি আসে, ভোট মিটলে তারা আর রাজ্যের পাশে থাকে না।বিগত কয়েক বছরে মস্যজীবীদের সমস্যা, কৃষকদের বঞ্চনা, জিএসটি-র চাপ, নিট পরীক্ষার জটিলতা-সব মিলিয়ে তামিলনাড়ুর মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমে রয়েছে। আর সেই ক্ষোভকে আরও একবার ভাষা দিলেন স্ট্যালিন। তাঁর কটাক্ষ, বিজেপি সরকার মানুষের পাশে থাকার চেয়ে রাজনীতি করার দিকেই বেশি মন দিয়েছে।তামিলনাড়ুর রাজনীতির অভিজ্ঞ মহল মনে করছে, স্ট্যালিনের এই মন্তব্য নিছক বক্তৃতা নয়, বরং এক ধরনের বার্তা। কেন্দ্রকে স্পষ্ট জানানো যে, আঞ্চলিক অধিকারের প্রশ্নে কোনও আপস হবে না। আর বিজেপিকে সতর্ক করে দেওয়া যে, নির্বাচনের আগে ভান করে মানুষের মন জয় করা যাবে না।রমন্থপুরমে স্ট্যালিনের এই বক্তৃতা রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আগামী নির্বাচনের আগে বিজেপি-র দক্ষিণ অভিযানে এটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ স্ট্যালিন শুধু বিজেপি-কে তোপ দাগেননি, বরং আঞ্চলিক আবেগ ও মানুষের ক্ষোভকে একসঙ্গে জড়িয়ে তুলেছেন। ফলে এই আক্রমণ বিজেপি-কে সরাসরি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে।এখন প্রশ্ন হল, বিজেপি এই অভিযোগের জবাব কীভাবে দেবে। তারা কি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেবে, নাকি পাল্টা আক্রমণ করবে? আপাতত তামিলনাড়ুর রাজনীতি এই প্রশ্নকেই ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

শনিবার বিভিন্ন যুব-কেন্দ্রিক উদ্যোগের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সকাল ১১ টায় নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ৬২,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন যুব-কেন্দ্রিক উদ্যোগের সূচনা করবেন। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ৬০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসরিত প্রকল্প, পিএম-সেতু (প্রধানমন্ত্রী দক্ষতা এবং কর্মসংস্থান রূপান্তর মাধ্যমে আপগ্রেডেড আইটিআই) চালু করবেন। এই প্রকল্পে ২০০টি হাব আইটিআই এবং ৮০০টি স্পোক আইটিআই সমন্বিত একটি হাব-এন্ড-স্পোক মডেলে দেশজুড়ে ১,০০০টি সরকারি আইটিআই-কে আপগ্রেড করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে, পাটনা এবং দারভাঙ্গার আইটিআই-গুলিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে।র বিজ্ঞান ভবনে ৬২,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন যুব-কেন্দ্রিক

ঋতুচক্রের আবর্তনের মতোই আমাদের জীবনে উৎসব আসে, আনন্দ, উল্লাস, ঐক্য আর সাংস্কৃতিক পরম্পরার বার্তা

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ৩ অক্টোবরঃ ভারতবর্ষকে যদি এক সূত্রে বাঁধে এমন কিছু থেকে থাকে, তবে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল উৎসব। ঋতুচক্রের আবর্তনের মতোই আমাদের জীবনে উৎসব আসে, আনন্দ, উল্লাস, ঐক্য আর সাংস্কৃতিক পরম্পরার বার্তা নিয়ে। এই কথাটিই রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি বললেন, উৎসব ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে। আর এই প্রেক্ষাপটেই তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন ছট পুজোর কথা, যে উৎসবকে ঘিরে শুধু ভারত নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তে আজ এক অন্য রকম আবহ সৃষ্টি হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেন, আমি এটা জানাতে পেরে খুব আনন্দিত যে, ভারত সরকারও ছট পুজোর সঙ্গে যুক্ত একটি বড় প্রচেষ্টায় নিযুক্ত রয়েছে। ভারত সরকার ছট মহাপর্বকে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভারত সরকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এবং এই প্রয়াসকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরতে চাইছে।মোদীর কথায়, যখন ছট পুজো ইউনেস্কোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন বিশ্বের প্রতিটি কোণে মানুষ এর মহিমা ও আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হবে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, উৎসব কোনও নির্দিষ্ট সমাজ বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উৎসবের আসল উদ্দেশ্য হল সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা, মানুষকে একত্রিত করা এবং সংস্কৃতির শিকড়কে দৃঢ় করা।ছট পুজোকে ঘিরে তাঁর বিস্তৃত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের উৎসবগুলি ভারতের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে। ছট পুজো হল একটি পবিত্র উৎসব যা দীপাবলির পরে আসে। সূর্য দেবতাকে উৎসর্গ করা এই জমকালো উৎসবটি খুবই বিশেষ। এতে আমরা অস্তগামী সূর্যের কাছে প্রার্থনা করি এবং তাকে পুজো করি। ছট শুধুমাত্র দেশের বিভিন্ন স্থানেই পালিত হয় না, এর জাঁকজমক সারা বিশ্বে দেখা যায়। এখন এটি একটি বৈশ্বিক উৎসবে পরিণত হচ্ছে।এই বক্তব্য শুধু ছট পুজো নয়, বরং ভারতীয় উৎসবের মূল সুরকেই তুলে ধরে। ভারতের উৎসব মানেই এখানে নানা রঙ, নানা স্বাদ, নানা আবেগের সমাহার। দেশজুড়ে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের সেতুবন্ধন ঘটায় এই উৎসবগুলো। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করলেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের পরিচয়ের অন্যতম স্তম্ভ, আর উৎসবের মাধ্যমেই সেই ঐতিহ্য টিকে থাকে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়।বিশেষত ছট পুজো প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, এটি কেবল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক রীতি নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগের প্রতীক। সূর্যকে কেন্দ্র করে এই উপাসনা আমাদের পরিবেশ, জীবন ও জাগতিক শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এ কারণে এই উসবের তাপর্য ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের মানুষকে আকৃষ্ট করছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উৎসব পালন মানুষকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে। যেমন ছট পুজো বিহার, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি-সহ নানা রাজ্যে সমানভাবে পালিত হয়। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যেও এই পুজোর আবহ ছড়িয়ে পড়ে। এক অর্থে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে ছট।তাঁর বক্তব্যে তিনি স্মরণ করালেন, উৎসব হল জীবনকে রঙিন করে তোলার এক অন্যতম উপাদান। আধুনিক সমাজে যেখানে প্রতিযোগিতা, চাপ, দুশ্চিন্তা সর্বত্র ঘিরে রাখে, সেখানে উৎসব আসে এক নতুন প্রেরণা হয়ে। মানুষের মনে আনন্দ জাগায়, সম্পর্ককে দৃঢ় করে, সামাজিক সংহতিকে বৃদ্ধি করে। উৎসব যেন এক সার্বজনীন ভাষা, যা ধর্ম, জাতি, প্রদেশের সব সীমারেখা অতিক্রম করে মানুষকে এক সূত্রে বাঁধে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারতের বৈচিত্র্যময় উৎসব কেবল বিনোদনের জন্য নয়, এগুলো আসলে মানুষের জীবনদর্শন, মূল্যবোধ এবং পরিবেশের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের প্রতিফলন। যেমন ছট পুজো সূর্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, দীপাবলি আলো ও অন্ধকারের মধ্যে শাশ্বত দ্বন্দ্বকে নতুনভাবে উপলব্ধি করায়, হোলি রঙের মাধ্যমে জীবনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। প্রত্যেক উৎসব আমাদের জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।তিনি আরও বলেন, ছট পুজোকে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া কেবল ভারত নয়, বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করবে। কারণ, যখন কোনও উৎসব আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায়, তখন তা কেবল তার নিজস্ব সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সমগ্র মানবজাতির সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিণত হয়।এ প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, ভারতের যোগ ইতিমধ্যেই ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। এর ফলে সারা বিশ্বে যোগকে নতুনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। একইভাবে ছট পুজোও যদি ইউনেস্কোর ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পায়, তবে ভারতীয় সংস্কৃতির আরেকটি দীপ্ত অধ্যায় বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হবে।প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, উৎসব শুধু বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এগুলো আমাদের ভবিষ্য প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্য হিসেবে পৌঁছে যায়। তাই এই উৎসবগুলোকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া এবং সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। সরকার এই দায়িত্বকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে বলেই তাঁর দাবি।তিনি বলেন, আমাদের উৎসবগুলো আমাদের শিকড়ের সঙ্গে আমাদের যুক্ত রাখে। আধুনিকতার স্রোতে ভেসে গেলেও এই উসবগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শিকড় কতটা গভীর। এই শিকড় থেকেই আমরা শক্তি পাই, প্রেরণা পাই।প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে দেশবাসী যেমন গর্বিত, তেমনি সাংস্কৃতিক মহলও খুশি। তাঁদের মতে, ছট পুজোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে আরও দৃঢ় করবে। একইসঙ্গে ভারতের প্রবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সিদ্ধান্ত নতুন উদ্দীপনা তৈরি করবে।ছট পুজোকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী যে বার্তা দিলেন, তা আসলে ভারতীয় উসবের সারবত্তাকে সামনে নিয়ে আসা। তিনি দেখালেন, উসব মানে শুধু আনন্দ নয়, এটি এক সামাজিক চেতনা, ঐক্যের বার্তা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের প্রতীক। আর সেই উসবই আজ ভারতকে বিশ্বমঞ্চে এক ভিন্ন আসনে প্রতিষ্ঠিত করছে।এই বক্তব্যের শেষে প্রধানমন্ত্রী আবারও দেশবাসীকে আহ্বান জানান, উৎসবের মাধ্যমে যেন সবাই নিজেদের ঐতিহ্যকে আরও দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে। তিনি বলেন, আমাদের দায়িত্ব শুধু উৎসব পালন নয়, বরং তার আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তা তুলে দেওয়া। উৎসব আমাদের শুধু আনন্দ দেয় না, আমাদের জীবনকে নতুন শক্তি, নতুন আশা, নতুন প্রেরণা দেয়।এভাবেই রবিবারের মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী উৎসবের মাহাত্ম্য, ছট পুজোর বৈশ্বিক তাপর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। তাঁর মতে, উৎসব মানেই জীবন, উৎসব মানেই ঐক্য, উৎসব মানেই সংস্কৃতির চিরন্তন প্রবাহ। এই চেতনা নিয়েই ভারত এগিয়ে যাবে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

মেঘবালিকায় ধুমধামের সঙ্গে উদযাপিত শারোদৎসব, জেলার সেরা পুজোয় ভূষিত এই দুর্গোৎসব

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃএই নিয়ে তৃতীয় বর্ষে মহাধুমধামের সঙ্গে শারোদসব উদযাপিত হয়েছে মেঘবালিকা আবাসনে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অবস্থিত ইডেন মেঘবালিকাতে যথোচিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে, ধুমধামের সঙ্গে দুর্গা পুজো উদযাপিত হয়েছে। পাঁচ দিনব্যাপী এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে মেঘবালিকা আবাসনের বাসিন্দারা উৎসাহের সঙ্গে দেবীর পুজোয় অংশ নেন। প্রতি বছরের মতো এবারও ধর্মীয় রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গার পুজো করা হয়।পূজার্চনার পাশাপাশি প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আযোজন করা হয, তাতে অংশ নেন মেঘবালিকার বাসিন্দারা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল একক ও দলীয় নৃত্য, গান এবং নাটক পরিবেশনা। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবার ঐতিহ্যবাহী পুজোর থিমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবারে তাঁদের থিম ছিল ' ঘর এক উঠোন'। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আবাসনের বাসিন্দারা একত্রিত হয়েছিলেন। বিজয়াদশমীতে, মহিলারা উৎসাহের সঙ্গে সিঁদুর খেলা এবং ধুনুচি নাচে অংশ নেন। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় জমকালো এই দুর্গোৎসব।ইডেন মেঘবালিকা আবাসন এবার বারুইপুর প্রেস ক্লাব ও খবর ৪৮ ঘণ্টার তরফে জেলার সেরা পুজো শিরোপায় ভূষিত হয়েছে। এই সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর মেঘবালিকা আবাসনের দুর্গোসবের মুকুটে আরও একটি পালক সংযোজিত হয়েছে। বিগত ৩ বছর ধরে এই পুজো জনসাধারণের নজর কে।ড়েছে। এবার জমিদারবা।রি আদলে তৈরি হয় দেবীর মূর্তি। পুজোর মধ্য দিয়ে বনেদা ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে।

১২৬টি পর্ব সম্প্রচারিত, শুক্রবার মন কি বাতের ১১ বছর সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ অনুষ্ঠান মন কি বাত শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর, যা শুক্রবার ১১ বছর পূর্ণ করল। এই অনুষ্ঠানের ১২৬টি পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে, যা ১০০ কোটি মানুষকে ছুঁয়ে গিয়েছে, ৯৬ মানুষকে সচেতন করতে সক্ষম হয়েছে। রাজনীতির চেনা আঙ্গিনার বাইরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই অনুষ্ঠান ২২টি ভারতীয় ও ১২টি বিদেশী ভাষায় সম্প্রচারিত হয।মন কি বাত অনুষ্ঠানটি কোভিড ও লকডাউন পর্বে দেশজুড়ে আশার সঞ্চার ঘটিয়েছিল। প্রচলিত সব ধ্যান ধারনাকে ভেঙে দিয়ে এই অনুষ্ঠান মানুষকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছিল। এখন এই অনুষ্ঠান বিকশিত ভারত গঠনের এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

কারফিউ শিথিল হতেই ছন্দে ফিরছে লেহ, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ সোনমের স্ত্রী

লাদাখ ও নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃকারফিউ শিথিল হতেই ছন্দে ফিরছে লেহ। দৈনন্দিন কাজে ফিরছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বাজার খোলা থাকছে। হিংসাত্মক ঘটনা ভুলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে লেহ। এখনও নিরাপত্তা বাহিনীর টহল চলছে।এদিকে, বিশিষ্ট জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো তাঁর স্বামীর মুক্তি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হযেছেন। লাদাখে হিংসাত্মক বিক্ষোভে উস্কানি দেওযার অভিযোগে সোনম ওয়াংচুককে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের আওতায় আটক করে রাজস্থানের যোধপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। লেহের হিংসার পর ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের (এনএসএ) আওতায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে চারজন নিহত এবং ৮০ জন আহত হয়েছিল।

স্ট্যালিনের বাড়িতে বোমা হামলার হুমকি, তদন্ত শুরু পুলিশের

চেন্নাই, ৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃতামিলনাড়ু মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের চেন্নাইয়ের বাড়িতে ফের বোমা হামলার হুমকির অভিযোগ। এছাড়াও চেন্নাইয়ে তামিলনাড়ুর বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে এবং দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী তৃষার বাড়িতেও বোমা হামলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।হামলার হুমকির খবর পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। চেন্নাইয়ের তেনামপেট এলাকায় দক্ষিণী অভিনেত্রী তৃষার বাড়িতে বোমা হামলার খবর পেতেই স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশিতে নেমেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে

জাতীয় স্কুল গেমসে সূচী বদলে তরুণ বাঙালি ফুটবলারদের কোনও বাধা রইলো না

কলকাতা, ৩ অক্টোবর, (হি.স.)ঃ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসে সূচী বদল হল উদীয়মান তরুণ বাঙালি ফুটবলারদের দুটি টুর্নামেন্টেই অংশ নেওয়ার কথা ভেবে। এ ব্যাপারে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অনুরোধ করেছিলেন এআইএফএফ সভাপতি বিজেপি নেতা কল্যাণ চৌবেকে। শুক্রবার এ কথা জানালেন শুভেন্দুবাবু।শুভেন্দুবাবু শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমস ফুটবল অনূর্ধ্ব ১৯ বয়েজ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫, জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে আগামী ৬ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর ২০২৫, তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের অনূর্ধ্ব ১৯ স্কুলের বয়েজ দলে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির ৬ জন খেলোয়াড় রয়েছে, যারা ইতিমধ্যে এই টুর্নামেন্টে খেলার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে (রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর) এবং তাদের যাতায়াত সহ অন্যান্য বিষয়ও সব পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে।তবে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) আয়োজিত অনূর্ধ্ব ১৮ এলিট লিগ কলকাতা জোন ২০২৫-২৬ এর কোয়ালিফায়িং রাউন্ডের ম্যাচ, যেখানে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি অংশগ্রহণ করবে, তা ১০ অক্টোবর হবে বলে নির্ধারিত ছিল। এর ফলে, শ্রীনগরে ম্যাচে অংশ নেওয়া ছয়জন খেলোয়াড় ছাড়াই বেঙ্গল স্কুল ফুটবল দলকে খেলতে হতো।এমতাবস্থায়, কিছু উদ্বিগ্ন ব্যক্তি আমার দ্বারস্থ হন যাতে এই প্রতিশ্রুতিমান তরুণ ফুটবলাররা দুটি জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, কারণ এর ফলে তারা জাতীয় স্তরে খেলার মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।আমি এই বিষয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশননের প্রেসিডেন্ট শ্রী কল্যাণ চৌবে কে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তিনি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হয়ে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির ম্যাচের সময়সূচী পরিবর্তন করেছেন এবং এখন ম্যাচ টি ১৫ অক্টোবরের পরে অনুষ্ঠিত হবে।যার ফলে এই উদীয়মান তরুণ বাঙালি ফুটবলারদের দুটি টুর্নামেন্টেই অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইলো না। আমি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও প্রেসিডেন্ট শ্রী কল্যাণ চৌবে কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রাশিফল

মেষঃ আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে থাকার সময়েও হয়ত আপনি হৃদয়ঘটিত বিষয়কে দূরে সরিয়ে রাখবেন । কেননা কাজের চিন্তায় আপনার মাথা ভরে থাকবে।

বৃষঃ গণনা বলছে ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং সময়। কোনও কিছুকে গুরুত্ব না বিবাহের যোগ হতে পারে

মিথুনঃ আজকের দিনে আপনার শেখার মনোভাবকে ধরে রাখা ভালো। আজকে শ্রোতার ভূমিকা পালন করুন এবং আপনার প্রিয়তমের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিন। শুভ দিন হবে।

কর্কট রাশি ঃআপনার অনুসন্ধানী প্রকৃতি আপনাকে আজ একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে। আপনার কাছের মানুষগুলি, আপনার প্রকৃতির এই দিকটি নিয়ে খুব একটা উফুল্ল হবেন না।

সিংহঃ প্রেম জীবন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রিয়তমকে অভিপ্রেত সময় ও মনোযোগ দিতে পারবেন না। ।

কন্যা ঃআপনার মনের কাছে মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর আকাঙ্খায় আপনি সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলবেন।।

তুলাঃআপনার অনন্যতা আজকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং প্রশংসা পাবে। নানা কঠিন কাজ হাতে নিয়ে এবং তা সম্পন্ন করে আপনি আপনার ব্যবসায়িক দক্ষতা

বৃশ্চিকঃআপনার প্রেম জীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আপনি সম্ভবত ফিটফাট হয়ে উঠবেন। প্রেমের সম্পর্কের উত্তেজনা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আসক্তি ও আবেগ জাগিয়ে তুলতে আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আর্থিক কার্যকলাপের জন্য আজকের দিনটি শুভ নয়। যদিও এর জন্য আপনার জীবনে বাহুসাম্যের অভাব হবে না। পেশার ক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা করার জন্য এট আদর্শ দিন।

ধনুঃসৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। সমগ্র মহাবিশ্বের উচ্ছ্বাস দুই জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে যারা প্রেম

মকরঃ আপনার বাচ্চাদের চিন্তাগুলিকে সমর্থন করা জরুরী হবে। কামদেব আপনাকে আপনার জীবনে প্রেমের ঝরনা বওয়াতে অগ্রধাবন করবে।।

কুম্ভঃ অর্থের বিষয়টি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিরোধ হতে পারে। আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের অর্থ এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে পরিস্কার হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

মীনঃপ্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ফলে আজকের দিনটি সুন্দর হয়ে উঠবে। কোনো চিন্তা যদি সমানে আপনার মাথায় ঘুরে বেড়ায়, তাহলে তা আপনার সঙ্গীর কাছে প্রকাশ করুন, নাহলে পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি চলছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেই মুখভার আকাশের। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হবে বৃষ্টি। দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং সহ ওপরের পার্বত্য ৬টি জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। এরপর রবিবার ওপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৩ ডিগ্রি কম।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৩মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিটে।

বাংলায় ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ পুজো শেষ। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপও শক্তি হারাতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলেই তা ওড়িশা উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করেছে। এর প্রভাবে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে যে গভীর নিম্নচাপটি ছিল, বৃহস্পতিবার বিকেলেই তা গোপালপুরের কাছে ওড়িশা উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করেছে। সেই সময়ে তার গতি ছিল ঘণ্টায় ১৭ কিলোমিটার। এর প্রভাবে ওড়িশার উপকূলে ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়েছে। কোথাও কোথাও দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছে গিয়েছিল ৭৫ কিলোমিটার পর্যন্তও। শুক্রবার সকালে নিম্নচাপ কিছুটা শক্তি হারিয়েছে। এখনও তা ওড়িশা-ছত্তীসগড়ের কাছে অবস্থান করছে।

আজকের আবহাওয়া শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ আজকের আবহাওয়া। সর্বাধিক তাপমাত্রা ৩০ সেলসিয়াস। নিম্নচাপের প্রভাবে আরও অন্তত তিন দিন বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায় এবং শহরতলিতে। শুক্রবার ভারী বৃষ্টির (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার) সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদে। বীরভূমে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় শনিবারও বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা-সহ বাকি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে রবিবার পর্যন্ত। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশার উপকূল সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর এখনও উত্তাল। সেখানে সমুদ্রের উপর ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। ফলে আরও অন্তত ২৪ ঘণ্টা মৎস্যজীবীদের সমুদ্র নিষেধ

তন্ত্র সাধনার নাম করে একটি মেয়েকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠল

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ তন্ত্রসাধনার নাম করে প্রতিবেশী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহারের বক্সিরহাট থানা এলাকায়। বুধবার সকাল থেকে ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ গ্রামের এক মহিলা তাঁর প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ১২ বছরের নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে আসেন। জানান, তন্ত্রসাধনার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। এর পর ওই নাবালিকাকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, সেই ঘরে আগে থেকেই ছিলেন স্থানীয় এক যুবক। সেখানেই ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই বাড়ি ছেড়ে পালান অভিযুক্ত যুবক। পরে কাঁদতে কাঁদতে ওই নাবালিকা বাড়ি ফেরে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে ধর্ষণের কথা জানিয়েছে বলে দাবি নাবালিকার পরিবারের। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হয়। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, ওই মহিলা তন্ত্রসাধনা শিখছেন বলে দাবি করেন প্রতিবেশীদের কাছে। তন্ত্রসাধনা পরীক্ষা করার জন্য এক জন কুমারী মেয়ের প্রয়োজন। এই বলে নির্যাতিতাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। নাবালিকার মা ওই মহিলার উপর বিশ্বাস করে নাবালিকার দাদার সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দেয়। তবে বাড়ি পৌঁছনোর পর নাবালিকাকে একাই একটি ঘরে নিয়ে যান ওই মহিলা। দাদাকে বাইরে বসিয়ে রাখেন। অভিযোগ, ওই ঘরে নিয়ে যাওয়ার পর নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়। পরে বোনকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসতে দেখে তার দাদা পরিবার-প্রতিবেশীদের খবর দেয়। ঘটনার পর থেকে পলাতক ওই মহিলা এবং তাঁর স্বামী। ঘটনা প্রসঙ্গে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মনোজ কুমার জানান, একটি ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক জনকে গ্রেফতারও করেছে। যে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই মহিলা এবং তাঁর স্বামী পলাতক। তাঁদের খোঁজ চলছে।

পুজোয় ভূতেরা এবারে ছুটি পেল গোলাহাট প্রগতি সঙ্ঘ থেকে

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ দশমীতে দেবী রওনা দিলেন কৈলাসের উদ্দেশে। সেই সঙ্গে ছুটি পেল প্রদীপের ভূতেরাও। প্রদীপের জিন হয় শোনা গেলেও এই প্রদীপের ভূতেরা কিন্তু বাংলার ব্রহ্মদৈত্য, শাকচুন্নি, কারিয়া পিরেত-সহ বিভিন্ন প্রকারের ভূতদের 'ডিউটি' ছিল পুজোতে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বই থেকে সেই সব ভূতেরা নেমে এসেছিল গোলাহাট প্রগতি সংঘের মণ্ডপে। এই পুজোর আয়োজক হিসাবে পরিচিত কাউন্সিলর তথা বর্ধমান পুরসভার জঞ্জাল বিভাগের এমসিআইসি প্রদীপ রহমান। তাঁর পুজোর ভূত বলেই স্থানীয়রা মজা করে নাম দিয়েছেন 'প্রদীপের ভূত'। শুধু দেবী নয় ভূত দেখতেও ভিড় জমিয়েছিলেন দর্শনার্থীরা। তাঁদের বিনোদন দিতে শাঁওড়া গাছ থেকে নেমে এসে 'নেত্য'ও করেছিল অশরীরীরা। তা দেখে শিহরিত হন দর্শনার্থীরা। এক-দু'জন অবশ্য অসুস্থ হয়েও পড়েন। পুজো কমিটির তৎপরতায় সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে আয়োজক প্রদীপ জানিয়েছেন, ভূতের ভয় পাওয়ানো উদ্দেশ্য ছিল না। বোঝাতে চাওয়া হয়েছিল ভূত বলে আসলে কিছুই নেই। সবই সাজানো।
এলাকাবাসীরা 'সর্ব ধর্ম সমন্বয়'-এ বিশ্বাসী বলেই পরিচিত। তিনি যেমন কবরস্থানের উন্নতি করেছেন তেমনই তৈরি করিয়েছেন একাধিক শিব ও কালী মন্দির। বাঁকা নদীর ধারে শিবের মূর্তি বসিয়েছেন তিনি। সেখানে প্রতি সোমবার আরতির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। জানা গিয়েছে, বসানো হবে গৌতম বুদ্ধের মূর্তিও। 'সম্প্রীতির আলো' দিয়েই প্রদীপ চান 'ভেদাভেদের অন্ধকার' দূর করতে। সেই প্রদীপেই দেবীর সঙ্গে সঙ্গে এনেছিলেন ভূত। দেবী বাপের বাড়ি থেকে রওনা দিতেই ছুটি পেল সেই ভূতেরা।

গুরুজীর অশ্লীল আচরণে আত্মঘাতী হলেন বাড়ির বধূ

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ তন্ত্রসাধনার নামে 'গুরুজি' একাধিক বার 'অশ্লীল আচরণ' করেছেন। সে জন্য আত্মঘাতী হয়েছেন বধূ। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার এক পরিবারের এমন অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত তন্ত্রসাধনা করেন এবং অনেকের কাছে তিনি 'দীক্ষাগুরু' বলে খবর। তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। গোটা ঘটনায় শোরগোল ডেবরা থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, আত্মঘাতী মহিলার স্বামী কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। সেই সুযোগে তাঁদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু অভিযুক্তের। যুবকের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর বেশ কিছু অসুখ ছিল। সেই সব অসুখ ঠিক করে দেওয়া এবং দীক্ষা দেওয়ার নাম করে স্ত্রীর সঙ্গে এমনকি তাঁর 'অশ্লীল আচরণ' করেন অভিযুক্ত। 'গুরুজি'র কাণ্ডে প্রথম প্রথম অপ্রস্তুত হয়ে বধূ কাউকে কিছু বলতে পারেননি বধূ। দিন কয়েক আগে কেশপুরে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন বধূ। সেখানেই তিনি আত্মঘাতী হন। লজ্জা, অপমানেই নিজেকে শেষ করে দেন বলে অভিযোগ। মৃতার পরিবার থানায় গিয়ে ওই 'গুরুজি'র নামে অভিযোগ করেন। তার ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে ডেবরার পাটনা এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ৪৮ বছরের অভিযুক্তকে হাজির করানো হয়েছিল মেদিনীপুর আদালতে। বিচারক তাঁকে দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। মৃতার স্বামীর অভিযোগ, 'স্ত্রীর সঙ্গে বার বার অশ্লীল কাজ করেছে।' তার জেরেই ও আত্মহত্যা করেছে।'' অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বারুইপুরে গলা কাটা দেহ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ শুক্রবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানা এলাকায় উদ্ধার হল এক যুবকের গলাকাটা দেহ। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার এক পাশে পড়ে ছিল দেহটি। যুবকের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে তাঁর দেহের পাশেই পড়ে ছিল ঠান্ডা পানীয়ের বোতল। এ ছাড়া মদের বোতলের ভাঙা অংশ, প্লাস্টিকের গ্লাসও পড়ে ছিল সেখানে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬০ কলোনি এলাকায় একটি কাঠের সাঁকোর কাছে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং অন্য পথচলতি মানুষেরাই প্রথমে বিষয়টি দেখতে পান। দশমীর পরের সকালেই এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধারের খবর চাউর হতেই ভিড় জমে যায় রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কী ভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। দেহ উদ্ধারের পরে ইতিমধ্যে এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছে পুলিশ।
ওই যুবকের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি তাঁকে খুন করা হয়েছে কি না, বা এই ঘটনার সঙ্গে কেউ জড়িত রয়েছেন কি না; সে সব বিষয়ও তদন্তের আওতায় রাখা হচ্ছে। শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছোনোর পরে আশপাশের এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। এলাকাবাসীদের একাংশ এই ঘটনার জন্য নজরদারির অভাবের দিকেও আঙুল তুলছেন। তাঁদের অভিযোগ, সন্ধ্যার পড়ে ওই রাস্তায় খুব বেশি লোকজনের আনাগোনা থাকে না। প্রায়শই ওই সময় নির্জন রাস্তার ধারে মদের আসর বসে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তার ওই অংশে মাঝেমধ্যেই অচেনা যুবকদের আনাগোনা লেগে থাকে। অনেকে ক্ষেত্রে রাত পর্যন্ত মদ্যপানও চলে বলে অভিযোগ তাঁদের। এ অবস্থায় পুলিশ-প্রশাসনের তরফে নজরদারি বৃদ্ধি না-করলে এই ধরনের ঘটনা আরও ঘটতে পারে।

কলকাতায় দুর্গা প্রতিমা দর্শন করতে এসে জিন্দাল গোষ্ঠীর বিনিয়োগ ঘোষণা

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ কলকাতার পুজোয় সস্ত্রীক হাজির জিন্দাল, বাংলায় বড় লগ্নির পরিকল্পনা! বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের অংশ হয়ে বাংলায় বড় ধরনের বিনিয়োগ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন জিন্দাল গোষ্ঠীর কর্ণধার সজ্জন জিন্দাল। বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে তিনি লগ্নির আশ্বাস দেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণেও বড় বিনিয়োগের কথা শিল্প সম্মেলনে তিনি জানিয়েছেন। এদিন স্পষ্ট করে জানালেন, এই বিনিয়োগের পাশাপাশি আরও অনান্য লগ্নিতে তার আগ্রহ রয়েছে।
দশমীতে নিউ আলিপুরের সুরুচি সংঘের পুজোমণ্ডপে ঠাকুর দেখতে এসেছিলেন ইস্পাতশিল্পে অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান জেএসডব্লু গ্রুপের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজ্জন জিন্দাল। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন স্ত্রী সঙ্গীতা। যাঁর সঙ্গে কলকাতার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। শৈশব থেকে বিবাহের আগে একটা বড় সময় এখানেই কাটিয়েছেন। স্ত্রীকে পাশে নিয়েই সজ্জন জানিয়ে দেন, মুম্বইয়ের গণপতি উৎসবের ব্যাপকতার থেকেও অনেক বেশি ব্যাপক বাংলার দুর্গোৎসব। ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়াটাও ছিল সময়ের অপেক্ষা। সুরুচিতে জিন্দালকে মণ্ডপচত্বর ঘুরিয়ে দেখান রাজ্যের মন্ত্রী তথ্য ক্লাবের শীর্ষকর্তা অরূপ বিশ্বাস। এবার সুরুচির থিম, আহুতি। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মদানের কথা মাথায় রেখেই থিম। বিষয়টি জিন্দালকে বোঝানো হয়। সজ্জন জিন্দাল সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই প্রত্যেককে 'শুভ বিজয়া' জানান। মুম্বইতে থাকায় তিনি গণপতি উৎসব ও প্যান্ডেল সম্পর্কে জানেন। সেই প্রসঙ্গ টেনেও বলেন, তএখানে দুর্গাপুজোয় প্রথম এলাম। দারুণ অভিজ্ঞতা হল। সঙ্গীতা তো এখানকার, অনেক দেখেছে। প্যান্ডেল-প্রতিমা সবটাই আলাদা। যেহেতু মুম্বইয়ে থাকি, তাই মুম্বইয়ে গণপতি উৎসব দেখি। কিন্তু বাংলার দুর্গাপুজো অন্য মাত্রার। শিল্পীরাও অন্য স্তরের। এখানে শিল্পীরা যেমন ভাবনায় ফুটিয়ে তোলেন, তা অন্য কোথাও দেখা যায় না। ইউনেসকোর ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান করে নেওয়াটা উচিত ছিলই। হয়েছেও তাই।দ তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা বলেন, তশিল্পী ও কিউরেটর বাংলায় যাঁরা রয়েছেন, আর কোথাও নেই। প্যান্ডেলের যে থিমের ভাবনায় অর্থ, অনেক কিছুই শেখায়।দ বস্তুত, সজ্জন বাংলার দুর্গাপুজো যে বিশ্বজনীন, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি লগ্নির ব্যাপারেও তাঁর আগ্রহ ও অঙ্গীকার ফের জানান। গত এপ্রিলেই শালবনিতে ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ করে ৮০০ মেগাওয়াট করে দু'টি বিদ্যুতের প্ল্যান্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। জিন্দাল গোষ্ঠীর প্রকল্পের শিলান্যাসও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই সজ্জন জিন্দালের সঙ্গে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে জিন্দাল বলেছিলেন, ১০ বছরে বিরাট উন্নয়ন হয়েছে এখানে। তার ক্রেডিট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্যের উন্নতিতে দিদি অনেক কাজ করেছেন আর বাংলার উন্নতি হলে দেশেরও উন্নতি হবে।

লাল সিন্দুরের পরিবর্তে এবারে লাল-সবুজ আবিরের খেলায় মায়ের বিদায়

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ মায়ের বিদায়বেলায় লাল-সবুজ আবির খেলা? এবার পুজোয় পুরুলিয়ায় যেন এটাই ট্রেন্ডিং। এখানকার সূর্য সেন পল্লি ষোলো আনা কমিটি শুরু করার পর তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য পুজো কমিটিতে। যদিও বেশ কয়েকটি পুজো কমিটি এই ট্রেন্ডিংকে বিদায়বেলার রীতি হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না। যাই হোক না কেন, সিঁদুরের সঙ্গে লাল- সবুজ আবিরে বৃহস্পতিবার মহাদশমীতে দুর্গার বিদায়বেলার উৎসব যেন আরও রঙিন হল পুরুলিয়ায়। দুর্গাপুজোয় যেসব রীতি রয়েছে তার মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে এই সিঁদুর খেলা। মূলত দেবীবরণের পরে বাঙালি গৃহবধূরা লাল সিঁদুরে একে অপরের সিঁথি রাঙিয়ে দেন। সিঁদুরের কৌটো মায়ের পা ছুঁইয়ে ষোলো আনা দক্ষিণা দেন। শাখা, পলা, নোয়ায় ছুঁয়ে দেন সিঁদুর। হিন্দু ধর্মে এই সিঁদুর শুধু প্রসাধন নয়। শক্তি, প্রেম, সৌভাগ্য, সংসার জীবনের প্রতীক। পৌরাণিক মতে সিঁদুর আসলে ব্রহ্মার প্রতীক। যিনি জীবনে মঙ্গল, সৃষ্টিশীলতা ও আনন্দ নিয়ে আসেন। মহিলাদের বিশ্বাস, সিঁথিতে সিঁদুর দিলে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান হয়। অন্যদিকে মহাদশমী মানেই কষ্ট, দুঃখ, মাকে বিদায় দেওয়ার যন্ত্রণা। সেই কারণেই মহিলারা একে অপরের গলায়, গালে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে রাঙিয়ে খুশিতে মেতে ওঠার কথা বলেন।

কলকাতার পুজোর ভিড়কে সমাল দেওয়া ও রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণে পুলিশ চ্যাম্পিয়ন

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ প্রতিবারের মতো এবারও পুলিশের লক্ষ্য ছিল পুজোয় যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করা। পুজোর কয়েকদিন শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এমনিতেই নাভিশ্বাস ওঠে লালবাজারের। যানজট থেকে রাজপথে মানুষের ঢল সামলাতে পথে ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্তারা। পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাও পুজোর দিনগুলোতে মণ্ডপে মণ্ডপে যান। কলকাতার ট্র্যাফিক পুলিশ দক্ষতার সঙ্গে পুজোর ভিড়ও যানজট সামলায়। এবার জনসমুদ্র সামলাতে বেশ বেগও পেতে হয়েছিল কলকাতা পুলিশকে। কিন্তু যানজট হতে দেয়নি। অন্যদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, চতুর্থীতে দশ হাজার পুলিশ রাস্তায় ছিল। সপ্তমী থেকে এই সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়। পুজোর সময় পার্কিং নিয়ে একটা বড় সমস্যা দেখা যায়। পার্কিং ব্যবস্থা থেকে শুরু করে দিকনির্দেশ সবটাই ঠান্ডা মাথায় সামলেছে পুলিশ। এই এতকিছুর সঙ্গে আবার যোগ হয়েছিল নামী দুর্গাপুজোগুলি। বাগবাজার সর্বজনীন থেকে শুরু করে আহিরীটোলা হয়ে টালা বারোয়ারির পর দক্ষিণে মুদিয়ালি, শিবমন্দির, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, ৬৬ পল্লি, ত্রিধারা সম্মিলনী, দেশপ্রিয় পার্ক, চেতলা অগ্রণী, সুরুচি সংঘ, সমাজসেবী, বালিগঞ্জ কালচারাল এবং শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজোয় মারাত্মক ভিড় হয়েছিল। তিলধারণের জায়গা ছিল না। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, আগে থেকেই সমস্ত পরিকল্পনা করে রাখা ছিল তাঁদের। তাই সব ব্যবস্থা করা ছিল। কোথায় পার্কিং জোন করা হবে, কোথায় ব্যারিকেড করা হবে সেসব খতিয়ে দেখে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে পুলিশকর্মীরা অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে। পুজোকর্তারাও জানিয়েছেন, পুলিশ দারুণ কাজ করেছে দুর্গাপুজোয়। তাঁদের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে মানুষ মণ্ডপ দর্শন করেছেন।
সারা বছর এই নৌকা নিয়ে মাছ ধরেন তাঁরা। আবার কেউ বা পর্যটকদের গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার করান। কিন্তু দশমী থেকে বিসর্জনের দিনগুলিতে গঙ্গার ঘাটের সুরক্ষা ও উদ্ধার কাজে এই মাঝি আর দাঁড়িরাই বড় সহায়ক হয়ে ওঠেন কলকাতা পুলিশের। বিসর্জনের সময় কোনও অঘটন রুখতে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ বা ডিএমজির সঙ্গে কলকাতার ঘাটগুলিতে নৌকা-সহ মাঝি ও দাঁড়িদেরও

মোতায়েন করেছে লালবাজার। দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজোর বিসর্জনেও মোতায়েন থাকবেন তাঁরা। বিশেষ করে বিসর্জনের সময় যদি বৃষ্টি হয়, তবে ঘাটে দুর্ঘটনার শঙ্কা বেড়ে যায়। পুলিশের মতে, এই ক্ষেত্রে নৌকার মাঝিরাও পুলিশের বড় সাহায্যকারী হয়ে উঠবেন।
লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে গঙ্গার মূলত ২৪টি ঘাটে দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজোর বিসর্জন হয়। এছাড়াও রয়েছে ৬টি বড় দিঘি, যেখানে ঠাকুর বিসর্জন হয়ে থাকে। তার উপর শহরের ১৯টি বড় পুকুর ও সরোবরে ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হয়। এই বছর বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত গঙ্গা ও দিঘি বা সরোবরের ঘাটগুলিতে বিসর্জনের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও পুলিশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় গঙ্গাকেই। তাই ২৪টি গঙ্গার ঘাট-সহ ৩০টি ঘাটে পুলিশের পক্ষ থেকে দুজন করে ডিএমজির কর্মীকে। এছাড়াও বিসর্জনের জন্য ২৫টি নৌকা ভাড়া নিয়েছে লালবাজার। এগুলির মধ্যে কিছু নৌকা মোতায়েন করা হয়েছে রিভার ট্র্যাফিক পুলিশ বা জল পুলিশের নিজস্ব ঘাটে। এ ছাড়া ২৪টি ঘাটে মোতায়েন করা হয়েছে বাকি নৌকাগুলি। প্রত্যেকটি নৌকায় রয়েছেন অন্তত একজন করে মাঝি ও দাঁড়ি। তাঁরা যে কেবল নৌকা চালান, এমনটা নয়। গঙ্গায় সাঁতার কাটতে প্রত্যেকে পটু। জোয়ার বা ভাটার স্রোতে জলে গা ভাসিয়ে গঙ্গা পারাপার করতে পারেন তাঁদের অনেকেই। আবার কোনও বিপদে, তথা কাউকে স্রোতে ভেসে যেতে দেখলে তাঁরাই ঝাঁপিয়ে পড়েন জলে। স্রোত থেকে অনায়াসেই ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করে পাড়ে বা নিজেদের নৌকায় তোলেন তাঁরা। তাই বিসর্জনের সময় ডিএমজির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি ঘাটে মূলত উদ্ধার কাজের জন্যই মোতায়েন করে রাখে নৌকাগুলি। এই ক্ষেত্রে মাঝি ও দাঁড়িরাই হয়ে ওঠেন পুলিশের বড় সহায়ক। একদিকে পুজোয় মণ্ডপে ভিড় সামলানো, অন্যদিকে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা। আবার শহরে নিরাপত্তার দিকেও নজর রাখতে হয়। পুজোয় সবই দেখতে হয়। আর এখন মহালয়া থেকে শহরে পুজো শুরু হয়ে যায়। এবার মহালয়ার পরই বড় বড় পুজোমণ্ডপ খুলে দেওয়া হয়েছিল সাধারণের জন্য। সুষ্ঠুভাবে পুজোর ভিড় সামলে চ্যাম্পিয়ন কলকাতা পুলিশ। পুজোয় বেপরোয়া চালকদের দৌরাত্ম্য রুখতে তৎপর কলকাতা পুলিশ! জালে কতজন? পুলিশ জানিয়েছে, নৌকা ছাড়াও কোনও ধরনের বিপদে এড়াতে অথবা উদ্ধার কাজের জন্য তৈরি রয়েছে জল পুলিশের স্পিডবোট ও লঞ্চ। একটি স্পিডবোটে তৈরি থাকছেন ৫ জন ডুবুরি। পুলিশের একটি লঞ্চ ৬ জন ডিএমজির কর্মীকে নিয়ে থাকছে বাজা কদমতলা ঘাটে। এছাড়াও ডিএমজির বিশেষ চারটি যন্ত্রচালিত নৌকা থাকছে বাগবাজার, নিমতলা, বাজা কদমতলা ও গোয়ালিয়র ঘাটে। পুলিশের তিনটি লঞ্চ রয়েছে। পুলিশ চ্যাম্পিয়ন সম্মান পেয়েছে

মুর্শিদাবাদে ২৭টি এটিএম কার্ড উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় এক যুবকের কাছ থেকে ২৭টি এটিএম কার্ড উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৯০ হাজার টাকাও। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই এটিএম কার্ডগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির। ওই সমস্ত কার্ড ব্যবহার করে অনলাইনে প্রতারণা এবং বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা হত। সাইবার প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক জনকে পাকড়াও করা হয়েছে।
মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিহরপাড়ার ধরমপুর থেকে মনিরুল ইসলাম নামে ২৯ বছর বয়সি এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। সাইবার থানায় দায়ের হয় মামলা। কী ভাবে অন্যের নামের এটিএম পেলেন অভিযুক্ত খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, সংঘবদ্ধ ভাবে সাইবার প্রতারকেরা বিভিন্ন গ্রামকে টার্গেট করছে। বিভিন্ন উপায়ে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্কিং তথ্য হাতিয়ে নেন তাঁরা। কখনও ব্যাঙ্কের কর্মী সেজে ফোন করে এটিএম কার্ডের নম্বর, পিন, ওটিপি ইত্যাদি জেনে নেন। তার পর মোবাইলে মেসেজ করে ভুয়ো লিঙ্ক পাঠানো, এসএমএস বা হোয়াট্‌সঅ্যাপে নকল ব্যাঙ্কিং লিঙ্ক পাঠিয়ে গ্রাহকদের লগ ইন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, ক্লোন কার্ড তৈরি করে সেগুলি দিয়েও টাকা তোলা হচ্ছে।

বেহালায় প্রতিমা বিসর্জনকালে দুর্ঘটনা

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ বেহালায় দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনে যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু;শোকের ছায়া গোটা এলাকায়! দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের পথে এক যুবকের দুঃখ জনক মৃত্যু। আলিপুরের রাস্তায় বিসর্জন লরির হাইটবারে ধাক্কা লাগার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন। জানা গেছে, যুবকটি লরির মাথায় চড়ে বসেছিলেন। হাইট বারের সঙ্গে সংঘর্ষে তার মাথায় আঘাত লাগে। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ রক্ষা সম্ভব হয়নি। কলকাতার বেহালার বাসিন্দা উৎসব চট্টোপাধ্যায় পেশায় ড্রামার ছিলেন। নিজেদের পাড়ার পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার রাতে সকলের সঙ্গে তিনিও লরিতে উঠে বসেছিলেন। আলিপুরের রাস্তা দিয়ে লরি যাচ্ছিল বাবুঘাটের দিকে। চিড়িয়াখানার কাছে একটি হাইটবারে আচমকা দুর্ঘটনা ঘটে। লরির উপরে বসে থাকা যুবকের মাথা হাইটবারে ধাক্কা খায়। তৎক্ষণাৎ লরি থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিপদ আটকানো যায়নি। রক্তাক্ত অবস্থায় রাত ১২টার পর ওই যুবককে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। যুবকের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিরা অভিযোগ করেছেন, দুর্ঘটনাস্থলে হাইটবারের সামনে পর্যাপ্ত আলো ছিল না, যা দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে মনে করছেন তারা। যথাযথ আলো থাকলে হয়তো এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত চলছে। তবে যুবকের পরিবার এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি। কলকাতা ও শহরতলির অধিকাংশ পুজোমণ্ডপ থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে। বাবুঘাটে বিশেষ সতর্কতা ও নজরদারি ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তবে কিছু বড় পুজোতে এখনও প্রতিমা নিরঞ্জন বাকি রয়েছে।

পদ্মপুকুরে স্বামীকে খুন করল স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ স্ত্রীকে প্রেমিকের সঙ্গে দেখে ফেলায় খুন; বালিগঞ্জে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য! দশমীর রাতে এক যুবকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল খাস কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকায়। মৃত যুবকের নাম বিকি মল্লিক। স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা মল্লিকের দাবি, বিকি আত্মহত্যা করেছেন। তবে এক ভিন্ন অভিযোগ তুলেছেন মৃতের দিদি;তাঁর দাবি, ভাইকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, প্রিয়াঙ্কার এক যুবকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল, আর সেই সম্পর্কের জেরেই ঘটেছে এই 'খুন'। বিকি মল্লিক বালিগঞ্জের পদ্মপুকুর রোড এলাকার একটি বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন। গতকাল, বৃহস্পতিবার রাতে বিকির দিদি সোনা মাহাতোর কাছে খবর আসে ভাই গলায় ফাঁস দিয়ে 'আত্মহত্যা' করেছেন। দ্রুত তিনি ওই বাড়িতে পৌঁছে দেখেন ঘরের মধ্যে ভাইয়ের দেহ নামানো অবস্থায় রয়েছে! বিষয়টি দেখে সন্দেহ হয় সোনা মাহাতোর। বালিগঞ্জ থানায় খবর যায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পরে খানায় খুনের অভিযোগ দাখিল।

বিজয়া দশমী থেকেই শুরু হয়ে গেল আগামী পুজোর ভাবনা

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ বিজয়াদশমীর দিনে মণ্ডপে মণ্ডপে দর্পণ বিসর্জন হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও আগামী দু'-এক দিন বড় বারোয়ারির পুজো মণ্ডপগুলিতে থাকবেন দুর্গা। সেই আবহেই আগামী বছরের পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কলকাতার সব বড় পুজো কমিটি। এমন কিছু পুজো কমিটি রয়েছে, যারা নিজেদের এ বছরের শিল্পীদের উপরেই আস্থা রাখছে। অনেক বছর পর স্বনামধন্য শিল্পী সনাতন দিন্দা ফিরেছিলেন নলিন সরকার স্ট্রিটের দুর্গোৎসবে। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট পুজো কমিটি আগামী বছর তাঁকেই আবার থিম শিল্পী হিসেবে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বারই প্রথম চালতাবাগান সর্বজনীনের পুজো সাজিয়েছিলেন শিল্পী প্রদীপ্ত কর্মকার। 'আমি বাংলায় বলছি' থিম ভাবনায় সাজিয়ে পুজো কমিটিকে খুশি করেছেন তিনি। এমনকি নবমীর দিন বাংলার শাসকদল তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুজো দেখে প্রশংসা করে গিয়েছেন। আর তার পরেই চালতাবাগান সর্বজনীনের পুজো কর্তারা প্রদীপ্তকে ২০২৬ সালের পুজোর

জন্য চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। শিল্পী প্রদীপ্ত বলেন, তআমাকে আগামী বছরের জন্যও নিজেদের পুজোয় শিল্পী হিসাবে রাখতে চান চালতাবাগানের কর্মকর্তারা। তাই এই পুজোর সঙ্গে আমি যুক্ত থাকব। অনেক পুজো কমিটিই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, আর একটি পুজোর কাজ হয়তো আমি হাতে নিতে পারব। তবে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি।''
একই ভাবনায় চলতে চাইছেন ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক সর্বজনীনের কর্মকর্তারা। এ বার শিল্পী রাজু সরকারকে নিজেদের পুজো সাজানোর দায়িত্ব দিয়ে বড় সাফল্য পেয়েছেন তাঁরা। তাই রাজুকেই আগামী বছরের জন্য ধরে রাখতে চাইছেন বলেই জানিয়েছেন ওই পুজো কমিটির কর্তা। টালা বারোয়ারি প্রশান্ত পালকে এবং কাশী বোস লেন পুজো কমিটি ফের এবছরের শিল্পী হিসাবে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে।
কলকাতার শারদোৎসবের বাজারে অন্যতম নামকরা শিল্পী রিন্টু দাস এ বার নাকতলা উদয়ন সঙ্ঘ, চক্রবেড়িয়া সর্বজনীনের সঙ্গে নিউটাউনের একটি পুজোর কাজ করেন। একঝাঁক পুজো কমিটি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেও, এখনও তিনি কোনও সিদ্ধান্ত নেননি বলেই জানিয়েছেন। শিল্পী অনিমেষ দাসের সঙ্গেও কলকাতার বেশ কয়েকটি পুজো কমিটির কথাবার্তা হয়েছে। তিনি অবশ্য কোনও পুজো কমিটির নাম জানাতে চাননি। নিজের ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে এ বছর কোনও পুজো কমিটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি পার্থ জোয়ারদার। তবে এই এক বছরে একটি মনের মতো থিম তৈরি করেছেন বলেই জানিয়েছেন এই শিল্পী। আগামী বছর নিজের থিমেই প্রাণদান প্রতিমা তৈরি হবে। বেহালা নূতন দলের কৌশল আবার অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। তাদের পুজোর বর্ষীয়ান সদস্য বলেন, আমরা বিসর্জনের আগে বোধনের চিন্তা করি না। তাই এ বছরের প্রতিমা বিসর্জন হলে, তার পর আমরা আগামী বছরের ভাবনা ভাবব।'' বড়িশা ক্লাবের পুজোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'শূন্য পৃথিবী' থিমে তাঁদের শারদোৎসব সাজিয়েছিলেন শিল্পী মানস। প্রতি বছর বিজয়া দশমীর দিনেই তাঁরা নিজেদের আগামী বছরের শিল্পীর নাম চূড়ান্ত করে ফেলেন। কিন্তু এ বার জানা গেল,এখনও কিছু ঠিক হয়নি। ''
খিদিরপুর ২৫ পল্লীর এ বারের পুজো সাজিয়ে তোলার দায়িত্বে ছিলেন শিল্পী জুটি মলয়-শুভময়। সেই পুজো কমিটির সভ্য বলছেন, "এখন তো পুজো আর পুজোয় সীমাবদ্ধ নেই। এখন শিল্প, কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রতিযোগিতার মঞ্চ হয়ে উঠেছে। তাই সব পুজো কমিটিই চায় নিজেদের পুজোকে শ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছে দিতে। তাই ভাল শিল্পীদের নিজেদের পুজোয় ঘরে তুলতে চায় সকলেই। এ ক্ষেত্রে যে যত তাড়াতাড়ি ভাল শিল্পীকে নিজেদের ঘরে তুলতে পারবে, সাফল্য তাদের কাছেই ধরা দেবে।''

পশ্চিমবঙ্গের বাম আমলের মন্ত্রী বনমালী রায় প্রয়াত হলেন

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ প্রাক্তন বনমন্ত্রী তথা পাঁচ বারের বিধায়ক বনমালী রায় প্রয়াত। বুধবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। দীর্ঘ দিন ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন বর্ষীয়ান বাম নেতা। উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়ির পাঁচ বারের বিধায়ক ছিলেন বনমালী। রাজ্যের তফসিলি ও আদিবাসী কল্যাণ দফতরের মন্ত্রিত্বও সামলেছেন। পরবর্তী কালে জেলা পরিষদের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সভাধিপতির দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তা ছাড়া সিপিএমের জোনাল সম্পাদক-সহ একাধিক দলীয় দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বুধবার বনমালীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে প্রাক্তন মন্ত্রীর গাদংয়ের বাসভবনে যান স্থানীয় বাম নেতৃত্ব। শোকপ্রকাশ করেছেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক পীযুষ মিশ্র। ধূপগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক মমতা রায়ও প্রয়াত মন্ত্রীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। বনমালীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু।

স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিবেশী যুবকের প্রেম থাকার ফলে স্বামী বিয়ে দিলেন

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিবেশী যুবকের দীর্ঘ দিনের প্রেম। প্রেমিকের জন্য এর আগে চার বার ঘর ছেড়েছেন স্ত্রী। প্রতি বার স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনেছেন। তখনকার মতো মিটমাট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গত বুধবার আবার প্রেমিকের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন স্ত্রী। এ বার আর বাধা দেননি। বরং বৃহস্পতিবার প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে অনুষ্ঠান করে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রেমিকের বিয়ে দিলেন স্বামী। হল মালাবদল, সিঁদুরদান। সাক্ষী গোটা পাড়া। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বছর সাতেক আগে ভরতপুরের রবীন সরকার ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন বিচিত্রা সরকারকে। দম্পতির এক পাঁচ বছরের পুত্রসন্তান রয়েছে। কিন্তু বছর দুয়েক হল বিচিত্রা প্রতিবেশী অমিয় সরকারের প্রেমে পড়েন। দেওর-বৌদির ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সালিশিও বসে।
রবীনের দাবি, বুধবার রাত ১১টা হবে তখন। স্ত্রী প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বলে দেন, তিনি আর এই সংসারে থাকতে চান না। বিয়ে করতে চান অমিয়কে। বেশ কিছু ক্ষণ কথা কাটাকাটির পর রবীন জানিয়ে দেন তা-ই হবে। পর দিন বিকেলে প্রতিবেশীদের ডেকে আনেন তিনি। তাঁর কথায় অমিয়ের বাড়িতে হাজির হন পুরোহিত। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিবেশীর সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দেন যুবক। দু'জনকে আশীর্বাদ করে বলেন, "তোমরা সুখে থাকো, ভাল থাকো।'' স্ত্রীর গয়নাগাটি, শাড়ি এবং অন্যান্য জিনিস দিয়ে দেন নতুন দম্পতিকে। রবীন বলেন, "প্রেমে বাধা হতে পারিনি। ওদের সম্পর্ককে মর্যাদা দিয়েছি।'' আর বিচিত্রা ঘোষণা, "আমি ওকে দু'বছর ধরে ভালবাসি। ওকে ছাড়া বাঁচতে পারতাম না। তাই স্বামী দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের বিয়ে দিয়েছে।'' প্রেমিক থেকে স্বামী হয়ে অমিয়র মন্তব্য, "বুধবার রাতে বাড়িতে এসে বিয়ে করবে বলে জেদ ধরে বসল ও। গ্রামের সকলকে বিষয়টি জানানোর পর আমাদের বিয়ে হল।'' কিন্তু এই বিয়ের আইনি দিক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা।

ডায়মন্ড হারবারে হানা দিল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর

দুরন্তবার্তা, ৩ অক্টোবর ঃ পুজোয় একাধিক রেস্টুডেন্ট ও খাবারের দোকানে পচা ও বাসি মাংস বিক্রির অভিযোগ। ডায়মন্ড হারবারে হানা দিল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ, পুরসভা ও দমকলের যৌথ দল। অভিযানে তল্লাশি চালিয়ে অনেক মাংস ফেলে দেন আধিকারিকরা। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। পুরসভা সূত্রে খবর, একাধিক দোকান থেকে পচা খাবার বিক্রির অভিযোগ উঠছিল। হানা দিয়ে দু-তিন দিনের বাসি মাংসের হদিশ পান তদন্তকারীরা। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা ওই বাসি ও পচা মাংস বাজেয়াপ্ত করে পুকুরে ফেলে দেন। শুধু পচা মাংস বিক্রির অভিযোগই নয়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩০০ সংখ্যা, শনিবার ১৭ আশ্বিন, ১৪৩২

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী

১৯৬২ সালে ভারতের সাথে চীনের যুদ্ধ হয়েছে। পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ভাবলেন এই সুযোগ। ভারতের ক্ষমতায় এমন একজন যিনি বোধহয় নেহেরুর মত অত প্রভাবশালী নন !কিন্তু আয়ুব খান লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে (রিড) করতে ভয়ঙ্কর ভুলটা করে বসলেন। যা কল্পনা করেছেন বাস্তবে ঘটল ঠিক উল্টো। ছোটখাটো চেহারার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধের ময়দানে রক্ষণাত্মক মনোভাব দেখালেন না বরং পাকিস্তানকে সবক শেখাতে যা যা প্রয়োজন সবটাই করলেন। একসময় ভারতের দখলে চলে আসে পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভারতীয় সেনার লাহোর দখল তখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। কাশ্মীর দখলে মরিয়া পাকিস্তান শুরু করে তাদের প্ল্যান বি,অপারেশন গ্র্যান্ড স্লাম। সদ্য আমেরিকার থেকে শক্তিশালী প্যাটন ট্যাঙ্ক পেয়েছে। লক্ষ আখনুর ব্রিজ দখল করে কাশ্মীরের সাথে পাঞ্জাবের যোগসুত্র ছিন্ন করে দেওয়া। লালবাহাদুর শাস্ত্রী আদেশ দিলেন অবিলম্বে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স অ্যাকশন শুরু করুক। ভারতীয় বায়ুসেনার ফাইটার জেটগুলো অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ শুরু করল শত্রুপক্ষের উপর। না লালবাহাদুর শাস্ত্রী এখানেও থামলেন না। তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করে স্থির হল পাকিস্তানকে হতচকিত করে দিতে যুদ্ধের অন্য ফ্রন্ট খুলতে হবে। ততদিনে পাকিস্তানের দখলে থাকা হাজি পীর পাস ভারতের কব্জায়। আরও বড় চমক ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সকালবেলা ভারতীয় সেনার ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন আর ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট অমৃতসর সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তান আক্রমণ করল। ভারতীয় সেনার লাহোর দখল তখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। শুধু তাই নয় ততদিনে ভারত, পাকিস্তানের প্রায় ৭০০ বর্গমাইল নিজেদের দখলে এনেছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ হস্তক্ষেপ করে। ২২ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শেষ হলেও দাবি দাওয়া নিয়ে বৈঠক হল তাসখন্দ । সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যস্থতা করতে রাজি হল। ১৯৬৫- এর ইন্দো- পাক যুদ্ধের পরে জেনারেল আয়ুব খুব ভাল ভাবে বুঝলেন শাস্ত্রী লোকটি মোটেও নরম নয় দেখতে ওরকম। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দেওয়া স্লোগান ভারতীয় রাজনীতিতে অমর 'জয় জওয়ান জয় কিষান'। দরিদ্র পরিবারের ছেলে, সেখান থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। পারিবারিক চাপে একপ্রকার বাধ্য হয়ে ১২ হাজার টাকায় একটি ফিয়াট গাড়ি কিনেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি করতে গিয়ে তাঁর আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ব্যাঙ্কের ঋণ তিনি পরিশোধ করে যেতে পারলেন না। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রয়াণের পরে ব্যাঙ্কের লোক তাঁর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে। পেনশনের টাকায় ব্যাঙ্কের ঋণ মিটিয়েছিলেন সহধর্মিণী ললিতা শাস্ত্রী। লালবাহাদুর শাস্ত্রী মেমোরিয়ালে আজও সেই গাড়িটি রাখা আছে নম্বর DLE৬। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে পরিবহণ মন্ত্রক সামলেছেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। গণপরিবহণে ভারতীয় মহিলাদের চালক এবং কন্ডাক্টর হওয়ায় ছাড়পত্র দেন তিনিই।

পরিচালক তপন সিংহ

'দাদা সাহেব ফালকে' পুরস্কার বিজয়ী পরিচালক, দেশের গর্ব, বাঙালির গর্ব। ১৯২৪ সালের ২ অক্টোবর বীরভূম জেলার মুরারই থানার জাজিগ্রামের সিংহ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তপন সিংহ সেই বিরল গোত্রের চিত্র পরিচালক যিনি শুধু ভাল ছবি করতেন না একই সঙ্গে ছবিটি হিট করাতে পারতেন। নিশ্চিত ভাবে তিনি বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকদের একজন। সোজা কথা সোজাসুজি বললে হয় সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসাধারণ সব ছবি তপন সিংহ আমাদের উপহার দিয়েছেন। সবসময় তিনি প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের গল্প সেলুলয়েডে পর্দায় ধরে রেখেও অটুট রেখেছিলেন সাহিত্য রস,আবার সেই সিনেমা দেখে একইভাবে মুগ্ধ হয়েছেন দর্শক,সমালোচক। রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বনফুল, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, শংকর,কে নেই সেই তালিকায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর করার পর ১৯৪৬ সালে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে দরজায় টোকা মেরেছিলেন সহকারী শব্দ যন্ত্রী হিসেবে । স্টুডিও 'র ম্যানেজার তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী বানী দত্তের কাছে, বলেছিলেন এই নিন আপনার সহকারী। নিউ থিয়েটার্স,ক্যালকাটা মুভিটোনে তপন সিংহের চলচ্চিত্র জীবনের উদ্যোগ পর্ব,চলচ্চিত্র জগতে এসেছিলেন পরিচালক হওয়ার আশা নিয়ে,শব্দ যন্ত্রী হতে নয়গুব্বহু বিদগ্ধ মানুষের সঙ্গ,শিক্ষা,পরামর্শ তাঁকে পরিচালক হওয়ার পথে অনেকটা উত্তরণের পথ দেখিয়েছিল। একদিন স্থির করলেন কলকাতায় তাঁকে ফিরতে হবে সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়ার লড়াই। সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অমায়িক,উদার, সত্যিকারের বিদগ্ধ মনের মানুষ। হ্যারিসন রোডের কাছে পটলডাঙা স্ট্রিটে থাকতেন। সেখানেই একদিন হানা দিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়ার স্বপ্ন দেখা তরুণ তপন সিংহ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' সম্পর্কে তপন সিংহ নিজের অভিপ্রায় বলতে তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন 'এই তো চাই'। আপনাদের মত তরুণরা এসব ভাববেন। স্বাভাবিক ভাবে আলাপচারিতায় এল দক্ষিণার কথা,নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন কিছু চাই না,অভিভূত তপন সিংহ অবশ্য বিনয়ী কণ্ঠে বলেছিলেন 'তা হয় না'। 'গল্প হলেও সত্যি'তে চাকরের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় রবি ঘোষের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তিনি সেই মানুষ যিনি তাঁর ছবিতে আমাকে রোল দেওয়ার উপযুক্ত মনে করেছেন। নিজের স্মৃতিচারণামূলক বই 'চরিত্রের সন্ধানে' সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন অত ঘনিষ্ঠতা সত্বেও মানিকবাবুর সাথে সাধারণ অর্থে আড্ডা পরিহাস করা যেত না।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

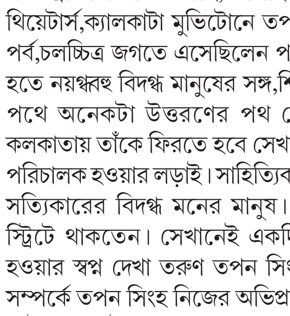

কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ ? মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে ।জীব সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সেবা শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। সর্ব শক্তি দিয়ে দেশকে রক্ষা করতে হবে। দেশ প্রেমিক হতে হবে। মাতৃ বন্দনা করতে হবে। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এটা ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের শিক্ষা। এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপরে গ্রহণ করেন ভগিনী নিবেদিতা। মানব সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক ও মানসিক শক্তি ধারণ করতে হবে।

গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলনের পথকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

রবীন্দ্র কুমার শীল

গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মত পার্থক্য দেখা দিয়েছিল ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত। দুই বছরের কম সময় ধরে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। নেতাজির ভারত অন্তর্ধান কি তাহলে কংগ্রেসী আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার পরিকল্পনা ছিল তা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। দুই বছর ধরে নেতাজি এবং গান্ধিজির যে মতপার্থক্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তা খুবই তিক্ততায় পরিণত হয়। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হতে থাকলে জওহরলাল নেহরু ভাবতে শুরু করলেন যে ভারতের রাজনীতিতে আবার ফ্যাসিজিম এসে উপস্থিত হচ্ছে। গান্ধিজি অনুভব করতে শুরু করলেন যে কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। সুভাষচন্দ্র বোস তখন সদ্য কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন (১৭ মার্চ ১৯৩৭)। তখন সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ৬০০ জন সমর্থক সমাবেত হয়ে সভা অনুষিছত করলো। সেই সময়ে গান্ধিজি এই দিকে নজর দিতে শুরু করেন। দেশের নিম্ন শ্রেণির কৃষক সম্প্রদায়, বিশেষ করে বিহার অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষকেরা সুভাষকে সমর্থন দিতে শুরু করলো। কৃষক নেতা স্বামী সাহজানন্দ এবং এন.জি রাঙ্গা সুভাষ বোসের মতো সাহসী নেতাকে সমর্থন দিতে থাকেন। কৃষক নেতা রাঙ্গা মনে করতেন যে নেহরু একেবারে ঠাণ্ডা প্রকৃতির রাজনৈতিক নেতা। তার চেয়ে সুভাষ নেতা হিসাবে অনেক সাহসী এবং শক্তিশালী। সেই সময়ে অনেকেই গান্ধিজির সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের মতের মিল খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার সুভাষকে ভয় পেতে থাকে এবং দেশের যেন জনগণের তাঁকে সমর্থন করার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয় তার কৌশল অবলম্বলন করার পথ খোঁজার চেষ্টা করে। গান্ধিজি মনে করতে শুরু করলেন সুভাষচন্দ্র বোস যদি কংগ্রেসে থাকে তাহলে তাঁর নেতৃত্বের দৈন্যদশা ঘটার সম্ভাবনা বেশি। সেই সময়ে কৃপালিনি সুভাষ বোসের নাম কংগ্রেস ভাবী সভাপতি হিসাবে গ্রহণ করে গান্ধিজির কাছে প্রস্তাব রাখেন এবং সুভাষ বোসকে এই পদে সমর্থন দিতে থাকেন। গান্ধিজি ১৬ মার্চ ১৯৩৭ সালে মহাদেব দেশাইকে কলকাতায় পাঠানা সুভাষের সঙ্গে কথা দেখা করে কথা বলতে। এর একদিন আগে সুভাষ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। সুভাষ বোস নিজেই জানতেন না করে তিনি মুক্তি লাভ করছেন কারাগার থেকে। ঠিক সেই সময়ে গান্ধিজি রাজকুমারী অমৃত কাউরকে লিখছেন, “He (Mahadev Desai) had an hour with Subhas Chandra Bose, evidently after his release. I am glad Mahadev went in time to greet him as a free man. But Who knows whether he is now free or he was freer when he was a prisoner”। গান্ধিজি বহু বিষয় নিয়ে কথা বলার সময়ে রসিক হয়ে পড়তেন। সুভাষ যখন সদ্য কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। দেশের জনগণ তখন তাঁকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। সভাপতি পদে সুভাষের নাম উচ্চারিত হচ্ছে সর্বত্র। ঠিক সেই দৃশ্যপটে এসে উপস্থিত হলেন জওহরলাল নেহরু। নেহরু যেহেতু গান্ধির খুব পচ্ছন্দের লোক ছিলেন তার ফলে নেহরুর প্রস্তাবকে গান্ধি কোনও সময়ে অবহেলা করতেন না। নেহরু গান্ধিজির কাছে প্রতিযোগী প্রার্থী হিসাবে পট্টভি সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাব করলেন। ১ অক্টোবর ১৯৩৭ সালে গান্ধিজিকে নেহরু চিঠি দিলেন-“So far as I am concerned, Pattabhi is a good choice. But you will have the sence of the members of the committee.” । নেহরুই চাইছিলেন না যে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষ বোস প্রতিষ্ঠিত হোক। অমৃত কাউর সে কথা গান্ধিজিকে জানিয়েছিলেন। ২৭ সেপেটম্বর ১৯৩৭ সালে গান্ধিজি একটি চিঠি দিয়েছিলেন মৃত সিংকে সেখানে লেখা ছিল -“Never mind what people say about J.(Jawaharlal) or your partiality for him..I have already told S. (Subhas) he must go to Calcutta or to take up active duty before he thoroughly fit. Even when he is, he can’t replace J. who inconsumable energy and single-mindedness.” সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই প্রার্থী পচ্ছন্দের বিরুদ্ধে ছিলেন। ১ নভেম্বর ১৯৩৭ সালে গান্ধিজি সুভাষ বোসের ওপরে যে আস্থা নেই তা পরিস্কার করে দিলেন। প্রয়োজন হলে গান্ধিজি নিজেই হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। বল্লভভাই তখন একজন বলিষ্ঠ নেতাকে সভাপতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ সেই সময়ে লিখলেন -“There was unprecedented enthusiasm at the Congress session, which

was presided over by Subhash Chandra Bose.”। জওহরলাল নেহরু মোটেই খুশি ছিলেন না যে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষ চন্দ্র বোস নির্বাচিত হন। তিনি মনে করতেন সুভাষ চন্দ্র বোস একবার কংগ্রেস সভাপতি পদে বসতে পারতে কংগ্রেসের মধ্যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কংগ্রেসের অন্য নেতাদের কোনও প্রাধান্য থাকবে না। ৫ অক্টোবর ১৯৩৭ সালে 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকাতে নেহরু তাঁর ক্ষেভের কথা বললেন একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে নেহরু আবার বিলাতে সমাজ সংস্কারক আগাথা হ্যারিসনকে লিখলেন, “Subhash Bose is likely to be the next president and I do not envy hin the job. I hope his health will stand up to it” । সুভাষ চন্দ্র বোস গান্ধিজির কথাকে বেশি করে প্রাধান্য দিলেন। তিনি তাঁর বিলাতের ডাক্তার বন্ধু ধরমবীরকে ডাকলেন তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য। ডাক্তার ধমরবীর আবার গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ২৫ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদে গান্ধিজির সঙ্গে ধরমবীর দেখা হয়। পাঞ্জাবের ডালহাউসিতে ধরমবীর এসে উপস্থিত হন। সেখানে সুভাষের সঙ্গে তাঁর দেখ হয়েছিল। এমনকী গান্ধিজির শিষ্য মীরাবেন-এর স্বাস্থ্য দেখাতে ডালহাউসতে উপস্থিত হন। স্বাস্থ্য এর কারণ দেখিয়ে বারবার সুভাষ চন্দ্র বোসকে কংগ্রেস সভাপতি পদের থেকে সরিয়ে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা। গান্ধিজির সুভাষকে সভাপতি করার মত দিলেও কিন্তু তাঁর সঙ্গীসাথী বিশেষ করে নেহরুর কোনও রকম সহানুভূতি সুভাষচন্দ্র বোসের ওপরে ছিল না। গান্ধি কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লা। সেই সময়ে দেবদাস গান্ধি খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে দেখার ব্যাপারে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের মতকে গ্রহণ করা হয়েছিল। নেহরু কৌশল করে ডাক্তার বিধান রায়কে সরিয়ে দিয়ে সেখানে ডাক্তার সুনীল বোসকে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ দেবদাসকে দেখতে পারতেন না নেহরু। সুরাটে কংগ্রেস দলের কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত শরৎ চন্দ্র বোসের সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন ইতিহাসবিদ নিরোদ সি চৌধুরী। সেই সময়ে গান্ধিজি সুভাষকে সভাপতি হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বোস নেহরুর কাছে আবেদন করেছিলেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করতে। কিন্তু জওহরলাল নেহরু তা গ্রহণ করলেন না। হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনের পর তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাঁর মেয়ে ইন্দিরা সঙ্গে দেখা করতে বিলাতে চলে যাবেন। ইন্দিরা গান্ধি তখন অক্সফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেস (১৯৩৯) অধিবেশনকে সফল করে তোলার জন্য বিপুল আয়োজন করা হল। ইউরাপ সফর করে নেহরু ভারতে ফিরলেন ১৯৩৮ সালে ১৯ অক্টোবর। সুভাষ চন্দ্র বোস নেহরুকে ইউরোপ সফরের শুভেচ্ছা বার্তা আগেই দিয়েছিলেন। এদিকে সুভাষচন্দ্র বোস কংগ্রেসের একটি কমিটি তৈরি করলেন বোম্বাইতে মুখ্যমন্ত্রীদের সভাকে (১৯৩৮, মে মাস) সফল করে তোলার জন্য। সেই সভার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেন সুভাষ।

একই সালে ২ অক্টোবর গান্ধিজির জন্মদিন পালিত হয়েছিল দিল্লিতে। সেখানে আগামি দিনে ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পদক্ষেপমূলক আলোচনা হয়েছিল। বোম্বেতে সুভাষ চন্দ্র বোস একটি প্লানিং কমিটি তৈরি করলেন। এই প্লানিং কমিটিতে ছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা (সদস্য), সম্পাদক হিসাবে ছিলেন হরি বিষ্ণু কামাথ এবং জওহরলাল নেহরু ছিলেন চেয়ারম্যান। গান্ধিজি এই কমিটির ব্যাপারে খুশি হয়েছিলেন। তিনি কোনও রকম আপত্তি করেননি। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' বইটিতে প্লানিং কমিটির গঠন করার ব্যাপারে সুভাষের কোনও নাম উল্লেখ করেননি। সেখানে নেহরুই একাই কৃতিত্ব নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নেহরুকে জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন যে প্লানিং কমিটিতে ভারতের শিল্প স্থাপন করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন একমাত্র সুভাষ। এ ব্যাপারে সুভাষ মেঘনাথ সাহার সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। চিন দেশে চিকিৎসক মিশন পাঠানোর ব্যাপারে নেহরু যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তা সুভাষের চিন্তার ফসল বলা যেতে পারে। নেহরু এ ব্যাপারে সুভাষকে বাদ দিতে একাই সব কৃতিত্ব লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সুভাষ বোস সব সময়ে সম্রাজ্যবাদ বিরোধী মত পোষন করতেন এবং চিন দেশের সমাজতন্ত্রকে তিনি সমর্থনও করেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার রূপ পথ কী রকম হবে তা নিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করেছিলেন 'মর্ডান রিভিউ'তে । ব্রিটিশ অভিজাত সম্প্রদায় এবং গোয়েন্দা বিভাগ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের ওপরে ক্ষিপ্ত ছিল। তাঁরা তখন গান্ধির সঙ্গে সুভাষের বিরোধ তৈরি করে দেওয়ার পথ তৈরি করতে শুরু করে। তার সুভাষের প্রতিদিনের কাজের ওপরে নজর রাখাতে শুরু করল। ব্রিটিশ পৃষ্টপোষক কে এম মুন্সী গান্ধিজির কাছে উপস্থিত হয়ে সুভাষ চন্দ্র বোসের জার্মান কন্সাল যোগের সংবাদ কানে দিয়ে দিলেন। শিখ পোশাকে ছদ্মবেশ ধারন করে সুভাষ জার্মান কন্সালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এরপর থেকে গান্ধিজি সুভাষের ওপরে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের বিরোধ তৈরি করার পরিকল্পনা রচনা করেছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। মনে রাখা প্রয়োজন যে ১৯৩৫ সালে কলকাতা পুলিশ কমিশনার চালর্স টেগার্ট গান্ধিজির সঙ্গে একটি বৈঠক করেছিলেন। ফলে এটা বুঝতে পারা যায় যে ব্রিটিশ গোন্দেরারা সুভাষকে একেবারে পচ্ছন্দ করতে পারছিল না। আইসিএস পাশ করে ব্রিটিশ সরকারের চাকরি গ্রহণ না করে দেশের ভারতের স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত থাকা সুভাষের সিদ্ধান্তকে ব্রিটিশ প্রশাসন ভালো নজরে দেখতে পারেনি। নেহরু বিলাতে গিয়েছিলেন আইসিএস পড়তে। জওহরলালের পিতা মতিলাল নেহরুর ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্র জওহর আইসিএস হয়ে ভারতে ফিরবে। কিন্তু নেহরু ছাত্র হিসাবে সুভাষের মতো মেধাবি ছিলেন না। তিনি যেভাবে পাশ করেছেন তাতে করে আইসিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু সুভাষ নিজস্ব শক্তিতে আইসিএস পাশ করেছেন এবং সেই চাকরিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যা ব্রিটিশ প্রশাসন ভালো নজরে দেখেনি। গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের কোনও বিরোধ ছিল না। কিন্তু বিরোধ তৈরি করে দিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যসহ জওহরলাল নেহরু। কংগ্রেসের মধ্যে ব্রিটিশ গোয়েন্দারাই সুভাষের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে সুভাষ বিরোধীরা কংগ্রেসে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

(তথ্য সূত্র, রাইভ্যালরি, কস্ট অব ইণ্ডিয়া, ড. তপন চট্টোপাধ্যায়, হ্যামিলটন প্রকাশন,লন্ডন)

গান্ধি মতবাদ ও আরএসএস দর্শন

বিশেষ প্রতিবেদক

গান্ধী জয়ন্তী দিন বেশী করে মনে পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) আর হিন্দু মহাসভা কি ভাবে ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। শুধু তাই না, তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের থেকে সব সময় দূরত্ব বজায় রেখেছে। এমনকি ১৯৪২-এ গান্ধীজির ডাকা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, যাকে দেশের মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্ত বলা হয়, সেই সময়ও এই দুই সংস্থা ব্রিটিশ সরকারেরই পাশে ছিল, গান্ধীর দিকে নয়। মহাসভার সাভারকর ইংরেজদের সরাসরি সাহায্য না করলেও পরোক্ষ ভাবে মদত জুগিয়েছেন।

কিন্তু তাঁরই দলের নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় আগস্ট বিপ্লবকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগে ছিলেন। তিনি তখন ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বরিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। '৪২-এর জুলাই মাসে তিনি লিখিত ভাবে সাম্রাজ্যবাদ সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং আন্দোলন কারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্যে সওয়াল করেন। পরবর্তীকালে তিনি আজকের ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পূজিত। বিশেষ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু যখন শাসকেরা তাঁকে কোনো গুরুত্বই দিলেন না, তিনি তখন অন্য সুরে লিখলেন। কয়েক মাস পরে ওই মন্ত্রিসভা থেকে তিনি পদত্যাগ করলেন আর সেই সময় ব্রিটিশ রাজের অনেক গালমন্দ করলেন। যেই হিন্দু মহাসভা গান্ধীকে দেশ বিভাজনের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে হত্যা করল, সেই দলের নেতা শ্যামাপ্রসাদ কিন্তু এই মহাদেশের পূর্ব অঞ্চলে বঙ্গভঙ্গের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন। আরএসএস গান্ধী বিদ্বেষ আরও ধারালো ছিল আর সাংগঠনিক শক্তি অনেক বেশি ভয়াবহ। এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ার কিন্তু এক সময় গান্ধীকে অনুসরণ করতেন এবং তার জন্যে শাস্তিও পেয়ে ছিলেন। তিনি অবশ্য গান্ধীর মুসলমান প্রীতি একেবারেই মানতে নারাজ, তাই সাভারকরের কাছে চলে গেলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, তাঁর সঙ্ঘ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো ভূমিকা নেয়নি। এবং গান্ধীর পথকে সর্বনাশী ভুল পথ বলে বহু সমালোচনা করেছিল। এখন অবশ্য আরএসএস দাবি করে যে ১৯৩৪

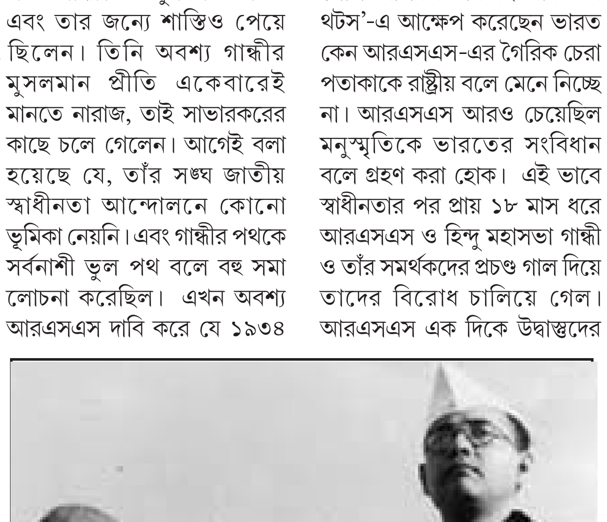

সালে ওয়ার্ধা আশ্রম থেকে গান্ধী গিয়েছিলেন তাঁদের একটি শাখা দেখতে আর তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্ক যে কখনোই মধুর ছিল না, তা নথি ঘাঁটলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যাওয়া যাক সরাসরি ১৯৪৭-এর অগস্ট মাসে। আরএসএস-এর মুখপত্র 'অর্গানাইজার' জানাল যে নতুন ভারতের জাতীয় তেরঙা পতাকা কখনওই হিন্দুদের আপন, শ্রদ্ধার হয়ে উঠবে না। 'তিন' শব্দটাই অশুভ এবং তিন বর্ণবিশিষ্ট জাতীয় পতাকা নিশ্চিত ভাবেই খুব খারাপ, যা দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। 'অর্গানাইজার'-এর ১৭ ও ২২ জুলাই সংখ্যাতেও এমন আরও অনেক জাতীয় বিষয়ে আরএসএস-এর বিরোধিতার কথা লেখা। এমনকি, আরএসএস-এর দ্বিতীয় সঙ্ঘ-চালক, এম এস গোলওয়ালকর তাঁর বই 'বাঞ্চ অব থটস'-এ আক্ষেপ করেছেন ভারত কেন আরএসএস-এর গৈরিক চেরা পতাকাকে রাষ্ট্রীয় বলে মেনে নিচ্ছে না। আরএসএস আরও চেয়েছিল মনুস্মৃতিকে ভারতের সংবিধান বলে গ্রহণ করা হোক। এই ভাবে স্বাধীনতার পর প্রায় ১৮ মাস ধরে আরএসএস ও হিন্দু মহাসভা গান্ধী ও তাঁর সমর্থকদের প্রচণ্ড গাল দিয়ে তাদের বিরোধ চালিয়ে গেল। আরএসএস এক দিকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিছু সেবা করল ঠিকই কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খুনোখুনি শুরু করল। গান্ধী অবশ্য এই সময় ব্যস্ত ছিলেন পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষোভকে একটু শান্ত করতে আর কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সামলাতে। সবাই স্বীকার করেছে যে স্বাধীনতা ও দেশ বিভাজন ঘোষণার ঠিক পরই যে কলকাতায় কোনো বিধ্বংসী খুনোখুনি হয়নি, তার জন্যে মহাত্মাকে কৃতিত্ব দিতে হবে। কিন্তু সঙ্ঘ পরিবার এই আত্মশক্তির অদ্ভুত নিদর্শনকে লিখিত ভাবে ব্যঙ্গ করেছিল আর গান্ধীকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণও। তা সত্ত্বেও যখন আরএসএসের প্রধান গুরু গোলওয়ালকর দেখা করতে চাইলেন, তিনি রাজি হলেন আর ১৯৪৭-এর ৯ সেপ্টেম্বর তাঁরা সামনে বসে আলোচনা করলেন। গান্ধী যখন সোজাসুজি তাঁকে বললেন যে সঙ্ঘের হাত রক্তে মাখা, গোলওয়ালকর উচ্চ সুরে তা অস্বীকার করলেন। ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি দিল্লির ভাঙি কলোনিতে অবস্থিত আরএসএসের একটি শাখায় গিয়ে তাঁর শান্তির বাণী প্রচার করেন, যা বর্তমান সরকার তাঁর মানপত্র হিসেবে বিবেচনা করে। ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ এই সময়কার পুলিশ দপ্তরের অগণ্য লেখা উত্থিত করে অবশ্য বলেছেন যে সঙ্ঘ পরিবার দাঙ্গায় শুধু নেতৃত্ব দেয়নি, তাঁরা লাগাতার গান্ধী ও স্বাধীন সরকারের জুগুপ্সা চালিয়ে গেছে। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পটেল আরএসএস ও মহাসভাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাঁদের নেতাদেরও কারারুদ্ধ করলেন দেড় বছর। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মৃদু আবেদন বা গোলওয়ালকরের প্রচুর ক্ষমা প্রার্থনা তিনি মানলেন না। নেহরুকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি থেকে দেখা যায় যে হিন্দু মহাসভার এক উগ্র সমর্থক এই হত্যা করেছে। কিন্তু এই ঘৃণ্য কাজ করতে সুবিধে করেছে আরএসএসের আর মহাসভার বিষাক্ত প্রচার আর দেশ বিভাজনের দায়িত্ব গান্ধীর ওপর ন্যস্ত করার অপপ্রচার। তিনি নেহরুর সর্বদলীয় সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদবাবুকে বেশ কয়েক বার সাবধান করেছেন এবং রাগের সঙ্গে জানিয়েছেন যে সঙ্ঘ পরিবার মহাত্মার খুনের পর মিষ্টি বিতরণ করেছিল। পটেল জুলাই, ১৯৪৯ অবধি এই দুই সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করলেন না আর কাউকে জেল থেকেও ছাড়লেন না। সর্দার পটেল অনড় রইলেন যতক্ষণ না সঙ্ঘ পরিবার মুচলেকা দিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করল।

লেখক ঃ জহর সরকার। তিনি তাঁর বক্তব্য এখানে রেখেছেন। তাঁর নিজস্ব মত বলে পরিগণিত হবে।

মান্না দে'র দৃষ্টিতে শিল্পী শচীন কর্তা

দেবাঞ্জন মণ্ডল

নিজের আত্মজীবনী 'জীবনের জলসাঘরে' গ্রন্থে কিংবদন্তি শিল্পী মান্না দে লিখেছেন- “দু'জন শিল্পীর প্রতি কেন জানি না ভীষণ দুর্বল আমি। একজন রফি সাহাব। আর একজন শচীন কর্তা। খুব ছোট বেলায় কাকা কৃষ্ণ চন্দ্র দে-র কাছে শচীন দেব বর্মন এসেছিলেন। আমি সেদিন বাড়িতেই। ফুটবল খেলতে যাইনি। কাকার ঘরে শচীন কর্তা বসতেই আস্তে আস্তে প্রায় গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। কী সুন্দর দেখতে! টকটক করছে গায়ের রং। আমি অত ফর্সা নই। রীতিমতো কালোউ ফলে, এক দেখাতেই শুধু ফর্সা রঙের জন্য কর্তাকে দারুণ পছন্দ হয়ে গেল।

সেদিন গান নিয়ে অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছিলেন কাকার সঙ্গে। আমি এক মিনিটের জন্য সেখান থেকে উঠিনি। এরপর কাকার অনুরোধে গান ধরলেন দেব দাদা। খুব খুঁটিয়ে সব গান শুনলাম, কর্তা চলে গেলেন। আমি পরের দিন কাকার কাছে বসে ওই গানগুলোই ফের গাইলাম। একদম কর্তার মত করে। ওরকম নাকি নাকি গলায়। সঙ্গে সঙ্গে কাকার এক ধমক, 'মানা, ওভাবে নাকি নাকি গলায় গাইছ কেন? ওটা কর্তার নিজস্বতা। কাউকে নকল কর না জীবনে দাঁড়াতে পারবে না। তোমার মত করে গাও।' কাকার কথা শুনে সেদিনই অনুকরণ করার অভ্যেস ছাড়লাম। কিন্তু শচীন কর্তা মনের গভীরে রয়েই গেলেন। ওই দিনের পর শচীন কর্তার সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদ।

শচীন কর্তার প্রতি দুর্বলতার কথা তো শুরুতেই বলেছি। সেই দুর্বলতা আরও বেড়ে গেল মুম্বইয়ে কাজের পর। হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে অসাধারণ কম্পোজিশন, অদ্ভুত গায়কী তাঁর। একই সঙ্গে মারাত্মক ভয়ও পেতাম কর্তাকে।১৯৬৬-র দুর্গা পঞ্চমী। কলকাতায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন তাঁদের বাড়িতে জলসার আয়োজন করেছেন। আমি ছাড়াও আমন্ত্রিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি, শ্যামল মিত্র। গিয়ে শুনলাম, কর্তাও নাকি আসবেন।

রাত ঘড়ি ১০-টার কাঁটা ছুইছুই। সবাই এসেছেন। কর্তার দেখা নেই। আমরা মুখ চাওয়াচায়ি করছি। আচমকা ডোর বেল বাজল। সঙ্গে সানুনাসিক কণ্ঠ, 'সতীনাথ আসো নাকি?' আমি, উৎপলা, সতীনাথ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা খুললাম। দেখি, হাসিমুখে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কর্তা দাঁড়িয়ে। উৎপলার গলায় আনন্দের কান্না, অভিমানের সুর মিলেমিশে একাকার, 'এত দেরী করলেন দাদা!' তখন এক হাতে উৎপলাকে জড়িয়ে হাসিমুখে আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফ্লাইট লেট করসে। কয়নের আর কিসসু নাই রে!'

সেই সন্ধেয় আমি গাইলাম, 'তুমি আর ডেকো না'। শ্যামল শোনালো, 'যা যা রে যা, যা পাখি'। উৎপলা পরিবেশন করল, 'কিংশুক ফুল হিংসুক ভারী'।

যথারীতি সেদিনেও আমাদের গিলে খেয়ে নিলেন 'রাজা' কর্তা। আসর জমিয়ে দিলেন, 'টাকডুম টাকডুম বাজে' গান দিয়ে। সেদিন বুঝেছিলাম, আরেকজন মান্না দে হতেই পারেন। কিন্তু আরেকজন শচীন কর্তা? কোনওদিন, কেউ হতে পারবে না।”

শচীন কর্তা রসিক ছিলেন। ছিলেন একেবারে কট্টর ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। ইস্টবেঙ্গলের হার তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব জিতলে ঘরে সবাই ডেকে নিয়ে এসে খাওনের আসর বসাতেন। সঙ্গে চলত গানের মজলিস। সবাই তখন গানে মেতে উঠত। আর সঙ্গে থাকতো খাবার ও চা কফি। দিন দিন এইভাবে আড্ডা চলত।

ট্রেন পরিষেবার সময়সূচী পুনঃনির্ধারণ, পথ পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ

মালিগাঁও, ৩ অক্টোবর ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিভোক-রংপো প্রকল্পের অধীনে ইয়ার্ড রি-মডেলিং-এর জন্য সিভোক স্টেশনে ৮ ও ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রি-নন- ইন্টারলকিং কাজের এবং ১০ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুসারে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচী পুনঃনির্ধারণ, পথ পরিবর্তন এবং নিযন্ত্রণ করা হবে। ট্রেনের সময়সূচী পুনঃনির্ধারণঃ ট্রেন নং ৭৫৭১৪ (বামনহাট-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু-এর সময়সূচী পরিবর্তন করে ৮ থেকে ১১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ০৫.০০ ঘন্টার পরিবর্তে ০৮.০০ ঘন্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ৭৫৭২৫ (শিলিগুড়ি জং.-নিউ বঙাইগাঁও) ডেমু-এর সময়সূচী পরিবর্তন করে ৮ থেকে ১১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ১০.৫০ ঘন্টার পরিবর্তে ১৩.০০ ঘন্টায় পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ৭৫৭২৬ (নিউ বঙাইগাঁও-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু-এর সময়সূচী পরিবর্তন করে ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ০৬.৩০ ঘন্টার পরিবর্তে ০৯.৩০ ঘন্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ৭৫৭১৩ (শিলিগুড়ি জং.-বামনহাট) ডেমু-এর সময়সূচী পরিবর্তন করে ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ১৬.০৫ ঘন্টার পরিবর্তে ১৭.৩০ ঘন্টায় পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ১৫৬২১ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এক্সপ্রেসটির সময়সূচী পরিবর্তন করে ৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ০৫.০০ ঘন্টার পরিবর্তে ০৬.০০ ঘন্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ১৫৪৮৩ (আলিপুরদুয়ার জং.-দিল্লি সিকিম মহানন্দা) এক্সপ্রেসটির সময়সূচী পরিবর্তন করে ১০ ও ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ১০.৩০ ঘন্টার পরিবর্তে যথাক্রমে ১৩.০০ ঘন্টা এবং ১৪.০০ ঘন্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ১৩২৪৭ (কামাখ্যা-রাজেন্দ্র নগর) ক্যাপিটেল এক্সপ্রেসটির সময়সূচী পরিবর্তন করে ১০ ও ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ০৬.১৫ ঘন্টার পরিবর্তে যথাক্রমে ০৮.০০ ঘন্টা এবং ১০.০০ ঘন্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। **ট্রেনের পথ পরিবর্তনঃ** ট্রেন নং ১৩২৪৮ (আরা-কামাখ্যা) ক্যাপিটেল এক্সপ্রেস ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে শিলিগুড়ি জং., নিউ জলপাইগুড়ি জং., নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙাইগাঁও হয়ে চলবে এবং জলপাইগুড়ি রোড, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, নিউ কোচবিহার এবং নিউ আলিপুরদুয়ারে অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়া হবে। ট্রেন নং ১৯৬১৫ (উদয়পুর চিটী-কামাখ্যা) কবিগুরু এক্সপ্রেস ১৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি জং., রাণীনগর জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, শামুকতোলা রোড, নিউ বঙাইগাঁও এবং ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, এবং নিউ আলিপুরদুয়ারে অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়া হবে। **ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ** ঃ ট্রেন নং ১৫৪৮৪ (দিল্লি-আলিপুরদুয়ার জং.) সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কাটিহার ডিভিশনে যথাযথভাবে নিযন্ত্রণ করা হবে। ট্রেন নং ১৫৪৬৮ (বামনহাট-শিলিগুড়ি জং.) এক্সপ্রেস ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে যথাযথভাবে চলাচলের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

মেট্রো রেলওয়ে স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান পরিচালনা করছে

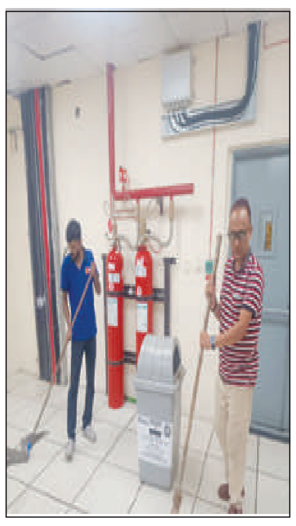

কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ মেট্রো প্রাঙ্গণ পরিষ্কার ও সবুজ করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে বিশেষ প্রচারণা ৫.০ পরিচালনা করছে। এই অভিযানের সময়, স্টেশন, ট্রেন এবং অন্যান্য রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানে নিবিড় পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজেশন অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরাও বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে পরিষ্কার অভিযানে অংশ নিয়েছেন। যাত্রীদেরও সংবেদনশীল করা হচ্ছে এবং মেট্রো প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন এড়াতে, যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড এবং মোবাইল কিউআর টিকিটের মতো ডিজিটাল মোড ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যা অ্যাপের মাধ্যমে বা রিচার্জের সময় বুক করলে ৫ শতাংশ / বোনাস ছাড়ের সাথে আসে। সময় বাঁচাতে তাদের টিকিট বুক করতে বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে ‘AAMAR KOLKATA METRO’ অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে।

লোহার ট্র্যাকের উপর ট্রলি বসিয়ে বিসর্জনের পর গঙ্গা থেকে প্রতিমা তোলার ব্যবস্থা হাওড়া পুরসভার তরফে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩ অক্টোবর ঃ হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে বৃহস্পতিবার দশমীর দিন থেকেই শুরু হয়েছে প্রতিমা নিরঞ্জন। এই প্রথম লোহার ট্র্যাকের উপর ট্রলি বসিয়ে বিসর্জনের ব্যবস্থা করেছে হাওড়া পুরসভা। রাস্তা থেকে সরাসরি গঙ্গায় বিসর্জন করা হচ্ছে প্রতিমা। লোহার ট্র্যাকের উপর ট্রলি বসিয়ে বিসর্জনের পর গঙ্গা থেকে প্রতিমা তোলার ব্যবস্থা করেছে হাওড়া পুরসভা। বিভিন্ন বনেদী বাড়ি ও বারোয়ারী পুজোর বিসর্জন চলছে। গঙ্গার ঘাটে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পুরসভার দাবি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এই প্রতিমা নিরঞ্জন যা সম্ভবত রাজ্যে কোনও পুরসভাতেও এই প্রথম। এর জন্য বেসরকারি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গঙ্গা দূষণ কমাতে ঠাকুর জলে ভাসানের পরই সেই কাঠামো কয়েক মিনিটের মধ্যে গঙ্গা থেকে তুলে আনার জন্য নতুন মেশিন আনা হয়েছে। ওই আধুনিক প্রযুক্তির মেশিনের সাহায্যে খুব দ্রুত গঙ্গা থেকে প্রতিমার খড়, বাঁশ, মাটির কাঠামো তুলে আনা সম্ভব হচ্ছে। এই পদ্ধতি ব্যবহারে গঙ্গায় একদিকে যেমন দূষণ কম হচ্ছে, তেমনই লোক অনেক কম লাগছে এবং যারা কাজ করছেন তাঁরা অনেক নিরাপদে কাজ করছেন। দৈহিক পরিশ্রমও এতে কম হচ্ছে। এই বিষয়ে হাওড়া পুরসভার নিকাশি বিভাগের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, আমরা কোনওমতেই গঙ্গা দূষণ হতে দেব না। হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে প্রতি বছর প্রায় দু'হাজার দুর্গা ঠাকুর বিসর্জন হয়। এবার ভাসানের জন্য আনা হয়েছে স্ট্রেঞ্জ মেশিন। এটা রেল লাইনের ট্র্যাক দিয়ে তৈরি। এটাকে সোজা গঙ্গায় ফেলা হয়েছে। মাকে বিসর্জন দেবার পর প্রতিমার মাটি গলে গেলে সেই মাটি তুলে নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা দূষণ রোধের কথা বললেও তাদের কোনও পরিকল্পনা নেই। এটা মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনায় হাওড়ার সবচেয়ে বড় ঘাট রামকৃষ্ণপুর ঘাটে আনা হয়েছে। প্রায় ২ হাজার ঠাকুর এখানে বিসর্জন হবে। বিসর্জনের পর কাঠামোগুলোকে গঙ্গা থেকে আমরা এর সাহায্যে তুলে নেব। এতে কোনও গঙ্গা দূষণ হবে না। যারা গঙ্গা দূষণের কথা বলে বেশ কয়েকবছর হয়ে গেছে গঙ্গায় পলি পড়ে যাচ্ছে ড্রেসিং হয় না। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার চেষ্টা করছে। পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী বলেন, বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে আমরা ঘাটগুলো পরিদর্শন করলাম। পুরসভা এলাকার ১৮টা ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়। এরজন্য হাওড়া পুরসভা এবং হাওড়া সিটি পুলিশ সবসময় পুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করে। শুধু তাই নয় এখানে যাতে গঙ্গা দূষণ না হয় সেই কারণে অত্যন্ত যত্ন সহকারে হাওড়া পুরসভার কর্মীরা ঘাটগুলিকে পরিষ্কার রাখে। এর পাশাপাশি কাঠামো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে কোনওভাবে গঙ্গা দূষণ না হয় সেই কারণে কাঠামোগুলোকে তুলে নেওয়া হয় এবং যথাস্থানে তা নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে এই কাজগুলির সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয় তার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেখভাল করা হচ্ছে। পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে শুক্রবার পরীক্ষামূলকভাবে এর ট্রায়াল রান হয়। দশমীর একদিন আগেই নবমীর মধ্যে হাও।ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটের পাড় থেকে গঙ্গা পর্যন্ত প্রায় ৩০-৪০ ফুটের লোহার ট্র্যাকটি পাতা হয়। যেটি প্রতিমা নিরঞ্জনে এই প্রথম ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও ঠাকুর জলে ভাসানের পর সেই কাঠামো কয়েক মিনিটের মধ্যে গঙ্গা থেকে তুলে আনার জন্য নতুন মেশিন আনা হয়েছে। এর ফলে ওই মেশিনের সাহায্যে খুব দ্রুত গঙ্গা থেকে কাঠামো তুলে আনতে পারছি। এই পদ্ধতি ব্যবহারে গঙ্গায় দূষণ কম হচ্ছে, লোক অনেক কম লাগছে এবং যারা কাজ করছেন তাঁরা অনেক নিরাপদে কাজ করছেন।

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা, ৩ অক্টোবর ঃ কোচবিহারের দিনহাটা পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ড এলাকায় কাপড় মেলতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। শুক্রবার দুপুর ১ টা পনেরো মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত ওই গৃহবধূর নাম চম্পা আদিত্য সরকার (৩২)। এক ছাদ থেকে অপর একটি ছাদে কাপড় মেলতে গিয়ে নীচে পড়ে যান তিনি। এরপরেই তাঁকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং হাওড়া জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় শনিবার গ্র্যান্ড ফোরশোর রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হতে চলেছে। প্রতি বছরের মতো এবছরেও বিসর্জনের বিশেষ শোভাযাত্রা পুজো কার্নিভাল এর আয়োজন করা হয়েছে। শারদোৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে সেরা দুর্গা প্রতিমাগুলির বিসর্জন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে, হাওড়া জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ৪ অক্টোবর, ২০২৫, শনিবার বিকেল ৫ টায় গ্র্যান্ড ফোরশোর রোডে ওই দুর্গাপুজোর কার্নিভাল-এর আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে হাওড়াতেও বিগত কয়েক বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। হাওড়া সদরে গঙ্গার ধারে গ্র্যান্ড ফোরশোর রোডে আজ শনিবার এই কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত ১১টি ক্লাব এই কার্নিভালে অংশ নেবে। অতিথিদের জন্য বিশেষ মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। সাজানো হচ্ছে রাস্তাও। নিরাপত্তাও জোরদার করা হচ্ছে।

মহাত্মা গান্ধীর ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ১২১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ভারতের দুই শ্রদ্ধেয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান পি.এম. প্রসাদ, পরিচালক (বিপণন) মুকেশ চৌধুরী, পরিচালক (অর্থ) মুকেশ আগরওয়াল, পরিচালক (ব্যবসায় উন্নয়ন) আশীষ কুমার এবং সিভিও শ্রী ব্রজেশ কুমার ত্রিপাঠী পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চেয়ারম্যান পি.এম. প্রসাদ গান্ধীর স্থায়ী প্রজ্ঞা এবং শিক্ষার উপর আলোকপাত করেন, কীভাবে তারা কোল ইন্ডিয়াকে উৎকর্ষতা, নীতিগত ব্যবসায়িক অনুশীলন এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে পরিচালিত করে চলেছেন তা জোর দিয়ে বলেন। তিনি শাস্ত্রীর জয় জওয়ান, জয় কিষাণ এর অনুপ্রেরণামূলক আহ্বানের কথাও স্মরণ করেন, যা জাতির অগ্রগতির সাথে গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক।

খুবই আড়ম্বরের সঙ্গে খড়গপুরে পালন করা হলো ‘রাবন দহন’ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ৩ অক্টোবর ঃ আমাদের বিজয়া দশমীর দিন দক্ষিণ ভারতে পালন করা হয় ‘রাবন দহন’ উৎসব। বাংলারও কোনো কোনো জায়গায় পালিত হয় সেই উৎসব। খুবই আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয় খড়গপুরে। দশেরা উৎসব কমিটির উদ্যোগে খড়্গপুর শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ সেটেলমেন্ট এলাকার রাবণ পোড়া ময়দানে এ বার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে একটানা বৃষ্টিতে দহনের আগেই ভিজে গিয়েছিল ৫৫ ফুটের সুবিশাল রাবণ। সেই সঙ্গে মাঠও জলমগ্ন ও কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে দুর্যোগ কেটে গিয়ে এদিন সন্ধ্যায় রাবণ পোড়া মাঠে সুষ্ঠুভাবেই রাবণ বধ সম্পন্ন হলো। খড়্গপুরে এ বার এই অনুষ্ঠান ১০১তম বর্ষে পা দিল। এদিন রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে রাবণ দহন করেন জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। কিন্তু অন্যান্য বারের মতো এ দিন দশানন রাবণের দশটি মাথা সশব্দে ফাটেনি বলে দর্শকরা কিছুটা হতাশও হন। তবে উদ্যোক্তারা এ জন্য অতিরিক্ত বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকেই দায়ী করেছেন। উদ্যোক্তাদের তরফে প্রদীপ সরকার বলেন, ‘ ইন্ডিয়া খড়্গাপুরের এই রাবণ দহন অনুষ্ঠান দেখতে শুধু জেলা বা রাজ্যেরই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হন।’ খড়্গাপুর শহরের এই রাবণ বধ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আগেই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দশমীতে সন্দেশখালিতে টর্নেডো - প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সন্দেশখালি, ৩ অক্টোবর ঃ খুবই সীমিত অঞ্চলের মধ্যে ভালো শক্তি নিয়ে প্রবেশ করে টর্নেডো। ঝড়-বৃষ্টির বিপদ সঙ্কেত আগেই দিয়েছে হাওয়া অফিস। গভীর নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তিন দিন ধরে চলবে ভারী বৃষ্টি। এরই মধ্যে সব তছনছ করে দিল টর্নেডো। দশমীর বিকেলে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে আচমকা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল কয়েক'শ বাড়ি। আহত অন্তত ৬ জন। বিদ্যুতের ১৫-২০টি খুঁটি ভেঙে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এলাকায়। সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথরঘাটা এলাকায় দশমীর বিকেলে হঠাৎই টর্নেডো শুরু হয়। আর সেই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় শতাধিক বাড়ি। প্রায় ১৫-২০ টি ইলেকট্রিকের খুঁটি ও বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে যাওয়ায় গোটা এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ঝড়ের খবর পাওয়া মাত্রই ওই এলাকায় যান সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো ও সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেনের প্রতিনিধিরা। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলোতে উপযুক্ত ত্রাণ পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর উদ্যোগে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর উদ্যোগে ইতিমধ্যে এলাকায় বেশ কিছু মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাড়িতে চাপা পড়ে যাওয়া এক মহিলা ও এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিসিই-আরএসপি-৯-২০২৫, তারিখ ২৬.০৯.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এসডি এবং আরএসপি, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় রাতুলিয়া-গোবর্ধনপুর রোড (ওডিআর)-এ ৫ম কিলোমিটারে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-খড়গপুর শাখায় ক্ষিরাই ও হাউর স্টেশনের মধ্যে ৭৯/১৭-১৯ কিলোমিটারে এলসি নং ৪৯ (১x৩৬ মিটার কম্পোজিট গার্ডার, ১x৬০ মিটার বো স্ট্রিং স্টিল গার্ডার এবং ১x৩৬ মিটার কম্পোজিট গার্ডার)-এর পরিবর্তে হাউর স্টেশনের কাছে প্রস্তাবিত আরওবি-এর নির্মাণ এবং ভায়াডাক্ট ইত্যাদি সহ অ্যাপ্রোচের নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৩.৯৫ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২৮.৪৭ লাখ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২৮.১০.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডার নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-679)**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-২৭, তারিখ ২৯.০৯.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার আগে জমা করতে হবে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র সেকশন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/উত্তর/খড়গপুরের অধীনে এসএস নং ৬ এবং এসএস নং ৫-এর জন্য পাওয়ার সিস্টেম ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৫,০৫,৩৮৯.০৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/ই.এম. ডি. ঃ** ১,৩০,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ০৯ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২২.১০.২০২৫-এ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ২২.১০.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-683)**

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিএসকে/ইলেক্ট/২০৯, তারিখ ঃ ২৪-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডারিং সিস্টেমের মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** তিনসুকিয়া ডিভিশনেঃ-এলএইচবি টাইপ ইওজি/এইচওজি কোচ এবং পাওয়ার কারগুলিতে বিদ্যমান লুপিং ব্যবস্থার পরিবর্তে এমপিসিবি/এমসিবি-এর ইনপুটে একক সংযোগ অ্যারেজমেন্টর ব্যবস্থা। **(টেন্ডার নং. এলভি/টি-১৪/টিএসকে/টিএলএসি/২৪)।** টেন্ডার মূল্যঃ ৬,৫৫,৭৬৫.০৬ টাকা, বায়নার ধনঃ ১৩,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং ১৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় খোলা **হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট.)/ তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নং ১৫-০২ / ২০২৫-নিয়ন্ত্রণ
ভারত সরকার,
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
টেলিযোগাযোগ বিভাগ
খালি শূন্যপদ

টেলিকম বিরোধ নিস্পত্তি ও আপিল ট্রাইব্যুনাল (TDSAT) এর চেয়ারপার্সন পদের জন্য যোগ্য এবং আগ্রহী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

TDSAT হল টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া আইন, ১৯৯৭ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল যা উক্ত আইনের অধীনে বিভিন্ন আপিলের শুনানি করে। টেলিকম বিষয় ছাড়াও, ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে সম্প্রচার, তথ্যপ্রযুক্তি, বিমানবন্দর শুল্ক এবং আধার বিষয়গুলির উপরও এখতিয়ার প্রয়োগ করে। TDSATএর সদর দপ্তর নতুন দিল্লিতে অবস্থিত।

টিডিএসএটির চেয়ারপার্সন পদের জন্য শূন্যপদ ১৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত হবে। পদের জন্য যোগ্যতা এবং অন্যান্য যোগ্যতার শর্তাবলী এবং আবেদনের ফর্মা যথাক্রমে টেলিযোগাযোগ বিভাগ, কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং টিডিএসএটির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, যথা https://dot.gov.in, https://dopt.gov.in/ এবং https://tdsat.gov.in । নির্ধারিত ফর্মায় আবেদনপত্র পাঠানো যাবে **১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের শেষ তারিখ বিকাল ০৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত।**

ভারত সরকারের অধীনস্থ সচিব

Cbc 06201/11/0004/2526

বীরভূমে গ্রেফতার গ্রাম পুলিশ, যুবকের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৩ অক্টোবর ঃ বীরভূমের এক প্রত্যন্ত গ্রামে ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এক যুবকের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার ও অসদাচরণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল স্থানীয় গ্রাম পুলিশের এক কর্মীকে। ঘটনার জেরে গোটা গ্রাম জুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র আলোড়ন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বীরভূমের মতো জেলায় গ্রাম পুলিশের দায়িত্বকে সব সময়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়। স্থানীয় স্তরে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি বহু সামাজিক দায়িত্বও তারা পালন করেন। অথচ তাদের মধ্যে থেকেই যদি এই ধরনের অভিযোগ উঠে আসে, তবে প্রশাসনের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত গ্রাম পুলিশের নাম সঞ্জয় বাউরি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, গ্রামেরই এক যুবককে তিনি ব্যক্তিগত কারণে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেন এবং মারধর করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ঘটনার সময় সঞ্জয় নেশাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর অশালীন আচরণে যুবকের পরিবার ক্ষুব্ধ হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করে। এরপরই শুক্রবার গভীর রাতে সঞ্জয়কে গ্রেফতার করা হয়। গ্রামবাসীদের একাংশের বক্তব্য, সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে অতীতেও নানা অভিযোগ উঠেছিল। কখনও মদ্যপ অবস্থায় অশান্তি সৃষ্টি করা, কখনও বা গ্রামে বসে তুচ্ছ কারণে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা-এমন অভিযোগ বহুবার শোনা গিয়েছে। তবে এতদিন পর্যন্ত সেই অভিযোগগুলিকে বড় করে দেখা হয়নি। এবার সরাসরি থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর শনিবার সকালে তাঁকে আদালতে তোলা হয়। সেখানে বিচারক তাঁকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। তদন্তে উঠে আসছে নানা তথ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, শুধু ওই যুবক নয়, আরও কয়েকজনের সঙ্গেও সঞ্জয় অসদাচরণ করেছিলেন বলে গোপন সূত্রে খবর মিলেছে। তদন্তে সত্যতা প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু হতে পারে। অন্যদিকে গ্রামে এখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একদিকে অনেকেই বলছেন, পুলিশের দায়িত্বে থাকা কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ অগ্রহণযোগ্য এবং তাঁকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। অন্যদিকে কিছু মানুষ আবার মনে করছেন, ব্যক্তিগত রাগ-অভিমান থেকেই হয়তো অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরই মত, ন্যায়ের স্বার্থে সঠিক তদন্ত হওয়া জরুরি। পুলিশ প্রশাসনও এই ঘটনায় অত্যন্ত সতর্ক। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গ্রাম পুলিশরা আমাদের সহযোগী বাহিনী। তাঁদের সভাবে দায়িত্ব পালন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজনের ভুলে পুরো বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে। তাই কোনও অভিযোগ এলেই তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। এদিকে ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তের পরিবারও বেশ চাপে রয়েছে। তাঁরা প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছেন না। তবে প্রতিবেশীদের মতে, পরিবারের লোকজন অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে রয়েছেন। গ্রামে নানা রকম মন্তব্য ও সমালোচনার মুখে পড়ছেন তাঁরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও প্রশ্ন উঠছে-গ্রাম পুলিশের উপর নজরদারি কি যথেষ্ট হচ্ছে? তাঁদের প্রশিক্ষণ ও আচরণবিধি কি আরও কঠোরভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়? কারণ স্থানীয় স্তরে গ্রাম পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক অনেকটাই প্রত্যক্ষ। সেই সম্পর্ক যদি ভেঙে যায়, তবে আইনের শাসনের উপর মানুষের ভরসা কমতে বাধ্য। ঘটনা যতই ছোট হোক না কেন, এর সামাজিক প্রভাব যথেষ্ট বড়। স্থানীয় মানুষ এখন পুলিশের দিকেই তাকিয়ে আছেন। তাঁদের আশা, এই ঘটনার সঠিক বিচার হবে এবং প্রশাসন এমন পদক্ষেপ নেবে যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও গ্রাম পুলিশ দায়িত্বের বাইরে গিয়ে অসদাচরণ করার সাহস না পায়।

বর্ধমানের কার্নিভালঃ টলিউড তারকাদের উপস্থিতি, কঠোর নজরদারিতে প্রশাসন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ অক্টোবর ঃ দুর্গোৎসব শেষে এবার বর্ধমান শহরে উৎসবের নতুন রূপ-পুজোর কার্নিভাল। শনিবার বিকেল পাঁচটা থেকে শুরু হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, যা বড়নীলপুর মোড় থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত চলবে। কার্জন গেটের মূল মঞ্চে অংশগ্রহণকারী পূজা কমিটিগুলির সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি হাজির থাকবেন টলিউড তারকা অঙ্কুশ হাজরা ও কৌশানি মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কার্নিভালের মঞ্চ পরিদর্শনে যান বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস এবং বর্ধমান উত্তর মহকুমা শাসক (এসডিও নর্থ) তীর্থঙ্কর বিশ্বাস। তাদের সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এবারের কার্নিভাল চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করল। ২৮ টি পূজা কমিটি অংশ নিচ্ছে এই শোভাযাত্রায়। প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার ভিত্তিতে নির্বাচিত কমিটিগুলিকে দেওয়া হবে বিশেষ পুরস্কার। শহরে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসন চালাচ্ছে বিশেষ নজরদারি। যানবাহন চলাচলেও আনা হয়েছে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। বর্ধমানের পুজো কার্নিভাল ইতিমধ্যেই শহরের অন্যতম বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পূজা-পরবর্তী সময়ে শহরবাসী ও পূজা কমিটিগুলিকে একই মঞ্চে বেঁধে দেয় এই কার্নিভাল, যা শনিবার ফের রঙ, আলো ও সংগীতের আবহে ভাসাবে গোটা শহর।

ভারতীয় রুপি আন্তর্জাতিক হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩ অক্টোবর ঃ আমেরিকান ‘ডলার’ এর মতো কি ভারতীয় রুপী দেশের সীমানার বাইরে যাচ্ছে? এই কথার পিছনে অন্যতম কারণ হলো সম্প্রতি RBI এক সিদ্ধান্তে জানিয়েছে,ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি এখন থেকে ভূটান, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের সঙ্গে আন্ত ঃ সীমান্ত বাণিজ্যের জন্য ঋণ দিতে পারে। এই ঋণ কেবল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে ভারত, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের মধ্যে টাকা নির্ভর বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হবে টাকার অবস্থান। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মতে, টাকা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক লেনদেন সহজতর করার জন্য প্রধান বিদেশি মুদ্রার সাপেক্ষে সঠিক দর দেওয়া হবে। আরবিআই আরও জানিয়েছে, স্পেশাল রুপি ভাস্ট্রো অ্যাকাউন্টে থাকা (এসআরভিএ) অর্থের ব্যবহারের পরিধি। এই ধরনের তহবিল এখন কর্পোরেট বন্ড এবং বাণিজ্যিক সার্টিফিকেটে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

চলবে নন ইন্টারলকিংয়ের কাজ, আসানসোল ডিভিশনে নিয়ন্ত্রিত ট্রেন চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ নন ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য আসানসোল বিভাগে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আগামী ৬ অক্টোবর থেকে চলতি মাসের ২৩ তারিখ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হবে বেশ কিছু ট্রেন। এই সময়ে অনেক ট্রেন বাতিলও থাকবে। আজ পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আসানসোল ডিভিশনের বর্ধমান-আসানসোল বিভাগে ২৭ দিন ধরে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হবে। এই সময়ে যাত্রীদের ভোগান্তি হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য।

L&T ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে L&T ফাইনান্স হোল্ডিং লিমিটেড পরিচিত)

রেজিস্টার্ড অফিস:
বৃন্দাবন, প্লট নং 177, সি.এস.টি. রোড, কালিনা,
সান্তাক্রুজ(পূর্ব),
মুম্বাই 400098, মহারাষ্ট্র,ভারত।
CIN: L67120MH2008PLC181833

টে : +91 22 6212 5000
ফ্যা : +91 22 6212 5553
ই-মে : igrc@ltfs.com
www.ltfinance.com

L&T Finance

ঘোষণা

ইনভেস্টর এডুকেশন এবং প্রোটেকশন ফান্ড অথারিটিজ (আইইপিএফএ), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রালয়, প্রবর্তন করেছেন এক 100 -দিনের সারা দেশ জোড়া এক ক্যাম্পেন যার নাম ''সক্ষম নিবেশক''। এই উদ্যোগর উদ্দেশ্য হল শেয়ারধারকদের সহযোগিতা করা তাঁদের না দাবি করা শেয়ারগুলি / ডিভিডেন্টগুলির দাবি করতে এবং সেইগুলি আপডেট করার নো ইয়র কাস্টমার(কেওয়াইসি) রেকর্ড যাতে উন্নত করা যায় বিনিয়োগকারীদের সার্ভিস ডেলিভারি করতে।

এই ঘোষণাটি দেখে, L&T ফাইনান্স লিমিটেড-এর শেয়ারধারক (পূর্বে L&T ফাইনান্স হোল্ডিং লিমিটেড পরিচিত) যাঁরা তাঁদের শেয়ারগুলির/ ডিভিডেন্ডগুলির দাবি করেন নি বা আপডেটেড করেননি কেওয়াইসি,ব্যাঙ্ক বাধ্যবাধকতা, নমিনেশন, কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশন ইত্যাদি তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে এখানে লিখতে:

- রেজিস্টার করুন এবং ট্রান্সফার করুন এজেন্টকে (''আরটিএ'') নিম্নলিখিত ঠিকানায় (যদি শেয়ারধারকগণ ধারণ করে থাকেন পিজিক্যাল ফর্ম):

  এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে পরিচিত লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)
  সি-101, 247 পার্ক, এল.বি.এস মার্গ, ভিক্রোলী(পশ্চিম), মুম্বাই-400083, মহারাষ্ট্র, ভারত।
  ফোন : +91 810 811 6767, ফ্যাক্স : +91 22 4918 6060
  ওয়েবসাইট : https://in.mpms.mufg.com/
  ইমেল : rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

- শেয়ারধারকগণ যে শেয়ার ধরে রেখেছেন ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের স্বতন্ত্র ডিপোজিটরী পার্টিসিপেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাঁদের কেওয়াইসি, ব্যাঙ্ক ম্যানডেটস, নমিনেশন, কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশন ইত্যাদি আপডেট করার জন্য এবং আরটিএ-তে যোগাযোগ করার জন্য উল্লেখিত ঠিকানায় তাঁদের না ক্লেম বা দাবি করা শেয়ার্স / ডিভিডেন্টগুলির দাবি করার জন্য।

আরও অনুসন্ধানের জন্য, শেয়ারধারকদের অনুরোধ করা হচ্ছে এখানে লিখতে igrc@ltfs.com. । এছাড়াও, এই ঘোষণা এছাড়াও পাওয়া যায় কোম্পানির ওয়েবসাইটে : www.ltfinance.com/investors

L&T ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে L&T ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত)

স্থান: মুম্বাই
তারিখ: 04.10.2025

অপূর্ব রাঠোর
কোম্পানি সেক্রেটারী
FCS 13729

গৃহস্থালি

সহজেই পাল্টে ফেলুন তেলচিটে রান্নাঘরের ভোল! রইল টিপস

রান্নাঘর, বাড়ির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। যা অগোছালো

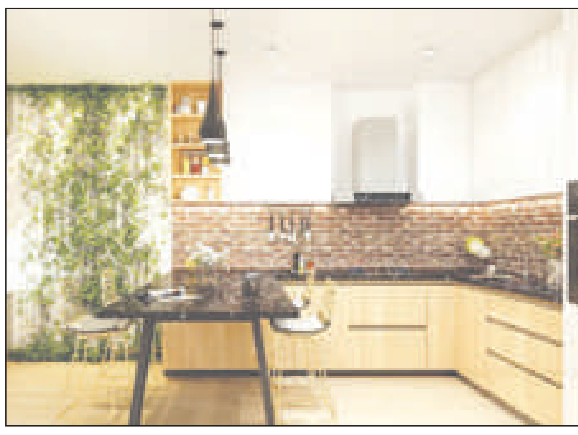

থাকলে শুধু দেখতে খারাপ লাগার বিষয়ই নয়, একইসঙ্গে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। রান্নাঘর অগোছালো, তেল চিটচিটে হয়ে থাকলে স্বাস্থ্যের অবনতি থেকে শুরু করে রান্নায় মন না বসার মতো নানা বিষয় দেখা দিতে পারে। তাই পুজোর আর কটাদিন হাতে থাকতেই ভোল বদলে ফেলুন আপনার তেলচিটে রান্নাঘরের। কীভাবে? রইল টিপস। রান্নাঘরে এখন প্রায় সকলেরই ড্রয়ার মাস্ট। নানাসময় রান্নাকরাকালীন বিভিন্ন উদ্বৃত্ত জিনিস আমরা রেখ দিই। তারপর আর তা ব্যবহার না হলেও সেইভাবেই রান্নাঘরের ড্রয়ারেই থেকে যায়। অপরিস্কার হওয়ার সম্ভবনাও থাকে তাই প্রবল। এই ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত জিনিস না রাখার চেষ্টা তো করবেনই। একইসঙ্গে পুজোর আগে রান্নাঘরের ড্রয়ার পরিষ্কার করে নিয়ে তাতে বিভিন্ন জিনিস রাখার আগে পার্টিশন করে নিন। সবটাই তাহলে অর্গানাইজ হয়ে থাকবে। রান্নাঘরে কম জায়গা থাকলে সেক্ষেত্রে রান্নাঘরের দেওয়ালে হুক লাগিয়ে নিতে পারেন। তাতে কাপড়, চামচ, হাতা থেকে চপিং বোর্ড-সহ বিভিন্ন জিনিস যা হুকে ঝুলিয়ে রাখাব যাবে সেগুলি এভাবে রাখুন। সেক্ষেত্রে কম জায়গা থাকলে তা ব্যবহারে সুবিধা হিবে। রান্নাঘরে যদি বাইরে থেকে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো আসার সুবিধা না থাকে তাহলে বাজারচলতি বিভিন্ন আলো দিয়ে আপনার রান্নাঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করুন। সেক্ষেত্রে আপনার রান্নঘর প্রাণ ফিরে পাবে। সম্ভব হলে হালকা রঙের বদলে কিচেন ক্যাবিনেটে ব্যবহার করতে পারেন উজ্জ্বল রঙের সানমাইকা। যা আপনার রান্নাঘরের জেল্লা বারাবে। সঙ্গে এক্কেবারে ভোল পাল্টেও দেবে।

ভিড় ঠেলে প্যান্ডেল হপিংয়ে আলস্য কাটাতে আপনার জন্য রইল টিপস

পুজো মানে প্যান্ডেল হপিং। ভিড় ঠেলে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ানো। রাস্তায় মানুষের ঢল। বাস, ট্রেন, মেট্রোয় যেন তিলধারণের জায়গা নেই। কিন্তু আপনি কি ভিড়ের মাঝে ব্যতিক্রমী? অনায়াসে ছুটির কটাদিন বাড়িতেই কাটাতে অনেকেই পছন্দ করেন। আপনার জন্য রইল একগুচ্ছ টিপস।

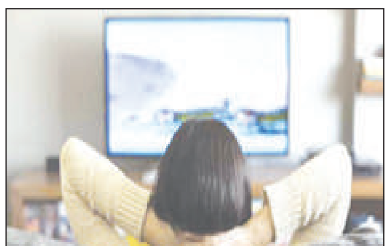

আপনাকে কি বছরের প্রত্যেক দিন সকাল হতে না হতেই ব্যাগ কাঁধে নিয়ে অফিস ছুটতে হয়? উত্তর হ্যাঁ হলে এই ছুটির দিন কটা নষ্ট করবেন না। বরং একটু বেশি সময় কাটুক বিছানায়। সকালে দেরি করে ঘুম থেকে উঠুন। ভাতঘুমও না হয় চলুক কটাদিন। আর পারলে রাতেও তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যান। পুজোর শেষে ঘোরাফেরা করে যখন সবাই ক্লান্ত, তখন দেখবেন এক্কেবারে তরতাজা হয়ে উঠেছেন আপনি। টিভি দেখতে ভালোবাসেন? তবে ঘুম থেকে ওঠার পর বেশি করে টিভি দেখুন। মন চাইলে বেশ কয়েকটি পছন্দসই সিনেমা ডাউনলোড করে রাখতে পারেন। আর ওয়েব সিরিজই যদি হয় আপনার প্রথম পছন্দ হয় তবে তো আর কথাই নেই। আপনার জন্য রয়েছে একাধিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। অবশ্যই মনে রাখতে হবে পুজো মানেই কিন্তু পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো। তাই পাঁচদিন সমস্ত ব্যস্ততাকে দূরে সরিয়ে রেখে আপনজনদের সময় দিন। মন চাইলে পোষ্যের সঙ্গেও কাটাতে পারেন সময়। বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে নিয়ে পার্টির বন্দোবস্তও করতে পারেন। চুটিয়ে আড্ডা দিলেই দেখবেন আপনার সারা বছর কাজের ক্লান্তি কেটে যাবে খুব সহজেই। পুজো আর বাঙালি খাওয়াদাওয়া করবে না, তা হতেই পারে না। আপনিও এই ক'দিন না হয় ডায়েট ভুলে যান। বেশি করে ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া করুন। বাড়িতে রান্না করতে না চাইলে জোম্যাটো তো আছেই, চিন্তা কী? অর্ডার দিয়ে বাড়িতে এনে হোক রসনাতৃপ্তি। বাড়িতে এভাবেই কাটান আলস্য।

উৎসবের মরশুমে আচমকা অতিথি আগমন? ঝটপট এভাবেই সাজিয়ে তুলুন বাড়ি......

কাজের ব্যস্ততায় সময়ের বড়ই অভাব। ঘুমচোখ খোলা থেকেই শুরু ইঁদুরদৌড়। প্রতিযোগিতার জীবনে নিজের মানুষদের সঙ্গে সময় দেখা সাক্ষাৎ ক্রমশই কমছে। ইন্টারনেটের যুগে সোশ্যাল মিডিয়ায় মেকি আলাপচারিতাতেই আটকে গেছে জীবন। এই ব্যস্ততার মাঝে যদি বাড়িতে অতিথি আসে, সত্যি ভালো লাগে কি? বাড়িতে কেউ চলে আসলে তো আর তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরিবর্তে তাঁকে আপ্যায়ন করতেই হবে। আপ্যায়ন তো করবেন কিন্তু বাড়ির যা দশা, তাতে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়াই স্বাভাবিক। গালে হাত দিয়ে বসে ভাবলেই তো হবে না, তাই তড়িঘড়ি কম পরিশ্রমে আপনার সাধের বাড়িটিকে অতিথি আপ্যায়নের যোগ্য করে তুলুন। আপনার জন্য রইল টিপস। আপনি কি দু'কামরার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা? তবে অতিথি আসলে নিশ্চয়ই তাঁকে ড্রয়িং রুমে বসতে দেবেন। তাই প্রথমেই সুন্দর করে সাজিয়ে নিন ড্রয়িং রুম। সোফাসেট থাকলে তা গুছিয়ে ফেলুন। কুশনগুলি জায়গায় রাখুন, দেখবেন তাতেই বেশ খানিকটা গোপদুরস্ত হয়ে উঠেছে আপনার ড্রয়িং রুম। দু'কামরার ফ্ল্যাট বাড়িতে আপনার ড্রয়িং রুমের কোণেই হয়ে গেছে ডাইনিং রুম। তাই এবার আপনি সাজিয়ে ফেলুন সেই জায়গাটিও।কারণ অতিথি আসলে তাকে তো কিছু খেতে দিতেই হবে। তাই ভাল করে ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করে ফেলুন। বাড়িতে থাকলে একটি ফুলদানিও ডাইনিং টেবিলে রাখতে পারেন। তাজা ফুল আনতে পারলে ভালো। নইলে ড্রাই ফুলেই সাজিয়ে তুলুন ফুলদানি। আপনার অতিথির কি ড্রয়িং রুমে বসে রান্নাঘরের দিকে নজর যাওয়া সম্ভব? উত্তর হ্যাঁ হলে রান্নাঘরটিও আপনাকে গুছিয়ে রাখতেই হবে। নইলে কিন্তু অতিথির থেকে সমালোচনা শুনতে হতে পারে। তাই প্রথমে রান্নাঘরের চতুর্দিক পরিষ্কার করে ফেলুন। খাবার- দাবার প্যাকেটে বাইরে পড়ে থাকলে সেগুলি ঢাকা কোনও জায়গায় ঢুকিয়ে দিন। যাতে আপনার অতিথির কিছুই নজরে না পড়ে। খুব কাছের কোনও অতিথি হলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার শোওয়ার ঘরেও ঢুকবেন। তাই শোওয়ার ঘরটি গুছিয়ে রাখতে দেরি করবেন না। প্রথমে বিছানা পরিষ্কার করে হাত দিন। টানটান করে একটু উজ্জ্বল রংয়ের চাদর বিছানায় পেতে ফেলুন। ঘরে অগোছালো অবস্থায় জামাকাপড় পড়ে থাকলে সেগুলি ভাঁজ করে রাখুন। গুছিয়ে রাখার সময় না পেলে ওই জামাকাপড়গুলি আপাতত আলমারিতে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিন। তাতে ঘর পরিষ্কার হয়ে যাবে আর অতিথিও আপনার ঘরের আসল চেহারা বুঝতে পারবেন না। আপনার অতিথি যদি কোনও মহিলা হন, তবে ড্রেসিং টেবিল গুছিয়ে রাখুন। কারণ, মহিলামাত্রই আয়নার সামনে একবার হলেও দাঁড়াবেন তা ভুলে যাবেন না। ঘর সাজালেন আর অপরিষ্কার অবস্থায় পড়ে রইল বাথরুম। তা যেন না হয়। কারণ, মনে রাখবেন ওই একটিমাত্র জায়গা দেখলেই কিন্তু বোঝা যায় আপনি আপনার ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ঠিক কতটা সচেতন। তাই অতিথি আসার আগে বাথরুম পরিষ্কারও আবশ্যক। সব শেষে প্রতিটি ঘরে ভালো করে রুম ফ্রেশনার জাতীয় কোনও সুগন্ধি ছড়িয়ে দিন। দেখবেন অতিথি আপনার ঘর গোছানোর প্রশংসা করতে বাধ্য হবেই।

সুস্থ থাকতে পরিষ্কার থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসেন সকলেই। সুস্থ থাকতে পরিষ্কার থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কেউ কেউ আবার পরিচ্ছন্নতার দিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নজর দেন। খাওয়াদাওয়া শেষ হতে না হতেই বাসন মেজে ফেলেন। কোনও পরিস্থিতিতেই খাওয়া বাসন রেখে দিতে রাজি নন তাঁরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন,

এই সকল মানুষ কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেগুলি কী কী- ১. যাঁরা খাওয়াদাওয়া শেষ হতে না হতেই বাসন মাজেন। তারা বাসন পরিষ্কারকেও খাওয়ার অংশ মনে করেন। যে কোনও কাজই শেষ না করা অবধি এরা শান্তি পান না। এদের কাছে বাসন না মাজা-ধোওয়া অবধি খাওয়া দাওয়া শেষ হয় না। আসলে অসমাপ্ত কাজ, একটা চাপা টেনশন তৈরি করে। এদের ক্ষেত্রে সেসবের সমস্যা থাকে না। ২. এরা দায়িত্ব ভাগ করে নিতে ভালোবাসেন। অন্যের কাঁধে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া এদের না-পসন্দ! নোংরা বাসনপত্র রেখে দিলে তা অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া বলেই মনে করেন, তাই সময়ের কাজ সময়ে সেরে ফেলেন। ৩. এরা রুটিন মেনে চলতে ভালোবাসেন। খাওয়াদাওয়া শেষেই বাসন পরিষ্কার করাটাকেও এরা দৈনিক রুটিনের মধ্যেই মনে করেন। ৪. নিয়ম মেনে চলতে ভালোবাসেন এরা। খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম নিতেই ভালোবাসেন প্রায় সকলে। যারা বাসনপত্র পরিষ্কার না করে বিশ্রাম নেন না, তারা অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী। ৫. খাওয়া শেষেই বাসন পরিষ্কার করা শুধুই সাফাই নয়, বরং এটা একটা অভ্যাস। ৬. নোংরা বাসনপত্র কিছুটা হলে স্ট্রেস বাড়ায়। যে কোনও কাজ ফেলে রাখা মানেই, মাথায় ঘুরতে থাকে তা। এরা এসব ঝঞ্ঝাট একেবারেই পছন্দ করেন না। যা আদতে একটা ভীষণ ভালো গুণ।

ভারতীয় অর্থনীতি স্থিতিশীল ও সুস্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছেঃ নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ ভারতীয় অর্থনীতি স্থিতিশীল ও সুস্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় নির্মলা সীতারমন। শুক্রবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জোর দিয়ে বলেন, ভারতের প্রবৃদ্ধি দৃঢ়ভাবে অভ্যন্তরীণ মৌলিক বিষয়গুলির উপর নিহিত, যদিও বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা এবং পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক নিয়ম বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্নির্ধারণ করে। নতুন দিল্লিতে কৌটিল্য অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভারতীয় অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা এবং বহিরাগত ধাক্কা শোষণের ক্ষমতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা একটি পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক দৃশ্যপটে আছি, যা একটি শূন্য-সমষ্টি পদ্ধতির মতো। ভারতীয় অর্থনীতি স্থিতিস্থাপক এবং টেকসইভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি আরও বলেন, একটি বিকশিত দেশের মর্যাদা অর্জনের জন্য আমাদের ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে।

চেন্নাই ফিরলেন ১৫ জন তামিল মৎস্যজীবী

চেন্নাই,৩ অক্টোবর ঃ শ্রীলঙ্কার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরলেন ১৫ জন তামিল মৎস্যজীবী। শুক্রবার সকালে চেন্নাই বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান ওই ১৫ জন তামিল মৎস্যজীবী। দীর্ঘ দিন পর দেশে ফেরার পর সবার চোখে মুখে ছিল আনন্দ। এই ১৫ জনের মধ্যে দু'জন গ্রেফতার হয়েছিলেন গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৩ জুলাই গ্রেফতার হন ৭ জন, ২১ জুলাই দু'জন এবং ১৮ আগস্ট ৪ জন। আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করার দায়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। অবশেষে শুক্রবার দেশে ফিরে এলেন ১৫ জন তামিল মৎস্যজীবী।

অপেক্ষার অবসান! শুরু হচ্ছে সরাসরি বিমান চলাচল ভারত ও চিনের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ অক্টোবরের শেষ নাগাদ চিনের সঙ্গে ভারতের সরাসরি বিমান পরিষেবা পুনরায় শুরু হতে চলেছে। ২০২০ সালের পর এটিই প্রথম এই ধরনের বিমান পরিষেবা। বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) জানিয়েছে, ভারত ও চিনের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের যে পরিকল্পনা হয়েছিল তা অক্টোবর মাসের শেষে শুরু হবে। দিল্লি ও কলকাতা থেকে গুয়াংঝাউ শহর পর্যন্ত উড়ান চালু হতে চলেছে। MEA জানিয়েছে, সরাসরি বিমান পরিষেবাগুলি ২০২৫ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে পুনরায় চালু করা যেতে পারে। এই পুনঃসূচনা ভারত ও চিনের যোগাযোগকে আরও সহজতর করবে। সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ও চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর বিমান চলাচল পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি জানিয়েছিলেন, ' মোদি এবং জিনপিং উভয়েই দেশের দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নিয়েছেন। ভারত এবং চিন উভয়ই স্বীকার করেছে যে তাদের মূল লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন, তারা অংশীদার, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। দুই দেশের স্থিতিশীল এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ২.৮ বিলিয়ন মানুষের স্বার্থে।'' ২০২০ সালের গোড়ার দিকে কোভিডের সময় দুই দেশের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই বছর জুনে গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষের পর সেই সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে তলানিতে ঠেলে দেয়। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভারত গত মাসে চিনা নাগরিকদের ভিসা প্রদান পুনরায় শুরু করেছে। ২৬ অক্টোবর থেকে কলকাতা এবং গুয়াংজুর (CAN) মধ্যে প্রতিদিনের নন-স্টপ ফ্লাইট পুনরায় চালু হবে। শীঘ্রই দিল্লি এবং গুয়াংজুর মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইন্ডিগোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পিটার এলবার্স বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ এবং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি দু-টি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।

ডি বিয়ার্স গ্রুপের হীরার গহনার ব্র্যান্ড তাদের প্রথম গ্লোবাল ফ্ল্যাগশিপ স্টোর নয়াদিল্লিতে

কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ দিল্লি আজ যেন নতুন আভায় ঝলমল করল, যখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় হীরা প্রতিষ্ঠান ডি বিয়ার্স গ্রুপ নিয়ে এল তাদের গর্বের পরিচয় - Forevermark Diamond Jewellery। আনুষ্ঠানিকভাবে গহনার ব্র্যান্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নয়াদিল্লিতে উদ্বোধন হলো ব্র্যান্ডের প্রথম ফ্ল্যাগশিপ স্টোর। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভারত হয়ে উঠল Forevermark -এর প্রধান গন্তব্য ও স্বপ্নপূরণের বাজার। নয়াদিল্লির ফ্ল্যাগশিপ স্টোরের উদ্বোধনটি Forevermark -এর যাত্রাপথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হলো-যেখানে বিশ্বজনীন ঐতিহ্য, আধুনিক নকশার অনুভূতি এবং সূক্ষ্ম বিলাসিতার দর্শন মিলিত হয়েছে বিচক্ষণ ন্যাচারেল হীরার অনুরাগীদের জন্য। রাজধানীর ঝলমলে দুই দিনের উৎসবে Forevermark উন্মোচন করল তাদের সমসাময়িক সংগ্রহ ও সাহসী নতুন ভিশন - শহরের রুচিশীল অভিজাত, ফ্যাশন আইকন ও গহনা অনুরাগীদের জন্য। Forevermark Diamond Jewellery -র নতুন অবস্থানকে জীবন্ত করে তোলা হলো সংগীত, শিল্প, ফ্যাশন ও বিলাসবহুল গল্প বলার এক মনোনিবেশিত যাত্রার মাধ্যমে। অতিথিরা প্রবেশ করলেন মনোমুগ্ধকর হীরার অভিজ্ঞতায়, যেখানে ফুটে উঠল ব্র্যান্ডের স্বাতন্ত্র্য ও হীরার অপূর্ব সৌন্দর্য। মঞ্চে ডি বিয়ার্স গ্রুপের ব্র্যান্ডস অ্যান্ড ডায়মন্ড ডিজায়ারেবিলিটির সিইও সান্দ্রিন কঁসেইয়ে এবং ডি বিয়ার্স গ্রুপের গ্লোবাল সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও Forevermark -এর সিইও শ্বেতা হরিত (Shweta Harit) উন্মোচন করলেন ব্র্যান্ডের নতুন দর্শন-যা নারীর বহুমাত্রিক সত্ত্বাকে প্রতিফলিত করে এবং তাকে উদ্বুদ্ধ করে হীরাকে শুধু অলঙ্কার নয়, বরং জীবনের ক্রমবর্ধমান যাত্রায় এক বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে দেখার জন্য। অতিথিরা উপভোগ করলেন প্রতিভাবান সাবা আজাদ দ্বারা সজীব করা ব্র্যান্ডের ম্যানিফেস্টোর আত্মারস্পর্শী পরিবেশনা। এর পর আয়োজন করা হলো Forevermark -এর হাই জুয়েলারি লাইন প্রদর্শনের মনোমুগ্ধকর রানওয়ে শো, যেখানে ভারতের শীর্ষ মডেলরা সিতার মায়েস্ত্রো অনুশ্‌কা শঙ্করের সুরে র‍্যাম্পে চললেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হলো এক ঝলমলে মুহূর্তে, যখন বহুমুখী উদ্যোক্তা মীরা কাপুর ব্র্যান্ডের আধুনিক স্বাতন্ত্র্যের দর্শনকে ধারণ করে কেন্দ্রবিন্দুতে উঠলেন এবং শোস্টপার হিসেবে প্রথম ফ্ল্যাগশিপ স্টোরের শুভ উদ্বোধন পরের সকালে করলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্বেতা হরিত এবং বললেন, Forevermark Diamond Jewellery ভারতের মাটিতে এমন একটি জাদুকরী উদযাপনের সঙ্গে উদ্বোধন করা সত্যিই বিশেষ অভিজ্ঞতা। আমাদের দর্শন, 'One's For Me', নারীদের নিজেরাই উদ্‌যাপন করার গল্প-তাদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের পছন্দ, তাদের ক্রমবর্ধমান যাত্রার জন্য। হীরার প্রতি গভীর প্রেম এবং আধুনিক চেতনা সম্পন্ন ভারত এই অধ্যায় শুরু করার জন্য নিখুঁত স্থান। আমাদের নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্টোর এবং সংগ্রহের মাধ্যমে, আমরা চাই প্রতিটি নারী খুঁজে পান এমন একটি গহনা যা তার জন্য ব্যক্তিগত, অর্থবহ এবং একেবারে তার নিজের। সান্দ্রিন কঁসেইয়ে আরও যোগ করলেন, ভারত সবসময়ই বিশ্ব হীরার কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে, এবং এই উদ্বোধনের সঙ্গে আমরা একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন অধ্যায় শুরু করছি। Forevermark Diamond Jewellery মানে হলো চিরন্তন সৌন্দর্য, আধুনিক শিল্পকলা, এবং সর্বোপরি, নারীদের সম্পূর্ণ প্রতিভা ও উজ্জ্বলতা উদ্‌যাপন করা। নয়াদিল্লির সাউথ এক্সটেনশন ১-এ অবস্থিত নতুন ফ্ল্যাগশিপ Forevermark স্টোরটি একটি বিলাসবহুল খুচরা অভিজ্ঞতা অফার করে, যা একেবারেই অনন্য-একটি এমন স্থান যেখানে প্রতিটি ভিজিটই যেন একটি বিশেষ মুহূর্ত। উষ্ণতা এবং আধুনিকতার মিশ্রণে সাজানো এই স্টোরে আন্তর্জাতিক নকশা আর চিরন্তন আভিজাত্য মিলিত হয়েছে, যেখানে প্রতিটি স্পর্শে নারীর স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মপ্রকাশ উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিটি সংগ্রহে ফুটে উঠেছে ব্র্যান্ডের শিল্পকলা ও কারুশিল্পের দারুণ সৃজনশীলতা, যা অনুপ্রাণিত করে, উজ্জীবিত করে এবং জীবনের অর্থপূর্ণ মুহূর্তগুলোকে স্মরণীয় করে তোলে। স্টোর অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করতে Forevermark তাদের নতুন রিফ্রেশড ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মও উন্মোচন করল, যা আধুনিক বিলাসবহুল ক্রেতাদের জন্য একসঙ্গে সহজ ও মনোমুগ্ধকর ডিজিটাল যাত্রা প্রদান করে। নতুন রিফ্রেশড পরিচয় ও ঝলমলে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে, Forevermark Diamond Jewellery ভারতের জন্য সূচনা করল এক নতুন, ঝলমলে যাত্রার-একটি যাত্রা যা নারীদের, তাদের গল্প এবং তাদের উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করা বহুমুখী দিকগুলো উদযাপন করে।

আগ্রায় গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় মৃত ৩

আগ্রা, ৩ অক্টোবর ঃ উত্তর প্রদেশের আগ্রায় গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। শুক্রবার আগ্রার খায়রাগ। গ্রামে দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের সময় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে ডিসিপি অতুল শর্মা বলেন, ডুঙ্গারপুর গ্রামটি খয়রাগড় থানার অন্তর্গত। কাছেই উঘগান নদীর উপর একটি সেতু তৈরি করা হয়েছিল প্রতিমা বিসর্জনের জন্য। কিছু ব্যক্তি নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু তাদের থামানো হয়েছিল। তারা জানিয়েছিলেন, তারা রাজস্থানে যাচ্ছেন। পরিবর্তে, তারা কিছুটা দূরে গিয়ে একটি অপ্রচলিত স্থানে প্রতিমা বিসর্জন করেন। এই এলাকায় প্রায় ১০-১১ জন ছেলে ডুবে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আমরা তাদের মধ্যে তিনজনকে উদ্ধার করেছি, যাদের মধ্যে একজনকে সফলভাবে বাঁচানো হয়েছে এবং আরও তিনজন হাসপাতালে মারা গেছেন। বাকি উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে।

কারফিউ শিথিল হতেই ছন্দে ফিরছে লেহ

লাদাখ ও নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ কারফিউ শিথিল হতেই ছন্দে ফিরছে লেহ। দৈনন্দিন কাজে ফিরছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত বাজার খোলা থাকছে। হিংসাত্মক ঘটনা ভুলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে লেহ। এখনও নিরাপত্তা বাহিনীর টহল চলছে। এদিকে, বিশিষ্ট জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো তাঁর স্বামীর মুক্তি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। লাদাখে হিংসাত্মক বিক্ষোভে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে সোনম ওয়াংচুককে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের আওতায় আটক করে রাজস্থানের যোধপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। লেহের হিংসার পর ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের (এনএসএ) আওতায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে চারজন নিহত এবং ৮০ জন আহত হয়েছিল।

হিমাচলে তুষার চিতার সংখ্যায় বৃদ্ধি, গবেষণায় স্পষ্ট

শিমলা, ৩ অক্টোবর ঃ সাম্প্রতিক কয়েক বছরে হিমাচল প্রদেশে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তুষার চিতার সংখ্যা। বেঙ্গালুরুর প্রকৃতি সংরক্ষণ ফাউন্ডেশন (এনসিএফ)-এর সহযোগিতায় হিমাচল প্রদেশ বন্যপ্রাণী শাখার পরিচালিত একটি গবেষণা অনুসারে, ২০২১ সালে যেখানে তুষার চিতার সংখ্যা ছিল ৫১, তা বেড়ে ৮৩-এ দাঁড়িয়েছে। প্রায় ২৬,১১২ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই গবেষণা চালানো হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, তুষার চিতার সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। তুষার চিতার এই সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তিদায়ক। এই মুহূর্তে হিমাচল প্রদেশে মোট তুষার চিতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৩।

পূর্ণিয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনা, কাটা পড়ে ৪ জনের মৃত্যু, আহত এক শিশু

পূর্ণিয়া, ৩ অক্টোবর ঃ বিহারের পূর্ণিয়ায় এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে।ঘটনাটি ঘটেছে , শুক্রবার সকালে কাটিহার-জোগবনি রেললাইনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ৪ জন। এক শিশু গুরুতর আহত অবস্থায় পূর্ণিয়ার জিএমসিএইচ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় তাঁরা দশেরা মেলা দেখে ফিরছিলেন। জওয়ানপুর থেকে দানাপুরগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস জওয়ানপুরের কাছে পৌঁছানোর সময় ট্রেনের ধাক্কায় কাটা পড়ে মৃত্যু হয় ৪ জনের। দুর্ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ও আরপিএফ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। রেলের পূর্ণিয়া ডিভিশনের ডিআরএম মুন্না কুমার সংবাদমাধ্যমে বলেন, শুক্রবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যবনপুর ক্রসিং পার করছিল। তখনই ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। উল্লেখ্য, যোগবানি-পাটলিপুত্র বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি গত ১৫ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

জাপানের ভূমি, অবকাঠামো, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এইচ.ই. হিরোমাসা নাকানো আজ সুরাট বিমানবন্দরে পৌঁছান এবং ঐতিহ্যবাহী গরবা অভ্যর্থনা পান। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, এইচ.ই. হিরোমাসা নাকানোর সাথে সুরাট হাই-স্পিড রেল (এইচএসআর) নির্মাণ স্থান পরিদর্শন করেন। অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রকল্পের মূল উপাদানগুলি পর্যালোচনা করেন, যার মধ্যে রয়েছে ট্র্যাক স্ল্যাব স্থাপনের গাড়ি এবং ট্র্যাক স্ল্যাব সমন্বয় সুবিধা। উভয় মন্ত্রীই মানসম্মত মান অনুসরণের বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং নির্মাণের দ্রুত গতির প্রশংসা করেন। এই সফর ভারতের প্রথম হাই-স্পিড রেল করিডোর বাস্তবায়নে ভারত ও জাপানের মধ্যে দৃঢ় সহযোগিতার প্রতিফলন ঘটায়।

রাজধানী এক্সপ্রেসে মিজোরামের রাজধানী যাওয়ার চাহিদা তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ মিজোরামে ভৈরবী-সাইরাং রেললাইন চালু হওয়ার পর এবং নাগাল্যান্ডের মলভোম থেকে পণ্যবহনকারী রেল পরিষেবা শুরু হওয়ার পর রেলওয়ে যাত্রী এবং পণ্যবাহী গ্রাহক উভয়ের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেয়েছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, যাত্রী এবং পণ্যবাহী পরিষেবা উভয়ই উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখিয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর সাইরাং থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়ার পর থেকে, যাত্রীদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পাওয়া গেছে। বেশ কয়েকটি ট্রেন

পূর্ণ যাত্রীর চেয়ে অনেক বেশি যাত্রী ধারণক্ষমতা অর্জন করেছে। ট্রেন নম্বর ২০৫০৭ ১৬২.৫ শতাংশ যাত্রী ধারণক্ষমতা অর্জন করেছে, যেখানে এর ফিরতি পরিষেবা, ট্রেন নম্বর ২০৫০৮ রাজধানী এক্সপ্রেস ১৫৮.৩ শতাংশ যাত্রী ধারণক্ষমতা অর্জন করেছে। গুয়াহাটিগামী পরিষেবাগুলিতেও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। নতুন চালু হওয়া কলকাতা পরিষেবাগুলিতেও চমকার সাড়া পাওয়া গেছে। এই প্রবণতাগুলি স্পষ্টভাবে মিজোরামে এবং মিজোরাম থেকে সরাসরি এবং নির্ভরযোগ্য রেল সংযোগের জোরাল চাহিদা প্রতিফলিত করে। মালবাহী ফ্রন্টে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সাইরাং স্টেশনে মোট আটটি রেক খালাস করা হয়েছিল। প্রথম রেকটি ১৪ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির কাছে টেটেলিয়ার স্টার সিমেন্ট সাইডিং থেকে ২১টি ওয়াগন সিমেন্ট নিয়ে এসেছিল। এরপর তিনটি রেক পাথরের টুকরো, একটি রেক অটোমোবাইল, একটি রেক আরএমসি এবং একটি রেক বালি ভৈরবী থেকে আনা হয়েছিল। সাইরাং থেকে প্রথম পার্সেল চালানটিও ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বুক করা হয়েছিল। নাগাল্যান্ডের মলভোম স্টেশনও ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে মালবাহী কার্যক্রমে প্রবেশ করেছে। তেলেঙ্গানা থেকে ৪১টি ওয়াগন সিমেন্ট নিয়ে গঠিত প্রথম অভ্যন্তরীন রেকটি ২৪ সেপ্টেম্বর মলভোমে সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। এরপর ২৯ সেপ্টেম্বর প্রথম বহির্গামী রেল চালানো হয়, যেখানে ৪২ টি ওয়াগন পাথরের টুকরো মলভোম থেকে জিরানিয়া পর্যন্ত লোড করা হয়। যাত্রী ও মালবাহী উভয় পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদাই প্রমাণ করে যে রেল যোগাযোগ কীভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জীবনকে বদলে দিচ্ছে।

গাড়ির ধাক্কায় ২ মৃত, ১৪ আহত

ভোপাল, ৩ অক্টোবর ঃ মধ্যপ্রদেশের পন্নায় দশেরা উৎসবে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে, পবই থানার অন্তর্গত মহেন্দ্রা রোডের খমরিয়া মোড়ে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দ্রুতগামী একটি বলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিসর্জনের ভিড়ে ঢুকে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়, আহত হন আরও ১৪ জন। গুরুতর আহতদের কাটনি ও জবলপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, বলেরোটি প্রথমে একটি বাইককে ধাক্কা মারে, এরপর সোজা বিসর্জনের ভিড়ে ঢুকে পড়ে। এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। মৃতদের মধ্যে পরশোত্তম প্যাটেল (৩৮) ও রাকেশ প্যাটেল (৩৫) রয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত গাড়িচালক দেবরাজ সিংকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

Change of Name

I, Sushanta Majumdar (Old Name) S/o Pulin Bihari Majumdar Residing at South Helencha, P.o - Helencha Colany, P.s - Bagdah, District - North 24 Parganas, Pin - 743270 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sushanta Kumar Majumdar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-09-2025. Sushanta Majumdar (Old Name) and Sushanta Kumar Majumdar (New Name) both are same and one identical person.

Change of Name

I, Sk Alep S/o Late Sk Abdul Khalek Residing at Vill - Badhia, P.o - Mirgoda, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin- 721446, West Bengal India that my deceased father who previously known as Sekh Abdul Khalek (Old Name) shall henceforth be known as Sk Abdul Khalek (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 26/09/2025. I declare that my deceased father Sekh Abdul Khalek (Old Name) and Sk Abdul Khalek (New Name) is same and one identical person.

Change of Name

I Chhaya Rani Reja W/O - Asoke Kumar Reja residing, at vill - Maminpur, P.o - Naisarai, P.S - Arambagh, Dist - Hooghly Pin No 712602 W.B, Do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Chhaya Rani Reja instead of Smt. Chhaya Reja vide an affidavit sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Arambagh court on 11/12/2020 Chhaya Rani Reja and smt. Chhaya Reja both are same and one Identical Person.

Change of Name

I, Sekh Alep (Old Name) S/o Late Sk Abdul Khalek Residing at Vill - Badhia, P.o - Mirgoda, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721446 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Alep (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-09-2025. Sekh Alep (Old Name) and Sk Alep (New Name) both are same and one identical person.

Change of Name

I, Firdousi Begum (old name) wife of Sk Sayed Ali, residing at Vill: Shyamsundarchak, PO-Santoshpur, PS- Uluberia, Dist: Howrah, Pin: 711310, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Firadausi Begam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/09/2025. Firdousi Begum and Sekh Firadausi Begam both are same and one identical person.

Change of Name

I, Trisita Podder (Old Name) S/o Shyamajit Podder Residing at Swami Vivekananda Road, Barasat, P.o - Barasat, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Trishita Podder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-09-2025. Trisita Podder (Old Name) and Trishita Podder (New Name) both are same and one identical person.

Change of Name

I Ishrat Banu (Old Name) wife of Alimuddin residing at Vill-60/1, Jolapara Majid Lane, Howrah Municipal Corporation, Howrah, Pin: 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ishrat Bano (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 23/09/2025. Ishrat Banu (Old Name) and Ishrat Bano (New Name) both are same and identical person.

Change of Name

I, Ashoke Roy (Old Name) S/o Tarak Chandra Ray Residing at Babupara, P.o - Gobardanga, District - North 24 Parganas, Pin - 743252, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Ashoke Ray (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 26-09-2025. Ashoke Roy (Old Name) and Ashoke Ray (New Name) both are same and one identical person.

Change of Name

I, Sabbat Ali Sanpui (Old Name) S/o Hayat Ali Sanpui Residing at Vill+ P.o - Hatisala, P.s - Polerhat, District - South 24 Parganas, Pin - 700135 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Chhabbat Ali Sanpui (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-09-2025. Sabbat Ali Sanpui (Old Name) and Chhabbat Ali Sanpui (New Name) both are same and one identical person.

Change of Name

I, Sudeshna Ray (Old Name) D/o Ashoke Ray Residing at Babupara, P.o - Gobardanga, District - North 24 Parganas, Pin - 743252, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Sudeshna Roy (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 26-09-2025. Sudeshna Ray (Old Name) and Sudeshna Roy (New Name) both are same and one identical person.

মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে মৃত মহিলা, নিখোঁজ নাবালক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩ অক্টোবর ঃ বাড়িতে মজুত করে রাখা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার অন্তর্গত কামুরদিয়ার-ঘাটপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই মহিলার নাম ছিদ্দতন খাতুন (৪০)। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই মহিলাকে ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন,' ঘোড়ামারা পঞ্চায়েত এলাকায় একটি বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ডোমকল থানার অফিসাররা সেখানে গিয়ে একজন মহিলাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু সেখানেই তার মৃত্যু হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওই মহিলার বাড়ির পেছন দিকের একটি উঠোনে গোপনে বোমা মজুত করে রাখা হয়েছিল।' ডোমকল থানার পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে ওই মহিলার স্বামী গফুর মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।' স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন, বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকে ওই মহিলার ছিদ্দতনের বছর পাঁচেকের ছেলের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের অনুমান বোমা বিস্ফোরণের সময় ছিদ্দতনের খুব কাছেই ছিল ওই নাবালক। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সেও গুরুতর আহত হয়েছেন বলে গ্রামবাসীদের দাবি। তবে পুলিশ আসার আগেই তাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে একাধিক গ্রামবাসী দাবি করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গফুর মন্ডলের দ্বিতীয় পক্ষে স্ত্রী ছিদ্দতন খাতুন। গফুরের প্রথম পক্ষে স্ত্রী মারা যাওয়ার কয়েক বছর পর ছিদ্দতনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। গফুরের প্রথম পক্ষের ছেলে গিয়াস মন্ডল বছরখানেক আগে পর্যন্ত কেরালায় পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহের কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করতেন। বছর তিনেক আগে গিয়াস কেরালা থেকে স্থায়ীভাবে ডোমকলে ফিরে এসে জমি জায়গা কেনা-বেচার কাজ শুরু করে। জমি জায়গা বিক্রির এই ব্যবসায় তার সঙ্গে বাস্তুল মণ্ডল নামে স্থানীয় পঞ্চায়েতের এক সদস্যও জড়িয়ে রয়েছেন বলে এলাকাবাসীর বক্তব্য। গিয়াস নিজেও একটি রাজনৈতিক দলের বুথ সভাপতি পদে রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কেরালা থেকে কাজ করে পাওয়া টাকা জমিয়ে গিয়াস মন্ডল নদীয়ার তেহট্ট থানা এলাকার বাসিন্দা জার্জিস শেখ নামে এক জমি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে জমি কিনেছিল। কিন্তু সেই জমির কাগজপত্র ঠিক না থাকায় জমি বিক্রিকে কেন্দ্র করে সমস্যায় পড়ছিল গিয়াস মন্ডল। সম্প্রতি জমি জায়গাকে কেন্দ্র করে নদীয়ার জার্জিসের সঙ্গে ডোমকলের গিয়াস এবং বাস্তুলের বড়সড়ো গন্ডগোলের ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মারামারির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে নদীয়ার তেহট্ট থানায় গিয়াস এবং বাস্তুলের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই দুই ব্যক্তি সম্প্রতি নদীয়ার জার্জিসকে খুন করার পরিকল্পনা করছিল। সেই উদ্দেশ্যে গিয়াস নিজের বাড়ির পেছনে একটি ঘরের মধ্যে বিপুল পরিমাণে বোমা মজুত করে রেখেছিল। নাম না প্রকাশের শর্তে গিয়াসের এক প্রতিবেশী বলেন, গফুর অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তি। সে চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাদের পলু পোকা থেকে সুতো তৈরির ব্যবসাও রয়েছে। কয়েকজন গ্রামবাসী বলেন, বর্ষার কারণে এখন পলু পোকা থেকে সুতো তৈরির কারবার বন্ধ থাকায়,গফুর সুতো তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম একটি ঘরে মজুত করে রেখেছিল। সূত্রের খবর, কাউকে কিছু না জানিয়ে গিয়াস এবং বাস্তুল সেই ঘরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বোমা একটি প্লাস্টিকের পাত্রের মধ্যে মজুত করে রেখেছিল। শুক্রবার দুপুর নাগাদ ছিদ্দতন নিজের ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে ওই ঘরে যান এবং ঘরে থাকা কিছু জিনিস সরানোর পর প্লাস্টিকের পাত্রটি জোরে টেনে বার করতে যান। সেই সময় ওই জারিকেনের মধ্যে থাকা সমস্ত বোমা একসঙ্গে ফেটে যায়। বোম বিস্ফোরণের ঘটনার পর ডোমকল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে।

অসহায় বৃদ্ধাদের প্রণাম ও মিষ্টি মুখ করিয়ে বিজয়া সারলেন বিধায়ক

দেবাশিষ কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৩ অক্টোবর ঃ অসহায় বৃদ্ধাদের প্রণাম ও মিষ্টিমুখ করিয়ে বিজয়া সারলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা। শুক্রবার দুপুরে নবদ্বীপ পৌরসভা ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পোড়াঘাট ভজনাশ্রমে

সমাজের সব থেকে ব্রাত্য অসহায় প্রায় সাড়ে সাতশো অসতিপর বৃদ্ধাদের প্রণাম সেরেই ক্ষান্ত থাকেননি নবদ্বীপের বিধায়ক। প্রত্যেকের হাতে একটি করে মিষ্টির প্লেট, শাড়ি ও নগদ একশো টাকাও তুলে দেওয়া হল বিধায়কের পক্ষ থেকে। একাদশীর পূর্ব লগ্নে বিধায়কের কাছ থেকে এহেন সম্মান পেয়ে যারপরনাই খুশি। সেইসব বৃদ্ধারা যারা আজ শুধু সমাজই নয়, পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন। যাদের সাতকুলে কেউ নেই কিংবা পরিবার থাকতেও ছেলেমেয়েরা দেখে না। যারা শহরের কোনও এক মন্দিরের ছোট্ট কোনায় পড়ে থাকেন। যাদের দিন গুজরান হয় কোনও এক মন্দিরের প্রসাদ পেয়ে কিংবা ভজনাশ্রমে ভজন সাধন করে। বিধায়কের কাছে প্রণাম ও প্রণামী পেয়ে আপ্লুত বছর আশির কালী দাসি দাস। কালীদাসি দাস জানালেন, সাতকুলে তার কেউ নেই। পরিবার বলতে তিনি একাই। স্বামী ও একমাত্র ছেলে বহু বছর আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। বর্তমানে তার জীবনধারণ হয় ভজন সাধন করে। বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা বলেন, প্রতিবছর এই দিনটির জন্য অপেক্ষায় থাকি। তিনি আরও বলেন, শারদ উৎসব সকলের। তাই এইসব অসহায় বৃদ্ধা মায়েদের নিয়ে বিজয়ার প্রণাম সাড়া একটা বড় পাওনা। অসহায় মলিন বৃদ্ধা মায়েদের মুখে একটু হাসি ফোটানোই বিজয়ার মূল উদ্দেশ্য। এদিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পৌরপ্রশাসক বিমান কৃষ্ণ সাহা, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বরুনাশীষ সরকার, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তাপস ঘোষ, বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম সহ প্রশাসক বোর্ডের সদস্য প্রমুখ।

দুর্গাপুজার প্লাটফর্মকে ব্যবহার করে পুলিশের সাইবার সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নববারাকপুর, ৩ অক্টোবর ঃ বাঙালির শ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তম উৎসব হল দুর্গাপূজা। এমন কোন বাঙালি নেই যে দুর্গোসবে মেতে ওঠে না। বাংলার মননে, কৃষ্টিতে মিশে গেছে দেবী আবাহনী। নব বারাকপুর থানার পক্ষ থেকে এবারে দুর্গাপূজাতে এলাকার বড় বড় মণ্ডপগুলিতে মানুষের ঢল নেমেছিল। সেখানে থানার পক্ষ থেকে সপ্তমী অষ্টমীতে সচেতনতার প্রচার চালানো হয়। নব বারাকপুর থানার আইসির নির্দেশ মতো পুলিশ আধিকারিকেরা মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে সাইবার সচেতনতার প্রাথমিক শর্তগুলো মানুষের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। শর্তগুলো মোটামুটি হল (১) কোন ওটিপি কাউকে শেয়ার করা যাবে না। (২) ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয়ে কারোর কথায় নিজের তথ্য বা অর্থ কাউকে দেওয়া যাবে না। (৩) পুলিশ, আর্মি, ডাক্তার, ব্যঙ্ক কর্মী ইত্যাদির পরিচয় দিয়ে কেউ তথ্য জানতে চাইলে তাকে কোন গোপন তথ্য শেযার করা যাবে না। (৪) অজানা অ্যাপ অথবা অচেনা লিঙ্ক থেকে দূরে থাকুন। (৫) যে কোন সাইবার সহায়তার জন্য ১৯৩০ তে কল করুন অথবা স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করুন। (৬) মোবাইল টাওয়ার বসানোর প্রলোভন দেখিয়ে কেউ টাকা চাইলে টাকা দেবেন না। (৭) অনলাইনে কোন লোন নেবেন না বা কোনরকম ইনভেস্টমেন্ট করবেন না। (৮) কোন ব্যক্তিগত মূহুর্তের ছবি বা ভিডিও অনলাইনে শেয়ার করবেন না। থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান দিন দিন বাড়ছে সাইবার অপরাধীর সংখ্যা। দরকার সচেতনতা বৃদ্ধি। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নির্দেশিত পথে নববারাকপুর থানার পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম দুর্গাপূজোর বিভিন্ন মন্ডপের মঞ্চে শব্দ প্রেক্ষপনে সাইবার সচেতনতা অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হল।

বাজারে শোলার কদম ফুলের চাহিদা তুঙ্গে, হাসি ফুটেছে বিক্রেতারাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩ অক্টোবর ঃ শারদোৎসব শেষের দিকে এগোতেই বাজারে শোলার কদম ফুলের চাহিদা তুঙ্গে! কিন্তু কেন প্রয়োজন হয় এই কদম ফুলের? দশমীর দিন বাড়ির দরজায় কদম ফুল লাগানোর রীতি বহু যুগের। শোলার তৈরি কদম ফুল এখনও সেই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছে। শহরের হাটবাজারে ভিড় বাড়ছে কদম ফুল কিনতে আসা মানুষজনের। বিক্রি ভাল হলেও বিক্রেতাদের আক্ষেপ খাটুনি থেকে দাম অনেক কম! স্বীকার করছেন খোদ ক্রেতারাও। বিক্রেতাদের একাংশের কথায়, কদম ফুল তৈরিতে সময় ও শ্রম প্রচুর লাগে। একেকটি ফুল গড়তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাটতে হয় শিল্পীদের। অথচ বাজারদর ডজন প্রতি মাত্র ৫০ থেকে ৬০ টাকা, যা বিক্রেতাদের কাছে অনেকটাই কম। বিক্রেতারা বলছেন, সামান্য কিছু আয়ের আশায় তারা এই ফুল বিক্রি করছেন। তবুও লাভের তুলনায় খাটুনিই বেশি। ক্রেতারাও স্বীকার করছেন-এই শিল্পের প্রকৃত মূল্য বাজারে ধরা পড়ে না। বাজারে শুধু কদমই নয়, লাল-সাদা -সহ নানা রঙের শোলার ফুলের সমাহার। দশমীর আগে বাজারে ঢুকলেই চোখে পড়ছে সারি সারি ঝুড়ি ভরা শোলার ফুল। সাজসজ্জার জন্য এই ফুলের আলাদা চাহিদা রয়েছে। অর্থনৈতিক চাপ থাকলেও বিক্রেতাদের মুখে আনন্দের ছাপ স্পষ্ট। কারণ, এই ফুলেই উৎসবের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। খাটনি যতই হোক, উৎসবের অংশ হতে পারার তৃপ্তিই তাদের কাছে বড় প্রাপ্তি।

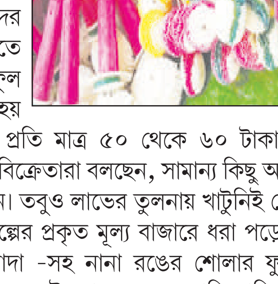

বিজয়া দশমীতে কাশীতে কবি সুদীপ চন্দ্র হালদারের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাশী, ৩ অক্টোবর ঃ বিজয়া দশমীর উৎসবের আনন্দ সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে উদীয়মান কবি ও গবেষক সুদীপ চন্দ্র হালদারের উদ্যোগে কাশীতে আয়োজিত হলো এক মানবিক খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি। এই আয়োজনে প্রায় দুই শতাধিক মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সহকারী অধ্যাপক ড. ববিতা বেরবেরিয়া। ডক্টর ববিতা বলেন, সমাজে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মৌলিক অধিকার সকলের প্রাপ্য। বিজয়া দশমীর দিনে কেউ ভরপেট খাবে, আর কেউ না খেয়ে থাকবে-তা কখনোই কাম্য নয়। এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে। কবি সুদীপ চন্দ্র হালদার বলেন, মানুষের আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে হলে তার মৌলিক চাহিদা পূরণ আবশ্যক। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ধর্মের বাণী অর্থহীন। স্বামীজির ভাষায়, 'ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে না পারো, তবে কিসের ধর্ম!' বিজয়া দশমীর এই দিনে তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস-যেন কেউ অনাহারে না থাকে। তিনি আরও বলেন, ভগবানের উপাসনার পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টির সেবা করাও এক ধরণের পূজা। তিনি উপস্থিত সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান। এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-উর্বি দুবে, সৃষ্টি যাদব, দীপাঞ্জনা চৌধুরী, যশবর্ধন শুক্লা, ভিয়োম শুক্লা, সত্যম রাজ কাশ্যব, শিবু কালাই এবং স্থানীয় থানার পুলিশ কনস্টেবল অরবিন্দ যাদব প্রমুখ।

দু ঃস্থ ও রেল যাত্রীদের ত্রাতা সেখ আক্তার

অভিজিত হাজরা, বাগনান, ৩ অক্টোবর ঃ যিনি কোনো সেলিব্রেটি নন। নন কোনো পদস্থ আধিকারিক। চাকুরীজীবিও নন। মধ্যবিত্ত ও নন। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের মানুষ। তবু ও তিনি সেলিব্রেটি বাগনান - এর রেলযাত্রী থেকে দু ঃস্থ, অসহায়দের কাছে। তাকে সেলিব্রেটি করেছে তার নিরন্তর সমাজসেবা। বাগনান বাসস্ট্যান্ড থেকে রেল স্টেশনের সবাই তাকে চেনে । রেল যাত্রী থেকে অসহায় দুঃস্থদের তিনি ত্রাতা ও দেবদূত। নাম তার সেখ আক্তার আলি। আজ থেকে বিগত ২০ বছর আগে তাঁর পরিচয় ছিল মালবাহক হিসাবে। গ্রাম কথায় যাকে বলে মুটে। সেই সময় তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ - পূর্ব রেলের হাওড়া খড়্গাপুর শাখার বাগনান স্টেশন। দক্ষিণ - পূর্ব রেলের হাওড়া খড়্গাপুর শাখার বাগনান একটি জনবহুল গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। বাগনান স্টেশনে সমস্ত লোকাল ট্রেন এর পাশাপাশি কয়েকটি এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়ায়। এই ট্রেন গুলি থেকে হাজার হাজার যাত্রী উঠানামা করেন। এই সব রেল যাত্রীদের মালপত্র নিয়ে স্টেশন থেকে বাগনান বাসস্ট্যান্ড, কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড, বাগনান কলেজের রাস্তায় মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতেন। সঙ্গে ছিল খোকন, গৌতম ও অন্যান্য মালবাহকেরা। এটাই ছিল তাদের একমাত্র পেশা। বাগনান এবং তার আশেপাশের গ্রাম গুলিতে দূর্গা পুজার নয়া নয়া থিম ও মন্ডপের কারুকাজের জন্য খ্যাতি রয়েছে বাগনানের দূর্গাপুজার মন্ডপ গুলিতে। এই টানে চারদিন ধরে দিনরাত ট্রেনে চেপে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার যাত্রী আসা যাওয়া করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আর পি এফ, জি আর পি - র আধিকারিক থেকে কর্মীরা নিযুক্ত থাকেন। পূজার দিন গুলিতে আক্তার সহ অন্য মালবাহকেরা কাজ করতেন না। কাজের পরিবর্তে তারা বাগনান স্টেশনে দুটি ক্যাম্প খুলে সেই ক্যাম্প গুলি থেকে বিনামূল্যে জল, বাতাসা, দুধ, বিস্কুট, ঔষধ সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করতেন। এতে দর্শনার্থীরা উপকৃত হয়েছেন। ক্যাম্প চালানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। মালবাহকেরা যে সব মানুষের মালবহন করতেন তাদের কাছে তাদের কাজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ নিতেন। আক্তার আলি বলেন, পরবর্তী সময়ে আমি রেলের মালবাহকের কাজ ছেড়ে দিয়ে বাগনান ৫ নং নতুন টিকিট কাউন্টারের পাশে একটি চায়ের দোকান করি। সমাজসেবা মূলক কাজের মানসিকতা কিন্তু থেকেই যায়। আমার সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য সীমিত। তা সত্ত্বেও আমি আমার সমাজ সেবা মূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছি । তিনি বলেন, 'রেলের মালবাহকের কাজ করা কালীন সময়ে দেখেছি রেলযাত্রীরা নানান অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি আর পি এফ, জি আর পি এফ এর আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতাম। এখন ও সেই কাজ করছি। এছাড়াও কোনো যাত্রীর সঙ্গে মোবাইল না থাকা, বা থাকলেও কোনো অসুবিধার কারণে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে আমার কাছে এলে আমি আমার মোবাইল থেকে বিনামূল্যে ফোন করতে সহায়তা করি। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া, তাদের চিকিৎসার জন্য আমার সাধ্য মতো অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করি। কোনো দুঃস্থ পরিবারের কন্যার বিবাহে আর্থিক সহায়তা করে থাকি । সেখ আক্তার বলেন, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবে বাগনানে প্রতিমা দর্শন করার জন্য রেলে , বাসে করে হাজার হাজার যাত্রী আসে। আমি তাদের বিনামূল্যে জল, বাতাসা, বাচ্চাদের জন্য গরম দুধ, বিস্কুট, লজেন্স, সকলের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সহ ঔষধ দিয়ে থাকি সপ্তমীর দিন থেকে দশমী দিন পর্যন্ত দিবারাত্রি । জানা যায়, সেখ আক্তার এই কাজের অর্থের জন্য তার দোকানের প্রতিদিনের আয়ের কিছু অর্থ একটি ভাঁড়ে জমা করে রাখেন। পূজার সময় সেই ভাঁড় ভাঙেন এবং সংগৃহীত অর্থ এই কাজে লাগান। এই কাজের অর্থের জন্য তিনি কারো কাছে সাহায্যের আবেদন করেন না। বাগনান রেল স্টেশনের ৫ নং নতুন টিকিট কাউন্টারের পাশে গিয়ে দেখা গেল আক্তার আলি মানুষের সেবা করছেন। তাঁর এই কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো দর্শনার্থী, রেল ও বাসের যাত্রীরা কেউ জলের বোতল, কেউ দুধের প্যাকেট, বাতাসা, বিস্কুট, লজেন্স, ঔষধ , অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করছেন। পরিবারে অভাব , তা সত্ত্বেও আক্তার আলি নিরলস ভাবে ২০ বসর যাবৎ এই কাজ করে চলেছেন। আগে আক্তার আলি যখন মালবাহকের কাজ করতেন তখন তিনি অন্যান্য মালবাহকদের নিয়ে যৌথ ভাবে এই সমাজ সেবা মূলক কাজ করতেন। বর্তমানে তিনি ১০ বছর ধরে চা দোকানের আয়ে নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর এই কাজে রেলযাত্রী, বাসযাত্রী, সাধারণ দর্শনার্থীরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন এর পাশাপাশি রেলকর্তৃপক্ষ ও উপকৃত হচ্ছেন। এক রেল আধিকারিক সেখ আক্তার আলি - র এই সমাজ সেবা মূলক কাজ প্রসঙ্গে বলেন, ওনার এই সমাজ সেবা মূলক কাজ কোনো ভাবেই অর্থ দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না। ওনার এই সমাজ সেবা মূলক কাজের জন্য আমরা রেল কর্তৃপক্ষ ও ওনার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ি পূজার দিন গুলিতে। দোকানে গিয়ে দেখা গেল আক্তার আলি মানুষের সেবা করার পাশাপাশি মাইকে ঘোষণা করছেন, রেললাইন পারাপার করবেন না। ওভার ব্রিজ ব্যবহার করুন। মহিলা কামরায় কোনো পুরুষ যাত্রী উঠবেন না। প্লাটফর্মে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে আইন নিজের হাতে নেবেন না। সব রকম সহযোগিতার জন্য রেল আধিকারিকদের সাহায্য নিন। আর পি এফ, জি আর পি এফ এর কাছে অভিযোগ জানান। মোবাইল ফোন কানে দিয়ে রেললাইন পার হবেন না। যত্রতত্র খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিক, জলের বোতল, পলিথিন প্যাকেট ফেলবেন না। নিদিষ্ট স্থানে নিদিষ্ট বাক্সে ফেলবেন। বাচ্চাদের হাতে অথবা জামার প্যাকেটে পরিবারের কারোও মোবাইল নাম্বার লেখা কাগজ দিয়ে রাখবেন। মা - বোনেদের প্রতি কোনো কটুক্তি করবেন না। আপনার আনন্দ যেন অপরের নিরানন্দের কারণ না হয়। এইরকম নানান সচেতনতা মূলক বার্তা চারদিন ব্যাপী প্রচার করেছেন।

দেবী চণ্ডীর আরাধনায় মাতল রায়গঞ্জের খাদিমপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়গঞ্জ, ৩ অক্টোবর ঃ বাতাসে বিষাদের সুর। কৈলাস ফিরে গিয়েছেন মা। আবার এক বছরের অপেক্ষা। মনখারাপ সকলের। কিন্তু একেবারে উলটো ছবি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কমলাবাড়ি (২) এর প্রত্যন্ত খাদিমপুর গ্রামের। দশমীতে মন খারাপ হয় না এখানকার বাসিন্দাদের। বরং অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা। কারণ, এই দিনেই যে তাঁরা মেতে ওঠেন চতুর্ভুজা দেবী চণ্ডীর পুজোয়। সকলের কাছে যা পুজোর সমাপ্তি, তাঁদের কাছে সেটাই সূচনা। কয়েক বছর নয়, প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে এই প্রত্যন্ত গ্রামে দশমীর দিন থেকেই দেবীর আরাধনা শুরু হয়! এমনটাই জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মায়ের রূপ এখানে অনেকটাই আলাদা। চতুর্ভুজা দেবীচণ্ডী সিংহের উপর বসে বলাইচণ্ডী রূপে পূজিত হন। তবে মহিষাসুর নেই। তবে দেবীর পাশে লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতীর দেবী স্বমহিমায়। পুজোর শেষে রাতভর দেবী চণ্ডী মন্দির চাতালে ভক্তরা শতাধিক পাঁঠা উৎসর্গ করেন। পুজো একদিনের। তবে পুজো উপলক্ষ্যে মেলা চলবে শনিবার পর্যন্ত। তবে কেন দশমীর দিন পুজো? কেউ কেউ বলেন, কয়েকশো বছর আগে দশমীর দিন এই গ্রামে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঘরবাড়ি তছনছ হয়ে যায়। দুর্যোগে মারা যান বহু মানুষ। অনেক শস্য ফসল নষ্ট হয়। তারপর থেকেই গ্রামের মঙ্গল কামনায় বাসিন্দারা বলাইচণ্ডী পুজো শুরু করেন। একদিনের এই পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জন হয় না। সারাবছর যাতে বাসিন্দারা পূজার্চনা করতে পারেন, সেই জন্য প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না। তবে প্রতিবছর বিশ্বকর্মা পুজোর পরেরদিন দেবীর বিসর্জন হয়। বিসর্জনের পরে মৃৎশিল্পীদের প্রতিমার বরাত দেওয়া হয়। বংশ পরম্পরায় শিল্পীরা এই প্রতিমা গড়েন। ঠাকুরদালানের চাতালে বসে থাকা বৃদ্ধ তাঁরানন্দ বর্মন বলেন, প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে দশমীর সন্ধ্যা থেকে বংশ পরম্পরায় বলাইচণ্ডী পুজোর আয়োজন করা হয়। আচার উপাচার মেনে নিষ্ঠা সহযোগে পুজোর রাতভর হাজার হাজার ভক্তদের ভিড় দেখা যায়। পুজো কমিটির সম্পাদক রবেন বর্মন জানান, দুর্গাপুজোয় নয়, সারা বছর ধরে এই বলাইচণ্ডী পুজোর জন্য সকল বাসিন্দা অপেক্ষা করেন।

নদী পার করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর ঃ শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির খেমচি নদী পার হতে গিয়ে ডুবে এক ব্যক্তির মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙ্গাপুল এলাকায়। নিহত ব্যক্তির নাম চন্দ্র সরকার, নকশালবাড়ির সাউথ স্টেশন পাড়ার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে নকশালবাড়ির রায়পাড়ার ভাঙ্গাপুল এলাকায় খেমচি নদীতে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। শুক্রবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের ধারণা, খেমচি নদী পার হতে গিয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মা দুর্গার সোনার গয়না চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২ সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ অক্টোবর ঃ মালদার গাজোলে এক সার্বজনীন দুর্গাপুজোর শেষের আগেই ঘটল চাঞ্চল্যকর ঘটনা- মা দুর্গার সোনার অলঙ্কার উধাও! তদন্তে জানা গেছে, চুরির সঙ্গে স্থানীয় সিভিক ভলান্টিয়ারদের নাম জড়িত থাকতে পারে। পুজোর আনন্দ ম্লান করে এই চুরির ঘটনায় এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। মণ্ডপের সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গেছে কীভাবে তাঁরা এই কুকীর্তি ঘটিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এখন পুজো মণ্ডপে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হোক বা নিরাপত্তার সূত্রেই হোক, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়ারদেরই দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় সরাসরি যুক্ত থাকা দুই সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় মণ্ডল ও গৌড় মণ্ডল এবং স্থানীয় এক ব্যক্তিকে, নাম অধীর মণ্ডল, গ্রেফতার করা হয়েছে। মালদা থানা সূত্রে জানা গেছে, মোট তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পুজো চলাকালীন প্যান্ডেলে দর্শনার্থীর ভিড় থাকায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। হঠাৎ পুরোহিতমশাই লক্ষ্য করেন, মায়ের মূর্তির কিছু গয়না ও একটি ছোট পুঁটুলি প্যান্ডেল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এরপর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়, এবং গয়না চুরি হওয়ার পুরো দৃশ্য সামনে আসে। স্থানীয়রা জানায়, ওই দুই সিভিক ভলান্টিয়ার থানায় কর্মরত। ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এখন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে, চুরি হওয়া সোনার গয়না কোথায় আছে এবং এই বিষয়ে আরও কারা জড়িত। উল্লেখ্য, এর আগে বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের রাজুর গ্রামের বড়াল পরিবারের দুর্গা মন্দিরেও চুরির ঘটনা ঘটে। মন্দিরের তালা ভেঙে সোনার গহনা এবং কিছু রূপোর গহনা চুরি হয়। ঐ মন্দিরে ৪৮৩ বছর ধরে পুজো পালিত হয়ে আসছে।

বিসর্জন ঘিরে জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাঁট করেছে জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর বিসর্জন ঘিরে জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাঁট করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ। তারই অংশ হিসেবে দুবরাজপুর থানার উদ্যোগে শুক্রবার অভিযান চালিয়ে আটক করা হল এক শব্দদানব ডিজে বক্স। সূত্রের খবর, সিউড়ির কুখুডিহি এলাকা থেকে ওই ডিজে বক্স বিসর্জনের উদ্দেশ্যে বক্রেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুবরাজপুর থানার পুলিশ বক্রেশ্বরের কাছে নাকা চেকিংয়ের মাধ্যমে সেটি আটক করে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে কোনভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ডিজে বক্স বাজিয়ে বিসর্জনের সময় অশান্তি ও শব্দ দূষণের আশঙ্কা ছিল। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনোভাবেই এলাকায় ডিজে বক্স বাজানো যাবে না। সেই নিয়ম কার্যকর করতেই এমন পদক্ষেপ নিল পুলিশ। দুবারাজপুর থানার এক আধিকারিক জানান, আগে থেকেই খবর ছিল যে, বাইরে থেকে ডিজে বক্স এনে এখানে বাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সূত্র ধরে অভিযান চালিয়ে আমরা তা আটক করেছি। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষও। তাঁদের দাবি, উৎসবের আনন্দ যেমন আছে, তেমনই শব্দ দূষণ ও অশান্তি এড়ানোও জরুরি।

নার্সিংহোমের ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ, মৃত্যু মহিলার! গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩ অক্টোবর ঃ নার্সিংহোমের ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হল সদ্যোজাত সন্তানের মায়ের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর কালদিঘি জীবন জ্যোতি নার্সিংহোমের ঘটনা। ঘটনায় নার্সিং হোমের নিরাপত্তা ও চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন মৃতার পরিবারের লোকজন। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গেছে গোটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই সদ্যোজাত সন্তানের মায়ের নাম মামনি মোহন্ত (২৮)। স্বামী বলরাম দে। জানা গেছে, গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের স্টালিন কলোনি এলাকার বাসিন্দা বলরাম দে। গত রবিবার তার স্ত্রীকে প্রসব যন্ত্রণার জন্য গঙ্গারামপুরের কালদিঘি জীবন জ্যোতি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন তিনি। এরপর হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন মামনি। শুক্রবার জীবন জ্যোতি নার্সিংহোমের ব্যালকনি থেকে হঠাৎই ঝাঁপ দেন ওই সদ্যোজাত সন্তানের মা। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পরিবারের লোকজনেরা তাকে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতি ও নিরাপত্তার অভাবে মৃত্যু হয়েছে সদ্যোজাত সন্তানের মায়ের। যদিও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি ফোন ধরেননি। ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায় তদন্ত করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ বালুরঘাটে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

ক্ষনিকের টর্নেডোর ধাক্কায় বিধ্বস্ত চন্দননগরের শান্তির মাঠ এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৩ অক্টোবর ঃ শুক্রবার ভোরের দিকে চন্দননগর থানার নাড়ুয়া শান্তিপাড়া এলাকায় এই ক্ষনিকের টর্নেডোর ধাক্কায় রীতিমতো বিধ্বস্ত হয়ে যায় চন্দননগরের নাড়ুয়া শান্তির মাঠ এলাকা। টর্নেডোয় ওড়ে প্যান্ডেল থেকে বাড়ির চাল। গাছ উপড়ে দীর্ঘক্ষণ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের ঝড়ে তাতেই লন্ডভন্ড সব। পুজো প্যান্ডেল, বাড়ির চাল, গাছের ডাল এমনকি দুটো টোটো রিক্সাও গড়িয়ে গেল পুকুরে। স্থানীয় সূত্রের খবর, ভোরবেলার দিকে দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টি শুরু হয়। হঠাৎ টর্নেডোর মত পাক খাওয়া ঝড় বয়ে যায়। ভেঙে যায় নাড়ুয়া শান্তির মাঠ এলাকার পুজো কমিটির মন্ডপ। আশেপাশে থাকা বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভেঙে পড়ে ইটের দেওয়াল। বাড়ির টিনের চাল উড়ে যায় হাওয়ার দাপটে। বড় বড় আম গাছের ডাল ভেঙে পড়ে বাড়ির উপরে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ভোর বেলার হঠাৎ ঝড়ে সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হযেছে এলাকার মানুষের। তবে কেউ হতাহত হয়নি। নেহাত প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গিয়েছিল শুধু মন্ডপটা দাঁড়িয়ে ছিল। সেটাই ভেঙে পড়ে।

সাড়ম্বরে পালিত দশাই উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ৩ অক্টোবর ঃ বাঙালিদের বিজয়া দশমী উৎসবের সঙ্গেই শুরু হয়েছে গোর্খাদের দশাই উৎসব। ডুয়ার্সের নেপালি সম্প্রদায়ের

মানুষদের ঘরে ঘরে পালিত হচ্ছে দশাই। এই উৎসবটি টিকা উৎসব নামেও পরিচিত। এই উসব মিলিয়ে দেয় প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মকে। দেবী দুর্গার নিরঞ্জনের পর বাঙালিরা পালন করে বিজয়া দশমী উৎসব। নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ পালন করেন দশাই উৎসব। যা অন্যতম বড় উৎসব গোর্খাদের। বাঙালিরা বিজয়া দশমীতে গুরুজনদের প্রণাম জানান, পাশাপাশি মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করা হয়। দশাই উপলক্ষ্যে নেপালি সম্প্রদায়ের প্রতিটি বাড়িতে হয়েছে বিশেষ আয়োজন। বড়রা ছোটোদের কপালে চাল ও সিঁদুরের টিকা পড়িয়ে দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করে। এই বিষয়ে রাজু নেপাল নামের এক ব্যক্তি জানান, এটি আমাদের পুরনো সংস্কৃতি। আমরা গুরুজনদের থেকে টিকা পরি। তারা ভালবেসে যা দেন, তাই গ্রহণ করি। পরিবারের সকলে দূর দূরান্ত থেকে চলে আসেন এই উসব পালন করতে। ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার জেলার গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষরা রয়েছেন, এমন স্থানে পালিত হচ্ছে এই উসব। দলসিংপাড়া, কালচিনি, ভাটপাড়া সর্বত্র এলাকায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে দশাই উৎসব। গোর্খা সংস্কৃতিতে নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে প্রত্যেকটি বাড়ির বড়রা ছোটদের কপালে চাল ও সিঁদুরের টিকা পড়িয়ে দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেন। এই উৎসবটি নেপালিদের জীবনের আধ্যাত্মিক দিক সম্পর্কে চিন্তা করার সময় দেয়। এই উৎসব নব প্রজন্মকে তাঁদের বড়দের সম্মান করার কথা মনে করিয়ে দেয়। টিকা পড়ার আগে উপোস থাকার রীতি রয়েছে। বড়রা ছোটদের টিকা পড়িয়ে উপহার দেন।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Share Certificate(s) Nos. 4467 and 2007 For 200 Equity Shares, bearing Distinctive Numbers 1832084 to 1832133, 4717490 to 4717514, 6757343 to 6757367 and 6801339 to 6801438 respectively, in Pilani Investments and Industries Corporation Ltd. having its registered office at Birla Building , 9/1 , R N Mukherjee Road, Kolkata, West Bengal - 700001 standing in the name(s) of Radhakanta Tripathy has/have been lost and that an application for the issue of duplicate(s) in lieu thereof has been made to the Company. Objections, if any, should be made within 15 days from the date of this publication to the Company's Registrar & Share Transfer Agent - Niche Technologies Pvt. Ltd., 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata — 700 017

The Public are cautioned against dealing in any way with these shares.

Sd/-
Radhakanta Tripathy

hathway
Premium Broadband

DEDICATED TO DELIVER THE BEST CUSTOMER EXPERIENCE
Kolkata Service Area

24X7 CUSTOMER CARE NUMBER
080 65159555
080 44479555
1800 419 3114 (Toll Free)
Email: helpdesk@hathway.net

- For web based complaints, please use following link https://ispselfcare.hathway.net/login
- If you are not satisfied with the redressal of grievance given by customer care then you can appeal before Appellate Authority with your complaint docket number.

Appellate Authority
(Monday to Friday)
Santosh Sonawane
8879798969
Mumappellate@hathway.net

SNIT No-WBIW/EE/KMD/ SNIT-04/2025-26

On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura invites tender for the Electrical works :- 1) Amount Put to Tender Rs: 25.47412.00 (Electrical) Last date of application of tender **08.10.2025 to 16.30 Hrs..** Details information are available from the office of the undersigned and departmental website **www.wbiwd.gov.in and https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-M.Kundu
Executive Engineer
Kangsabati Mechanical Division.
Khatra, Bankura.

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/ ২২_২০২৫/কে/৭৬০, তারিখঃ ২৫-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ ২২_২০২৫, কাজের নামঃ** "জালালগড় (জেএজি)-এ ড্রেনেজ সিস্টেম, গুড়স অফিস, মার্চেন্ট রুমের উন্নয়ন এবং পূর্ণিয়া (পিআরএনএ), রানীপত্র (আরএনএক্স), বাটনাহা (বিটিএফ), জালালগড় (জেএজি)-এ গোডাউনের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৩,২৩,৬২৪/- টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২১,৭০০/-টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২০-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২০-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু বাংলাদেশের

কলম্বো, ৩ অক্টোবর ঃ মহিলা বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বোলিং ও ব্যাটিংয়ে আধিপত্য দেখিয়ে জয় পেল বাংলাদেশ। কলম্বোতে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারাল নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। ১৩০ রান তাড়া করতে নেমে ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৩ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় লাল সবুজরা। দলকে ব। জয় এনে দেওয়ার পথে ৫৪ রানে অপরাজিত ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক ওয়ানডে খেলা রুবাইয়া হায়দার। পাকিস্তানের হয়ে ১টি করে উইকেট নিয়েছেন ফাতিমা সানা, ডায়ানা বাইগ ও রামিন শামীম। পাকিস্তানের হয়ে ৩৯ বলে মোকাবিলায় সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন রামিন শামীম। ৩৩ বলে ২২ রান করেন অধিনায়ক ফাতিমা সানা। বল হাতে নিয়ে টাইগ্রেস বোলারদের ছয় জনের সবাই উইকেট তুলে নেন। ৩.৩ ওভার বল করে ৩ মেডেন দিয়ে মাত্র ৫ রান খরচায় সর্বোচ্চ ৩ উইকেট তুলে নেন স্বর্ণা আক্তার। পাকিস্তানের বিপক্ষে দাপুটে জয়ে ৮ দলের মধ্যে পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে আছে জ্যোতিরা। এবারের আসরে সব দলই একে অপরের মুখোমুখি হবে। আসরে বাকি ৬ ম্যাচ টাইগ্রেসরা খেলবে ভারতের মাটিতে। গ্রুপপর্বের সেরা চার দল টিকিট পাবে সেমিফাইনালের।

২০২৬ বিশ্বকাপের অফিসিয়াল বল, ট্রিওন্ডা উন্মোচন করল ফিফা

নিউ ইয়র্ক , ৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য অফিসিয়াল ম্যাচ বল উন্মোচন করেছে, যেখানে উচ্চ প্রযুক্তির পরিমার্জন এবং নকশার বিবরণ একত্রিত করা হয়েছে, যা তিনটি সহ-আয়োজক দেশ - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা উদযাপন করছে। ট্রিওন্ডা নামের এই বলটি আবার জার্মান নির্মাতা অ্যাডিডাস দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে, যারা ১৯৭০ সালের টুর্নামেন্ট থেকে অফিসিয়াল বিশ্বকাপ বল সরবরাহকারী। বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে বলটি উন্মোচন করার সময় .ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনো বলেন , ট্রিওন্ডা উপহার দিতে পেরে আমি আনন্দিত এবং গর্বিত। তিনটি দেশের আয়োজিত এই বিশ্বকাপে ৪৮টি দল অংশগ্রহণ করবে। এই বিশ্বকাপে লাল, নীল এবং সবুজ রঙের বলের নাম এবং নকশা দল গুলিকে অনুপ্রাণিত করবে।

‘ফিফা ভূরাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না’ ইনফান্তিনো

বিশেষ প্রতিবেদক, ৩ অক্টোবরঃ বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলি দলগুলোকে ফুটবল থেকে বহিস্কারের দাবি ক্রমেই বাড়ছে। তবে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো গতকাল বলেছেন, রাজনৈতিক জটিলতা সমাধান করা ফিফার কাজ নয়। ফুটবলের এই নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে অবশ্যই শান্তি ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইনফান্তিনো। গতবৃহস্পতিবার জুরিখে ফিফার নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ইনফান্তিনো। আগামী সপ্তাহে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই শুরুর আগে এই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচিতে ইসরায়েল ছিল না। দুই বছর ধরে গাজায় চলমান সংঘাতের মধ্যে ইউরোপের ফুটবল কর্তারা ইসরায়েলি দলগুলোর বিপক্ষে সবচেয়ে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গত সোমবার হোয়াইট হাউসে শান্তির প্রস্তাব দেওয়ার পর সেই চাপ কিছুটা কমেছে। ফিফার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইনফান্তিনো তাঁর ৩৭ সদস্যের কাউন্সিলকে বলেছেন, ‘ বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানে শান্তি ও ঐক্য প্রচার করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।’

টানা চারবার, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসরে আফ্রিকার এই দেশ

বিশেষ প্রতিবেদক, ৩ অক্টোবরঃ আগামী বছর ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মাটিতে বসতে চলেছে টি-টোয়েিন্টি বিশ্বকাপ। ১৬তম দল হিসাবে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গেল নামিবিয়া। আফ্রিকা অঞ্চলের কোয়ালিফায়ারের সেমিফাইনালে তানজানিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি।

২০২১, ২০২২ এবং ২০২৪ সালের পর ফের বিশ্বকাপ খেলবে নামিবিয়া। অর্থা টানা চারবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে তারা। আফ্রিকা থেকে আরও একটা দল বিশ্বকাপে সুযোগ পাবে। কেনিয়া এবং জিম্বাবোয়ের মধ্যে সেমিফাইনালে জয়ী দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। আরও তিনটি দেশ এশিয়া-প্যাসিফিক যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে সুযোগ পাবে। জিম্বাবোয়ের হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে প্রথমে ব্যাট করে নামিবিয়া করে ৬ উইকেটে ১৭৪ রান। জবাবে তানজানিয়ার ইনিংস থামে ৮ উইকেটে মাত্র ১১১ রানে। অর্থাৎ ৬৩ রানের বড় জয় পায় নামিবিয়া। অভীক পাটোয়া (৩১) এবং মুকেশ সুথার (২৪) ছাড়া আরও কোনও ব্যাটারি তানজানিয়ার হয়ে বলার মতো কিছু করতে পারেননি।

জেজে স্মিথ (৬১) এবং গেরহার্ড ইরাসমাস (৫৫)-এর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে বড় রান তোলে নামিবিয়া। বল হাতেও দুর্দান্ত ছিলেন স্মিথ। ১৬ রানে ৩ উইকেট নেন। বেন শিকোঙ্গোর শিকার ২১ রানে ৩ উইকেট। উল্লেখ্য, ২০২২ ও ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম পর্ব থেকে বিদায় নিলেও ২০২১ সালে সুপার টুয়েলভে উঠেছিল নামিবিয়া।

২০২৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের দলঃ এখনও পর্যন্ত কারা যোগ্যতা অর্জন করেছে

নয়া দিল্লি , ৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ২০২৬ সালের আইসিসি পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপ ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাস জুড়ে ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টের দশম আসরে ২০টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যার মধ্যে ১৭টি স্থান ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত আইসিসি পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ - যোগ্যতা অর্জনকারি দলগুলি হল- আয়োজক-ভারত-শ্রীলঙ্কা ২০২৪ এর টি-২০ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে- আ ফ গা নি স্তা ন - অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করেছেঃ আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ,সাইতালি,আফ্রিকা, বাছাইপর্ব,জিম্বাবুয়ে,,নামিবিয়া।

পাকিস্তান। আঞ্চলিক বাছাইপর্ব- আমেরিকার কোয়ালিফায়ার, কানাডা। ইউরোপ বাছাইপর্ব- এশিয়া ও পূর্ব এশিয়া-প্যাসিফিক বাছাইপর্ব এখনও নির্ধারণ হয়নি।

কামব্যাকে সাফল্য, তিনবছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ফিরেই রুপোজয় মীরাবাই চানুর

তিনবছর পর বিশ্ব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে ফিরেই পদকের সাফল্য মীরাবাই চানুর। ২০২২-র পর এবার নরওয়েতে ৪৮ কেজি বিভাগে ল।ইয়ে নেমেছিলেন ভারতীয় ভারোত্তোলক। সেখানে রুপোজয় চানুর। সব মিলিয়ে ১৯৯ কেজি (৮৪১১৫) ভারোত্তোলন করে কেরিয়ারে তৃতীয় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মেডেল ছিনিয়ে নিলেন তিনি। ২০১৭-য় এই প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছিলেন। তারপর ২০২২-এ রুপো জেতেন। তারপর ২০২৫-এও রুপো। প্যারিস অলিম্পিকে চতুর্থ হওয়ার পর তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে সাফল্য পেলেন। প্রথমবার ৮৪ কেজি তোলেন। কিন্তু তারপর ৮৭ কেজি তুলতে ব্যর্থ হন। ক্লিন ও জার্কে ১০৯

কেজি, ১১২ কেজি ওজন তোলেন। শেষে ১১৫ কেজি তোলেন। টোকিও অলিম্পিকেও তিনি এই ওজন তুলে রুপো জিতেছিলেন। যদিও তাতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা এল না। উত্তর কোরিয়ার রি সং গুম সব মিলিয়ে ২১৩ কেজি ওজন তুলে সোনা জেতেন। থাইল্যান্ডের থান্যাথন সুকচারোয়েন ১৯৮ কেজি তুলে ব্রোঞ্জ জেতেন। উল্লেখ্য, ৩১ বছর বয়সি চানু গত বছর প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণের পর চোট সমস্যায় ভুগছিলেন। আগস্ট মাসে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিযনশিপের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন ঘটে তাঁর। মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে ক্লিন অ্যান্ড জার্কে মোট ১৯৩ কেজি (৮৪১০৯ কেজি) ওজন তুলে সোনা জেতেন। এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতলেন তিনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিন চার উইকেট নিয়েছেন সিরাজ

বিশেষ প্রতিবেদক, ৩ অক্টোবরঃ ভারতীয় দলের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিতভাবে শেষ করার পিছনে তাঁর ভূমিকা ছিল সবথেকে বেশি। সেই মহম্মদ সিরাজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনই ভারতকে চালকের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। একাই নিয়েছেন চার উইকেট। এই সাফল্যের জন্য আমেদাবাদের সবুজ পিচকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন ভারতীয় পেসার।

প্রথম দিনের শেষে সিরাজ বলছিলেন, ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট ম্যাচগুলিতে এই ধরনের সবুজ পিচে বল করার সুযোগ আমরা সাধারণত পাই না। ফলে এখানকার পিচে বল করার জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম। টেস্টের আগে আমেদাবাদের পিচে সবুজের ঘাসের আবরণ থাকলেও পরে তা

ছেঁটে ফেলা হয়। তা সত্ত্বেও পিচ পেসারদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তবে রস্টন চেজ তাঁর যে বলে আউট হন, তাতে তিনি নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছেন।

সিরাজ বলছিলেন, আমি সত্যিই চমকে গিয়েছিলাম। অতটা কাট করবে বুঝতে পারিনি। ক্যারিবিয়ান বাকি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হওয়ায় সিরাজ খুশি। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পারফরম্যান্স তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটাই। তাঁর বক্তব্য, ইংল্যান্ড সিরিজটা ভীষণই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল। কোনও সন্দেহ নেই, ওই সিরিজ থেকে প্রচুর আত্মবিশ্বাস পেয়েছি। ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ভালে পারফর্ম করলে অন্য ধরনের আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। সেটা আমি উপলব্ধি করতে পারছি।

ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেই সাবলীল অভিমন্যু, ইরানি কাপে তবুও চাপে অবশিষ্ট ভারত

বিশেষ প্রতিবেদক, ৩ অক্টোবরঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁকে দলে রাখেননি নির্বাচকরা। প্রায় তিন বছর ভারতীয় দলের স্কোয়াডে থাকলেও অভিষেক হয়নি তাঁর। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেই ফের সাবলীল অভিমন্যু ঈশ্বরণের ব্যাট। ইরানি কাপের ফাইনালে বিদর্ভের বিরুদ্ধে হাফসেঞ্চুরি করলেন বাংলার এই ক্রিকেটার। তবুও চাপে অবশিষ্ট ভারত। তারা এখনও পিছিয়ে পাক্কা ২০০ রানে। হাতে ৫ উইকেট।

প্রথমে ব্যাটিং করে বিদর্ভ প্রথম ইনিংসে তোলে ৩৪২ রান। অথর্ব তাইদে ১৪৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস উপহার দেন। সেঞ্চুরি হাতছা।। করেন যশ রাঠোড়। তিনি আউট হন ৯১ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে বাদ প।। বাংলার পেসার আকাশ দীপ নেন ৩ উইকেট। মানব সুথারেরও শিকার ৩ উইকেট। বাকি

উইকেট ভাগাভাগি করে নেন সুরেশ জৈন, গুরনুর ব্রার, অংশুল কম্বোজ।জবাবে শুরুটা ভালো করলেও আচমকাই ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়ে অবশিষ্ট ভারত। একটা সময় রান ছিল ২ উইকেটে ১০৫ রান। তখনই ১১২ বলে ৫২ রানে আউট হন অভিমন্যু। এরপর একে একে প্যাভিলিয়নে দুই তারকা ব্যাটার রুতুরাজ এবং ঈশান কিশান। তখন অবশিষ্ট ভারতের রান ৫ উইকেটে ১২৪।দু’টি দৃষ্টিনঃদন বাউন্ডারি হাঁকালেও দলকে ভরসা জোগাতে ব্যর্থ হন রুতুরাজ গায়কোয়াড। মাত্র ৯ রানেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। হতাশ করেন ঈশান কিশান (১)-ও। দিনের শেষে ৪২ রানে অপরাজিত রয়েছেন রজত পাতিদার। তাঁর সঙ্গে ক্রিজে মানব সুথার। বিদর্ভর হয়ে পার্থ রেখাদে পেয়েছেন ২টি উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন যশ ঠাকুর, দর্শন নালকাঃে দ এবং হর্ষ দুবে।

ইংল্যান্ডের পর দেশের মাটিতেও স্বপ্নের ফর্ম, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুরন্ত সেঞ্চুরি রাহুলের

বিশেষ প্রতিবেদক, ৩ অক্টোবরঃ চলতি বছরের ইংল্যান্ড সফরে দারুণ ফর্মে ছিলেন। পাঁচশোর বেশি রান করেছিলেন। এবার দেশে ফিরেও স্বপ্নের ফর্ম ধরে রাখলেন কে এল রাহুল। আহমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকালেন ভারতীয় ওপেনার। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগেই শতরান পূরণ করলেন তিনি। অন্যদিকে হাফসেঞ্চুরি করেছেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলও।

চলতি বছরের শুরু থেকেই দারুণ ফর্মে রয়েছেন রাহুল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। গোটা টুর্নামেন্টেই ব্যাট হাতে বেশ ভালো পারফর্ম করেছিলেন। আইপিএলেও নতুন দলে অনবদ্য ব্যাটিং করেন। তারপর ইংল্যান্ড সফর। পাঁচটি টেস্টে ৫৩২ রান করেন কর্নাটকি ব্যাটার। ২০০৩ সালের পর এই প্রথম কোনও ওপেনার ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে এত রান করেছেন। তবে আইপিএলে ভালো খেললেও এশিয়া কাপের দলে রাহুলের সুযোগ হয়নি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে থেকেই অবশ্য রাহুলের ফর্ম ভালো। অস্ট্রেলিয়া ‘ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় দিন চোট পেয়ে ফিজিওর সঙ্গে মাঠ ছেড়েছিলেন। তাঁর চোট সংশয়ে রেখেছিল ভারতীয় সমর্থকদের। কিন্তু চতুর্থ দিনে মাঠে নেমে ১৭৬ রানের অনবদ্য ইনিংস আসে রাহুলের ব্যাট থেকে। সেই ফর্ম জাতীয় দলের জার্সিতেও ধরে রাখলেন তিনি। ১৯০ বলে সেঞ্চুরি হাঁকান তারকা

ব্যাটার। ১২টি বাউন্ডারি দিয়ে ইনিংস সাজিয়েছেন রাহুল। শতরান পূরণ করে মুখে আঙুল দিয়ে বিশেষ সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। সম্ভবত নিজের শিশুকন্যাকে উৎসর্গ করে এই সেলিব্রেশন। অন্যদিকে, মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগেই প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান টপকে গিয়েছে ভারত। ১২১ রানে দুই উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিলেন যশস্বী জয়সওয়ালরা। দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে নেমে হাফসেঞ্চুরি করেন গিল। প্রথম সেশনের শেষে ভারতের স্কোর তিন উইকেট হারিয়ে ২১৮ রান। ৫৬ রানের লিড রয়েছে। ১৯০ বলে সেঞ্চুরি করেন রাহুল। ভারতে তার আগের একমাত্র শতরানটি ছিল নয় বছর আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, যখন তিনি চেন্নাইতে ১৯৯ রান করেন।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে অস্ট্রেলিয়া ‘ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় দিন চোট পেয়ে ফিজিওর সঙ্গে মাঠ ছে।ছিলেন। তাঁর চোট সংশয়ে রেখেছিল ভারতীয় সমর্থকদের।

ভারতে আয়োজিত মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ চলাকালীন বিতর্কিত মন্তব্য প্রাক্তন পাক অধিনায়কের

বিশেষ প্রতিবেদক, ৩ অক্টোবরঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে সটান আজাদ কাশ্মীর বলে বসলেন কমেন্ট্রি করছিলেন সানা। ওই ম্যাচে খেলতে নামা পাক অলরাউন্ডার নাতালিয়া পারভেজ সম্পর্কে বলতে

পাকিস্তানি ধারাভাষ্যকার! ভারতের মাটিতে আয়োজিত মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ চলাকালীন বিতর্কিত মন্তব্য করেন সানা মীর। প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের মন্তব্য হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে নেটদুনিয়ায়। তারপর নিজের বক্তব্য নিয়ে সাফাই দিয়েছেন সানা। তবে তাতে বিতর্ক কতখানি কমবে, সংশয় থাকছে।

পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ ম্যাচে গিয়ে সানা বলেন, নাতালিয়া আসলে আজাদ কাশ্মীরের বাসিন্দা। কিন্তু ক্রিকেটের জন্য তিনি লাহোরে চলে যান। ক্রিকেটজীবনের অনেকটাই লাহোরে কাটিয়েছেন তিনি। সেই মন্তব্য ভাইরাল হতেই তুমুল বিতর্ক নেটদুনিয়ায়। পাক অধিকৃত কাশ্মীর, যার বৈধতা এবং আইনি স্বীকৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা রয়েছে, সেই PoKকে কীভাবে আজাদ কাশ্মীরের তকমা দিলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক, সেই নিয়ে শুরু হয় তুমুল সমালোচনা।

শেষ পর্যন্ত নিজের মন্তব্যের পক্ষে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করেন পাক মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। সানার কথায়, ‘ পাক ক্রিকেটারের বাসস্থানের উল্লেখ করেছিলাম শুধু এটা বোঝানোর জন্য যে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে কত সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ধারাভাষ্যকাররা এমন মন্তব্য করেই থাকে। দয়া করে এই নিয়ে রাজনীতি করবেন না। বিশ্বমানের টুর্নামেন্টে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময়ে এমন অনুপ্রেরণামূলক কাহিনি তুলে ধরা হয়। কিন্তু ক্রীড়াব্যক্তিত্বদের নিশানা করে যেভাবে তিল থেকে তাল হচ্ছে, সেটা খুব দুর্ভাগ্যজনক।’

এখানেই শেষ নয়, বিখ্যাত ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোর একটি স্ক্রিনশটও শেয়ার করেছেন সানা। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, নাতালিয়ার বাসস্থান আজাদ কাশ্মীরে। সানার কথায়, ওই ওয়েবসাইট দেখেই তিনি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু যেভাবে তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে জলঘোলা চলছে, তাতে ক্ষুব্ধ সানা।

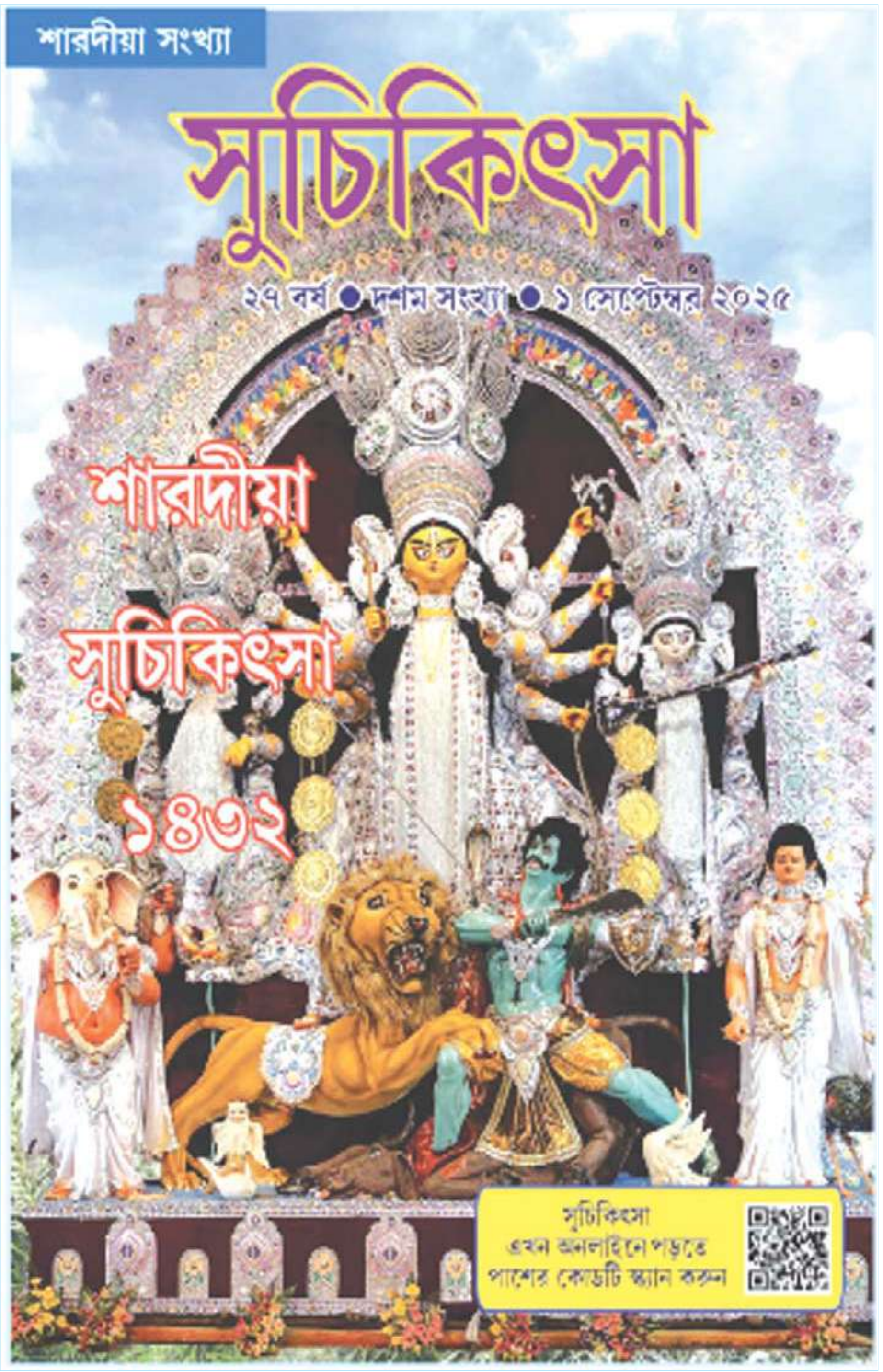

বাংলাদেশের কাছে হারের কারণ ব্যাখ্যায় যা বললেন রশিদ খান

শারজায় সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত হবে আজই

বিশেষ প্রতিবেদক, ৩ অক্টোবরঃ এশিয়া কাপের পর দ্বিপক্ষীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচেও বাংলাদেশের কাছে হারল আফগানিস্তান। কাল শারজাতে বাংলাদেশের কাছে ৪ উইকেটে হেরেছে রশিদ খানের দল। এই হারে দলের ব্যাটিং ও বোলিং দুই বিভাগকেই দুষছেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান।

আফগানিস্তানের ১৫১ রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ উদ্বোধনী জুটি তুলেছে ১০৯ রান। তখন জয় মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু আচমকাই বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে বড় ধস নামে। ১১.৪ ওভার থেকে ১৫.৪ ওভারের মধ্যে ২৪ বলে বাংলাদেশ ৯ রানে ৬ উইকেট হারালে ম্যাচে ফেরে আফগানিস্তান। কিন্তু এভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েও শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি তারা।

আফগানিস্তানের ঘুরে দাঁড়ানোয় সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল রশিদের। ১৮ রানে ৪ উইকেট নেন এই লেগ স্পিনার। এর মধ্য দিয়ে দারুণ এক কীর্তিও গড়েন তিনি। অধিনায়ক হিসেবে এ নিয়ে পঞ্চমবার ইনিংসে ৪ উইকেট নিলেন রশিদ।

টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর অধিনায়কদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে আর কোনো অধিনায়ক এতবার ইনিংসে ৪ উইকেট নিতে পারেননি। বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান ও শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গা দুবার করে ইনিংসে ন্যূনতম ৪ উইকেট নিয়েছেন। সহযোগী দেশগুলোর অধিনায়কদের মধ্যে জার্সির চার্লস পেরচার্দকেও পেছনে ফেলেছেন রশিদ। চারবার ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছেন পেরচার্দ। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে

অধিনায়কদের মধ্যে রশিদই সর্বোচ্চবার ইনিংসে ন্যূনতম ৪টি করে উইকেট নিয়েছেন।

কিন্তু বাংলাদেশের বিপক্ষে গতকালের হার পোড়াচ্ছে ২৭ বছর বয়সী এ অধিনায়ককে। ব্যাটিংয়ে নেমে সপ্তম উইকেটে নুরুল হাসান ও রিশাদ হোসেন ১৮ বলে ৩৫ রানের জুটি গড়ে ৮ বল হাতে রেখেই বাংলাদেশকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। রশিদ মনে করেন, ম্যাচটা আফগানিস্তান আরও ভালোভাবে শেষ করতে পারত।

হারের পর রশিদ খান বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে, আমরা আরও ভালোভাবে শেষ করতে পারতাম। টি-টোয়েন্টিতে ছন্দ হারানোর সুযোগ নেই, একবার ছন্দ হারালে তা ফিরিয়ে আনা কঠিন। আমার এটাও মনে হয়, প্রথম ১০ ওভারে আমরা ঠিকঠাক বোলিং করতে পারিনি। যত বেশি স্টাম্পে বল করা যায়, তত ভালো, কারণ ,বাইরে বল করলেই রান নেওয়া সহজ হয়ে যায়। আমি মনে করি, আমরা যখনই নিয়মিতভাবে স্টাম্পে বল করতে শুরু করেছি এবং ব্যাটসম্যানদের প্রশ্নের মুখে ফেলেছি, তখনই ম্যাচে ফিরতে পেরেছি।’ ব্যাটিংয়েও আফগানিস্তান উইকেট বিলিয়েছে। ২৫ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়া আফগানিস্তান ৪০ রানে হারায় ৪ উইকেট। বলা যায়, পুরো ইনিংসে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে তারা। পঞ্চাশ রানের জুটিও কেউ গ।তে পারেনি, সর্বোচ্চ ৩৩ রানের জুটি গড়েছেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও রহমানউল্লাহ গুরবাজ। ব্যাটিং নিয়ে রশিদ বলেছেন, ‘আমরা খুব সহজেই উইকেট বিলিয়ে দিয়েছি। আশা করি, আমরা শিখতে থাকব এবং আরও উন্নতি করব, কারণ, মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। ব্যাটসম্যানদের উচিত নিজেদের স্বাভাবিক খেলায় মনোযোগ দেওয়া-সময় নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু চাপের মুখে শট বাছাইয়ের ভুলটা হয়ে যায়।’ শারজায় সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত হবে আজই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com